পুণ্য ভারত কথা

[illegible] শ্রীযোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি

গ্রন্থকার কর্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত।

PUNYA VARAT KATHA

BY

PANDIT JOGINDRA NATH TARKUCHUDAMONY,

(One of the Bhattacharyyas of Bhatpara)

tor of the sanscrit poems Prasanna Raghu and Uttar Raghabikam, of Bengally "Panchali life of "Rame," scholar of the Calcutta University, Sanscrit Lecturer &c, &c.

কলিকাতা

[illegible] ষ্ট্রীট

হেয়ার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে

শ্রী[illegible] মুদ্রিত।

পুণ্য ভারত কথা।

প্রথম সর্গ।

পাণ্ডুর পরলোক হইলে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা হস্তিনাপুরে বাস করিতে লাগিলেন। মহামতি ধৃতরাষ্ট্র বেদোক্ত বিধানে তাঁহাদিগের সংস্কার সকল সম্পাদিত করেলেন। কাকপুচ্ছধর পঞ্চ পাণ্ডুতনয়েরা যখন ক্রীড়াচ্ছলে রাজপথে ভ্রমণ করিতেন, তখন তাঁহাদিগের সিংহবিক্রান্ত গতি ও রূপলাবণ্যে লোক সকল মোহিত হইত। পঞ্চ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের সহিত ক্রীড়াপ্রিয় হইয়া সরলান্তঃকরণে বিহার করিতে লাগেলেন। যুধিষ্ঠির ক্রীড়াকালেও মিথ্যা ব্যবহার করিতে লাগিলেন না। পাপমতি দুর্য্যোধন নানা কৌশলদ্বারা পঞ্চ পাণ্ডবকে ক্রীড়াচ্ছলে ক্লেশ দিবেন, কিন্তু সরলান্তঃকরণ যুধিষ্ঠির ভ্রাতার দারুণ অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া দুর্য্যোধনের পানে চাহিয়া মৃদুমন্দ হাস্য দ্বারা দুর্য্যোধনকে যেন বিকসিত করিতেন। কদাচ ওরূপ দুষ্ট ভ্রাতার দোষ লইতেন না। কহিতেন, দুর্য্যোধন! ভাই! আমাদিগকে ক্লেশ দিতে তোর কি দয়া হয় না! পরন্তু বৃক্ষ কর্ত্তন করিলে যেরূপ বৃক্ষশাখা প্রাচীর বা তৎসদৃশ কোন অবলম্বনে ঠেকিয়া নিষ্পন্ন হয়, তেমনি পাণ্ডুনন্দনেরা

পাণ্ডুর পরলোকের পর ধৃতরাষ্ট্রে আশ্রয় করিলে আর সে জ্যোতিঃ রহিল না। কোকিলশিশু যেমন কাকের বাসায় বর্দ্ধিত হয়, তেমতি উহাঁরা ধৃতরাষ্ট্রাবাসে বাড়িতে লাগিলেন।

সর্প যেরূপ মনুষ্যের স্বাভাবিক শত্রু, ব্যাঘ্র যেরূপ মেষশিশুর সহজ শত্রু, পেচক যেরূপ কাকের স্বাভাবিক শত্রু, অহি যেরূপ নকুলের সহজ শত্রু সেইরূপ শত্রু দুর্য্যোধন, ভীমের হইল। তিনি মনেতে একবিন্দুমাত্র পাণ্ডবদিগকে দেখিতে পারিতেন না। কিসে ভীমের অনিষ্ট হয়, এই চিন্তাই বলবতী হইল। একদিন জলবিহার-কপটে ভীমের প্রাণনাশ স্থির করিয়া পাণ্ডবদিগকে জলবিহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন।

ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে লোকসকল অসভ্য ছিল না ইহা তাহা প্রমাণ করিতেছে। মহাভারতে লেখে, দুর্য্যোধন ভাগীরথীতীরে এক উদ্যান নির্ম্মাণ করাইলেন। তথায় সৌধধবলিত ধ্বজপতাকাপরিশোভিত গেহসকল শোভা পাইতে লাগিল। এক্ষণে বলিয়া থাকেন, প্রাসাদ সে সময় ছিল না, তাহা তাঁহাদিগের অন্যায় *। গৃহে গৃহে নানারূপ ভোগবস্তু আহৃত হইতে লাগিল। জলযন্ত্র কি শোভাই ধারণ করিল! সেই উদ্যানে সুশীতল জলপূর্ণ দীর্ঘিকা সকল কেমন প্রফুল্ল কমলসমূহ দ্বারা শোভিত হইয়া নিকটবর্ত্তী ভৃঙ্গ সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল! গৃহ সকল চিত্রিত বসনাচ্ছাদিত ও কম্বলবিনির্ম্মিত। স্থলজ পুষ্পসকল উদ্যানের শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল।

---

* See chap. 208, Adi Moha, Chap. 83, Ado *Ramayona*, etc.

দুর্য্যোধন উদ্যানবিহারার্থ পাণ্ডবদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রিত পাণ্ডবেরা নগরাকার রথে, দেশজ অত্যুৎকৃষ্টগজে আরোহণ করিয়া উদ্যানে উপনীত হইলেন এবং সিংহ যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করে, তেমনি সিংহগ্রীবা বক্র করিয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাণ্ডবেরা উদ্যানের শোভা দেখিয়া পরমপরিতোষ লাভ করিলেন।

কৌরব ও পাণ্ডবেরা আমোদ প্রমোদে রত হইলেন। কেহ কাহার মুখে অন্ন প্রদান, কেহ কাহার মুখে পায়স প্রদান, কেহ কাহার মুখে মৃগমাংস প্রদান করিয়া আমোদ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন এই অবসরে কিঞ্চিৎ বিষমিশ্রিত অন্ন ভীমমুখে দান করিলেন। অন্নাদি-ভোজনামোদ সমাপন হইলে সকলে জলকেলির জন্য ভাগীরথীসলিলে অবতরণ করিলেন। প্রসন্নপুণ্যসলিলা ভাগীরথী দর্শন করিয়া কৌরবেরা আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে বিষজর্জ্জরিত কলেবর ভীম হতচেতন হইয়া নয়নদ্বয় উদ্বর্ত্তিত করিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। দুর্য্যোধন অন্যের অলক্ষ্যে তাঁহাকে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া কোন অনিরীক্ষ্য প্রদেশে ফেলিয়া দিলেন। সকলে জলক্রীড়ায় মগ্ন। যুধিষ্ঠিরের বামদিক নৃত্য করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির জলক্রীড়া মুক্তমনে আর করিতে পারিলেন না। কৌরব ও পাণ্ডবগণ যানারূঢ় হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির আসিবার কালে ভীমকে না দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, প্রাণাধিক ভীম বুঝি

অগ্রে জননীর সন্নিধানে গমন করিয়াছে। গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র অতি ব্যস্তসমস্তে কহিতে লাগিলেন, জননি! প্রাণের ভীম কি আসিয়াছে? জলক্রীড়াকালে ভীমের জন্য আমি বড় কাতর হইয়াছিলাম। পুত্রের কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া কুন্তী অধীরা হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, বৎস! কই ভীম আমারত ঘরে আসে নাই, তজ্জন্য তুমি কাতর কেন? ভীমের কি কিছু অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াছ? কোন সময় ভীম তোমার অদৃশ্য হয়? যুধিষ্ঠির কহিলেন, মা! জলক্রীড়ার আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে ভীম আমার অদৃশ্য হইয়াছেন।—বিধাতা কি আমার সেই সহোদর রত্ন হরণ করিল?—এই বলিয়া যুধিষ্ঠির অশ্রুজলে কপোলদেশ ভাসাইয়া বর্ষার কমলপত্র শোভা ধারণ করিলেন। মনুষ্যের মারণ মারণই নয় এই প্রমাণ করিতে মহামতি ভীমসেন পরাৎপর ব্রহ্মকৃপায় কোন অদ্ভুত উপায় দ্বারা জীবন পাইয়া জননী ও ভ্রাতৃগণ সমক্ষে উপনীত হইলেন এবং দুর্য্যোধনের দুষ্টবুদ্ধি সবিশেষ কহিয়া দুর্য্যোধনকে আক্ষেপ করিয়া হাস্য করত কহিলেন, আর্য্য! দুর্য্যোধনের কি সাধ্য আমার জীবন লয়। আমি ভাগীরথী সলিলে ভাসিতে ভাসিতে নাগলোকে উপস্থিত হইয়া তথায় নাগদিগের কৃপায় হতবিষ হইয়া নাগলোক জয় করিয়া উপস্থিত হইতেছি।

যুধিষ্ঠির ভীমের মুখে দুর্য্যোধনের এই অভিপ্রায় জানিয়া কহিলেন, ভাই! দেখিও যেন এ কথা কাহাকেও কহিও না। রাজপুত্র দুর্য্যোধন এরূপ কলঙ্কিত হইলে

নিশ্চয়ই আমাদিগকে সেই কলঙ্কের মূল জানিয়া বিনাশ করিবেক। ভাই! যেমন অবস্থা তেমনি বুঝিয়া কার্য্য করিলে বিধাতা কৃপা ভিন্ন নিগ্রহ করেন না। ঈর্ষাসমাকুল কলঙ্কসমমূল কুরুকুল এই দুর্য্যোধন হইতেই বিনাশ পাইবে সন্দেহ নাই। এইরূপে দুর্য্যোধন নানা উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে হিংসা করিতে লাগিল। ব্রহ্মকৃপায় পাণ্ডবদিগের জীবন রক্ষা হইতে লাগিল।

—বসন্তকালে যেমন কোকিলে সারা দেয়, শরৎকালে যেমন চন্দ্রমা উদিত হয়, উত্তরদিকে গমন করিলে যেমন দিব্য শৃঙ্গ দেখা যায়, তেমনি বিদ্যাশিক্ষাকালে কুরুকুলে দ্রোণাচার্য্যের সারা শোনা যাইতে লাগিল। অস্ত্রবিদ্যা সমগ্র তিনি ভরতকুলে দান করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম পরম প্রীতিলাভ করিলেন। কুমারেরা কে কেমন শিখিয়াছে, ইহা জানিবার নিমিত্ত রাজা এক পরীক্ষারঙ্গভূমি নির্ম্মাণ করিলেন। মুক্তাজালসমলঙ্কৃত গবাক্ষ ও মণিসকল চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতে লাগিল। প্রেক্ষকগণের নির্দ্দিষ্ট স্থান ও প্রেক্ষিকাগণের নির্দ্দিষ্ট স্থান সমস্তই অবধারিত হইল। কুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা হইবে এই সংবাদ শ্রবণমাত্র সমস্ত নগরবাসিরা জনপদবাসিরা রঙ্গভূমিতে নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হইতে লাগিল। সাগরকল্লোলের ন্যায় রঙ্গভূমি লোককোলাহলে আলোড়িত হইতে লাগিল। বাহ্লীক, সোমদত্ত, কৃপ, ভীষ্ম, ব্যাস, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিলেন। যশস্বিনী গান্ধারীও একাসনে বসিলেন। ব্রহ্মকল্প দ্রোণাচার্য্য তৎপরে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ

করিলেন। প্রভাত ভাস্করের ন্যায়, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্যকে দেখিবামাত্র সকলে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সকল কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া দ্রোণ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সমরকালে যেরূপ বাদ্য আরম্ভ হয়, তেমনি রঙ্গভূমিতে বাদ্য বাজিতে লাগিল। রঙ্গকেরা অঙ্গুলিতে গোধাচর্ম্মের অঙ্গুলিত্র বন্ধনপূর্ব্বক কটিতে লম্বিত তরবারি, করে শারসন, পৃষ্ঠে বদ্ধতূণ ধারণ করিয়া সমরসাজে, দীপ্ত সিংহ যেরূপ মহারণ্যে ভ্রমণ করে, তেমনি যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করিয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। কুমারদিগের মস্তকে কিরীট ও হীরক জ্বলিতেছে। গাত্রে কাঞ্চনময় কবচ, বিক্রম সিংহের ন্যায়, ইহাতে বোধ হইল ভাস্কর মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়াছেন। কুমার অর্জ্জুন এমন সময় শিঞ্জিনী আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশে অশনিশব্দ হইতেছে। সিংহের গর্জ্জন, গিরিগুহার প্রতিধ্বনি, আকাশের অশনি সেই সিংহবিক্রান্ত পাণ্ডবতনয়দিগের যেন আশ্রয় করিয়াছে ইহা বোধ হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের শরাসন ইন্দ্রধনুকের ন্যায় প্রকাশ পাওয়াতে, শর বর্ষণে দিক সমাচ্ছন্ন হইলে, নালীকের ধূমে রঙ্গভূমি কিয়ৎকাল বর্ষা ঋতুর সাদৃশ্য ধারণ করিল। নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ অসিসমূহের অংশুমণ্ডল ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ হইয়া কি শোভাই ধারণ করিল। সিংহগতি পাণ্ডবেরা রঙ্গভূমিতে প্রদীপ্ত ভাবে এমনি পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, যেন ধরিত্রী তাহাদিগের পদভরে অধীরা হইয়াছেন। ভীষ্ম নিজ বংশাঙ্কুরের এইরূপ বিদ্যা দেখিয়া

আনন্দাশ্রু ফেলিলেন। তৎকাল রঙ্গস্থলে সেই ভরতপুত্র-দিগকে দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

লোকসকল মনে করিতে লাগিল, যে পৃথিবীক্ষয়ের জন্য যেন ইঁহাদিগের উৎপত্তি। ক্রমশঃ দিবাবসান হইল। পক্ষিসকল গোধূলি দর্শন করিয়া বৃক্ষনিলয়ে গমন করিতেছে, এমন সময়ে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণাচার্য্যকে নিজ গলদেশের শুভ্র মাল্য প্রদান করিলেন। কুমারেরা সকলপ্রশংস হইয়া গুরুর চরণবন্দনা করিলেন। দ্রোণাচার্য্য প্রফুল্ল-মুখে সকলকে আশীর্ব্বাদ করত চুম্বন করিলেন। কৌর-বেরা কৃতবিদ্য হইয়া আচার্য্য দ্রোণকে দক্ষিণা দিবার জন্য মেঘ যেমন বর্ষাকালে বর্ষণোন্মুখ হয়, প্রসবিনী গাভী যেমন বৎসকে দুগ্ধ দেয়, ফলোন্মুখ তরু যেমন সুফল দান করে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে যেমন সুধা ক্ষরে, তেমনি ব্যগ্র হই-লেন। শিষ্যদিগকে দক্ষিণাদান জন্য সমুৎসুক দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য সমালোচন করিয়া বলিলেন,বৎসগণ! আমি অন্য দক্ষিণা কিছু চাই না,পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ বেটা আমার বিশেষ অপমান করিয়াছে, অদ্য তাহাকে পরাজয় করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস এই গুরুদক্ষিণা আমি চাই। শ্রবণমাত্র কৌরব ও পাণ্ডবেরা আনন্দিত হইয়া কহিলেন, গুরো! এ আবার বেশি কথা, এখনি গমন করিয়া বেটাকে বাঁধিয়া আনিতেছি। অর্জ্জুন কহিলেন দয়াময়! আশীর্ব্বাদ করুন,আমি যেন দ্রুপদ রাজাকে বাঁধিয়া আনিতে পারি। এই বলিয়া সকলে গুরুর অনুমতিতে পাঞ্চালাভিমুখে গমন করিলেন।

দ্রুপদরাজ অসংখ্য সেনাদর্শন করিয়া সভয়ে বাহিরে আসিলেন, বুঝিলেন যে কৌরবেরা তাহার সহিত সমরে আসিয়াছে। তিনি চর্ম্ম বর্ম্ম অসি নারাচ ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। নানাশস্ত্র বর্ষেঃ কৌরবদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনাদি তাহার শরপীড়ায় ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু অর্জ্জুন সে জাত নহেন। তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের শরে দ্রুপদরাজ কাতর হইয়া পরাজয় শৃঙ্খল পায়ে পরিলেন। অর্জ্জুন দ্রুপদরাজকে লইয়া প্রফুল্ল মনে দ্রোণ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উঁহাকে চরণে সমর্পণ পূর্ব্বক বন্দনা করিলেন। দ্রোণ হর্ষবিকশিতমুখে বলিতে লাগিলেন রাজন্! আজ তোমার এ দশা আমি করিয়াছি। বাল্যকালে আমরা এক আশ্রমে ক্রীড়া করিতাম, এই জন্য তুমি রাজা হইলে তোমাকে আমি সখা-সম্বোধন করিয়াছিলাম। তুমি আমাকে সে সময় ভৎসনা করিয়াছিলে।—নির্ধন ধনীর মিত্র হইতে পারে না "সখিপূর্ব্বং কিম্বিষ্যতইতি" অদ্য তাহার প্রতিফল তোমাকে আমি দান করিলাম। অতএব রাজ্য না থাকিলে আমিত ধনী হইতে পারিব না, তোমার সহিত বাল্য মিত্রতা আমার যাইবে, তাহার জন্য আজ তোমার অর্দ্ধেক রাজ্য আমি লইলাম। তদনুসারে দ্রুপদরাজ চর্ম্মণ্বতী * নদীপর্য্যন্ত দক্ষিণ পাঞ্চাল দেশ দ্রোণের পায়ে সঁপিতে বাধ্য হইলেনএবং আপনি মাকন্দী নগরীও কাম্পিল্য † পুরী শাসন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে শিষ্যরত্ন অর্জ্জুন অহিছত্রা জয়

* Its modern name is Chumbul. † Kampilya is the City Kampil.

করিয়া দ্রোণের চরণে সমর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ জাতি একে দরিদ্র; অর্জ্জুনের গুরু হইয়া শেষ রাজা পর্য্যন্ত হইলেন। দ্রোণের প্রতিভার আর সীমা রহিল না। এই স্থলে একটী কথা উঠিতে পারে, ব্রাহ্মণ জাতি কিরূপে রাজ্য গ্রহণ করিলেন? তাহার উত্তর এই দক্ষিণা হিসাবে প্রাপ্তরাজ্য তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম অগ্রে যাজন করিয়া তৎপরে রাজকার্য্য সমালোচন করিতেন এই বিশেষমাত্র।*

—oo—

দ্বিতীয় সর্গ।

সম্বৎসর অতীত হইলে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। গাভী সময়ে বৎস প্রসবকরিলে, যেরূপ লোকের আনন্দ হয়, নারিকেলে জল দেখিলে লোক যেরূপ প্রীতি প্রাপ্ত হয়, দেশভ্রমণ করিতে করিতে সুমেরু শৃঙ্গে উপস্থিত হইলে যেরূপ হর্ষ হয়, সেইরূপ প্রকৃতিবর্গ হর্ষভোগ করিতে লাগিল।

ধীমান্ যুধিষ্ঠির নিজের নানাগুণে স্বল্পকাল মধ্যেই প্রশংসাভাজন হইয়া উঠিলেন। ভ্রমর যেরূপ চুতে বিশেষ আসক্ত, কোকিল যেরূপ বসন্ত প্রিয়, কাশপুষ্প যেরূপ শরৎকালে উদয় হয়, কৃষকেরা যেরূপ নব মেঘ ভালবাসে, দরিদ্র যেরূপ অর্থ দেখিয়া সন্তোষ পায়, সেইরূপ জনমণ্ডলী যুধিষ্ঠিরকে পাইয়া আনন্দ ভোগ করিতে লাগিল; পাণ্ডুর

*The—Of page 5 indicates omission of কৃপ's service less efficacious.

বারণাবতে উপস্থিত হইলে বারণাবত-কুলযোষিতেরা প্রাসাদের উপরে উঠিয়া দর্শন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বলিতে লাগিল ; ইন্দ্রাদি-পঞ্চ দেবতা মনুষ্যবেশে আজ বুঝি আমাদিগকে কৃতার্থ করিতে আসিয়াছেন। ফলতঃ সে সময় আকাশ কামিনী মুখমণ্ডলে কমলময় নয়নকুমুদে ও কুমুদময় বাহুলতাতে লতাময় হইল। শরীরের স্বর্ণবর্ণে দিক উদ্ভাসিত হইল। নীল ও রক্ত বসন আকাশের নীল ও রক্ত মেঘকে কিবা নিন্দা করিল ! পুরোচন সেই আশ্চর্য্য গৃহে তাহাদিগকে বাস-স্থান প্রদান করিল। পাণ্ডবেরা বারণাবতনিবাসিদিগকে অভিবন্দন করিলেন। ক্রমে পশ্চিম গগন ধূষরবর্ণ হইল। পক্ষিকুল কুলায় আসিতে লাগিল। বেদাঙ্গীরা সামগান আরম্ভ করিল। যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভ্রাতার সহিত সন্ধ্যা সমাপন করিয়া সেই গৃহে রজনী যাপন করিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস বাস করিয়া পাণ্ডবেরা পুরোচনের গতিকগতিক দর্শন করিয়া বিদুরভাষিত যথার্থ অনুমান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একদিন নিজ দুরদৃষ্ট চিন্তা করিয়া উপস্থিত বিপদের বিষয় চিন্তা করত পরাৎপরকে ভাবনা করিতেছেন, এমন সময় বিদুরপ্রেরিত এক খনক যেন ঈশ্বরের দূত হইয়া পাণ্ডব সমীপে উপস্থিত হইল। কহিল ভয় কি আমি এসেছি, কেন ভাবিতেছ। আমি অবিশ্বস্ত নহি, বিদুর আমাকে পাঠাইয়াছেন ; আসিবারকালে বিদুর কতকগুলি আপনা-দিগকে গৃহে অগ্নির বিষয় ম্লেচ্ছ ভাষায় সঙ্কেত করিয়াছিলেন, আপনারা "বুঝিলাম" বলিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, এই আমি পরিচায়ক চিহ্ন প্রদান করিলাম। এই বলিয়া খনক সেই

গৃহ খনন করিতে লাগিল। পুরোচন যাহাতে না জানিতে পারে, এমনভাবে সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে লাগিল।—গৃহভূমির সমতলশোভিত কবাট করিয়া তাহার নিম্নে সুরঙ্গ খনন করিতে লাগিল। দিবসে তাহারা মৃগয়া করিয়া বেড়ায়, রাত্রিকালে সুরঙ্গ খনন করে। এইরূপ কিছু দিন হইলে, যখন সুরঙ্গ দিয়া পলায়ন সুবিধা হইয়াছে বুঝিলেন, তখন কুন্তী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। এক পাপিষ্ঠা নিষাদী পঞ্চপুত্রের সহিত সেই স্থলে ভোজনার্থ আসিয়াছিল। সে রাত্রিকালে সেই স্থলে শয়ন করিয়া থাকে, অর্দ্ধরাত্রে যখন প্রবল বাত বহিতে লাগিল, পাণ্ডবেরা গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া সুরঙ্গ পথ দিয়া পলায়ন করিল। এদিকে পুরোচন ও সেই নিষাদী পাঁচটী পুত্রের সহিত দগ্ধ হইল। লোকেরা মনে করিলেন, পঞ্চ পাণ্ডব জননীর সহিত অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ও দুরাত্মা পুরোচন সেই পাপেরও শাস্তি পাইয়াছে।

এদিকে পাণ্ডবেরা বিদুর প্রেরিত নাবিক দ্বারা ভাগীরথী পার হইয়া রাত্রিকালে নক্ষত্র দ্বারা দিক্ নির্ণয় করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিতে করিতে এক বনে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভীম জননীর তৃষা নিবারণার্থ জলান্বেষণে গমন করিলেন। ভীম জলানয়ন করিয়া দেখিলেন যে, যে যুধিষ্ঠির দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ান থাকিতেন, আজ তিনি ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত ভূমিতে হতচেতন হইয়া শুইয়া আছেন।—সকলে জলপান করিলেন।—সেই বনে হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষসের বাস, পাণ্ডবেরা শয়ন করিলে হিড়িম্ব নানা ভীষণ হুঙ্কার করিয়া তাহা-

দিগকে বিনাশ করিতে আসিল। ঐ সময়ে নিশীথকালে বন ঝিল্লীরব ভীষণ, কিন্তু ভীম নিজ বাহুবলে হিড়িম্বকে বিনাশ করিলে হিড়িম্বানাম্নী রাক্ষসী ভীমের বলাধিক্য ও মোহন রূপ দর্শন করিয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। কালে হিড়িম্বার গর্ভে ভীমের ঘটোৎকচ নামে এক পুত্র জন্মিল। মস্তক তাহার কেশশূন্য, মুখ অতি বিশাল, রাসভের ন্যায় কান, ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ ইত্যাদি।

তদনন্তর পাণ্ডবগণ জটাবল্কল ধারণ করিয়া তাপসবেশে মৎস্য ত্রিগর্ত্ত প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং নানা সরোবর, বন, উদ্যান জনপদ দর্শন করিতে করিতে সত্যবতী-সুতের আদেশে একচক্রা নগরীতে উপনীত হইলেন।

একচক্রা নগরীর শোভা তাঁহারা দর্শন করিলে লাগিলেন। কোথায় অত্যুৎকৃষ্ট পণ্যশ্রেণী, কোথাও পতাকা সকল উড্ডীনা, কোথাও গোসকল তৃণ ভোজন করিতেছে, কোথাও কর্ম্মন্যস্ত জীবেরা সাংসারিককার্য্যে ব্যস্ত। পাণ্ডু-তনয়েরা এইরূপ দেখিতে দেখিতে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। দয়ালু ব্রাহ্মণ সেই শোভন রাজকুমার তুল্য অতিথিদিগকে দয়া করিয়া প্রসন্ন-বদনে আশ্রয়প্রদান করিলেন। এইরূপে তাঁহারা কিছুদিন থাকেন, এক সময় এক দিন তাঁহারা দেখিলেন, যাঁহার আশ্রয়ে তাঁহারা বাস করিতেছেন, তিনি শিরে করাঘাত করতঃ করুণ-স্বরে রোদন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে লোক মাত্রেরই তখন করুণার উদয় হয়। পাণ্ডবেরা তাঁহাকে

সবিশেষ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন বৎসগণ। আজ তোমাদিগের জীর্ণ বটতলা গমন করিল। আজ আমার বাটীতে বক* রাক্ষসের ভোজনের পালা। উক্ত দুরাত্মা এই নগরীতে মনুষ্য ভোজন করিতে আরম্ভ করিলে, আমরা সময় করিয়া একবারে সর্ব্বনাশ বন্ধ করিয়াছিলাম। আজ আমার আলয় হইতে মনুষ্য যাইবে, আমার একপুত্র, আমি কাহাকে পাঠাই, তাহাতেই কাতর হইতেছি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ অধিকতর ক্রন্দন করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের মুখকমল অশ্রুজলসিক্ত দর্শন করিয়া ভীম, নিষ্প্রভ বদনে কহিলেন, ভয় নাই, আপনি যাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন তাহাদিগের হইতেই আপনার বিপন্মোচন হইবে। সর্ব্বাশ্রয় আমার অগ্রজ আপনার নিকট যখন আশ্রয় পাইয়াছেন, তখন অনাথাশ্রয় সেই ব্রহ্মাণ্ডপতি অবশ্যই এই বিপদে আপনার আশ্রয় হইবেন। †

এই বলিয়া ভীম সেই বকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বক বেলাতিক্রম দর্শন করিয়া রাগে দীপ্তবর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণের আলয়ে হুঙ্কারপুরঃসর প্রবেশ করিল। অমনি ভীম আয়ুধ-শস্ত্র দ্বারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া কহিলেন রে দুরাত্মন্! আমাদিগের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণকে হনন করিতে আসিয়াছিস, আজ তোর্ শোণিত আমি দর্শন করিব। আজ তোর্ মুণ্ড ছেদন করিব।—এই বলিয়া ভীম লম্ফ প্রদান করিয়া বকের মস্তক ধরিলেন, যেমন ধরিলেন তেমনি ভগ

* The বক was a ferocious cannibal.

† ভাল লোককে আশ্রয় দিলে এই লাভ।

করিলেন। সিংহ যেরূপ করীর মুণ্ড বিদীর্ণ করে, ভীমসিংহ সেইরূপ বক বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মণের চক্ষের জল মোচন করিলেন। নগরবাসিরা অনেকে, যাহারা উপস্থিত ছিল এই ব্যাপার দর্শন করিয়া নগর কোলাহলময় করিল। কহিতে লাগিল, বিধাতা বুঝি একচক্রা উদ্ধারের জন্য পঞ্চনর প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা সত্যযুগের আবিষ্কার করিয়াছেন মহাত্মা ভীমাদি এই অসাধারণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া একচক্রা সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতঃ ক্রমশঃ শুনিলেন, পাঞ্চালরাজ্যে পাঞ্চালকন্যার স্বয়ম্বর হইবে। যুধিষ্ঠির তাহা শুনিয়া কহিলেন, পাঞ্চালদেশ অতি ধনধান্যসম্পন্ন, সেস্থলে ভিক্ষা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, চল আমরা এ স্থান ত্যাগ করিয়া পাঞ্চাল নগরে গমন করি। এই বলিয়া তাঁহারা পাঞ্চাল-গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পাঞ্চালযাত্রা করিলেন। পথে কত স্বভাব শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন;-কোন স্থলে গগনস্পর্শী বৃক্ষ, কোন স্থানে নানা বিটপি-শোভা, নদীতীরে রাখালদিগের গানে দিক্ পূরিত হইতেছে;-নানা শোভা দর্শন করিতে করিতে সায়ংকালে ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অঙ্গারপর্ণ-নামা এক গন্ধর্ব্বরাজ রমণীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। মনুষ্যের পদসঞ্চার শ্রবণ করিয়া গন্ধর্ব্ব রাগে প্রজ্বলিত হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডববিনাশে উদ্যত হইলেন। দেখিলেন সম্মুখে পাঁচটী দিব্য নর ও একটী বৃদ্ধা পৃষ্ঠদেশে বাহিতা, দেখিয়া কহিলেন তোমাদের কি কিছু বিবেচনা নাই। তোমরা অতি মূঢ়, জান না সন্ধ্যার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বাবধি সমস্ত রজনী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস-

দিগের সময়। দেখিতেছি, তোমরা লোভপরতন্ত্র হইয়া রাক্ষসী বেলায় নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছ। রাত্রিকালে নদীতীরে ভ্রমণ মনুষ্যদিগের নিষিদ্ধ। অতএব আমি আমার জলক্রীড়া বিঘ্ন দেখিয়া, তোমাদিগকে বিনাশ করিব। অর্জ্জুন রাক্ষসের সেই উদ্ধত বচন শ্রবণ করিয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন; কহিলেন রে দুর্ব্বোধ! হিমালয়ের পার্শ্বদেশ সমুদ্র ও গঙ্গাকূল এই তিন [illegible] কাহারও অধিকৃত নহে। ভুক্ত উদক বা অভুক্ত উদক [illegible]। গঙ্গাতে গমন করিলে কোনরূপ [illegible] হয় না। এই বলিয়া [illegible] মহাসংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। বাণেতে আকাশমণ্ডল ব্যাপিয়া গেল। অঙ্গারপর্ণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অর্জ্জুন-সন্তোষার্থে তাঁহাকে চাক্ষুনী-বিদ্যা প্রদান করিলেন। এই চাক্ষুনী বিদ্যার প্রভাবে পরে অর্জ্জুন রাধাচক্র ভেদ করিতে কৃতকার্য্য হন। আর গন্ধর্ব্ব পঞ্চ শত অশ্ব পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিলেন। পরে গন্ধর্ব্বরাজকে সান্ত্বনা করিয়া প্রয়োজনকালে অশ্ব গ্রহণ করিব, এই বলিয়া তাঁহার করে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহারই উপদেশে উৎকোচকনামক তীর্থে দেবল ভ্রাতা ধৌম্যকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া তাঁহারা পাঞ্চালাভিমুখী হইলেন।

ভীম কুন্তীকে বহন করিতেছেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন দেখ ভাই! মনুষ্যের কত বিপদ্। পিতার পরলোক হইয়াছে, আমাদিগের আর কেহ নাই বলিয়া, সুযোধন আমাদিগের প্রাণনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। একদিকে সুযোধন শত্রু, আর একদিকে পুরোচন শত্রু, আর একদিকে হিড়িম্বাক্রমণ, আবার দেখ বকরাক্ষসসংগ্রাম।

তাই বিধাতা বাম হইলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। রাজ্য ধন কি বিপত্তির আম্পদ? রাজ্য লোভেই সুযোধন আমাদিগকে বিনাশ করিতে নরহত্যা-পাপ ভয় করে নাই। যে ব্রহ্মাণ্ডপতি জগৎপালন করিতেছেন, তাঁহার রক্ষিত ধর্ম্ম-পথে থাকিলে কখনই ক্লেশ পাইব না। যুধিষ্ঠির এইরূপ নানা নীতিগর্ভপরিপূর্ণ বচন কহিতে কহিতে পাঞ্চালনগরে * উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন তথায় অসংখ্য লোক সমবেত হইতেছে। পাঞ্চালনগরের চতুর্দ্দিকে আম্র, খর্জ্জুর, প্রিয়াল সালতরু শোভা পাইতেছে। স্বচ্ছ সলিলে কত সরোবর রহিয়াছে। পাঞ্চালেরা কি সুখী তাহারা নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া আপনাদিগের দেশ কৃষিকার্য্যের এমন উপযোগী করিয়াছে, যে বসুমতী আশার অতিরিক্ত শস্য প্রদান করে। সুমেঘ বারিবর্ষণ দ্বারা পাঞ্চালদেশ প্লাবিত করিয়া হৃষ্টপুষ্ট করিয়াছে। কৃষিকার্য্যের অসুবিধা তাহাতে কেন হইবে? তাঁহারা পবিত্র পুণ্যতোয়-চর্ম্মণ্বতী-শোভিত পাঞ্চালদেশ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পাঞ্চালদেশ অতি বিভূষিত করা হইয়াছে, রত্নমালা গৃহে গৃহে রাজপথে শোভা পাইতেছে। সকল স্থানেই পূর্ণঘট। নর্ত্তক নর্ত্তকীরা নৃত্য করিতেছে। নানাবিধ বাদ্য বাজিতেছে। বেণু বীণা মুরজ শব্দে দিক্ আমোদিত হইতেছে। অতিথি প্রিয় পাঞ্চালেরা অকাতরে দান করিতেছে। সকলেই হর্ষমত্ত। অর্জ্জুনের কিন্তু দক্ষিণ বাহু স্পন্দন করিতে লাগিল। তিনি তাহার ফল অনুমান করিতে

* **Panchala extends from the foot of the Himaloya to the river Chambul. It was governed by the five sons of Heri Ashwa.**

না পারিয়া পাঞ্চালদিগের আমোদে হর্ষোন্মত্ত হইতে লাগিলেন।—বিবাহ স্থান রঙ্গভূমির ন্যায় সজ্জিত করা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে পরিখা, মধ্যে স্বয়ম্বর স্থান, উত্তুঙ্গ স্তম্ভ দ্বারা পরম শোভা পাইতেছে। চারিদিকে বসিবার উচ্চ তদুচ্চ স্বর্ণাসন গোলাকার রক্ষিত হইয়াছে। রত্নমালা চারিদিকে ঝুলিতেছে। দ্বারেতে দ্বারপাল সকল রঞ্জিত বস্ত্রে দণ্ডায়মান, পূর্ণকুম্ভ ও কদলীবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। শূন্যদেশে যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে, তৎসঙ্গে লক্ষ্য সংযোজনা রহিয়াছে। নিম্নে দুরানম্য শরাসন বাসবের চাপের ন্যায় শোভা পাইতেছে। যে ব্যক্তি ঐ সজ্য শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক যন্ত্র অতিক্রম করিয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবে, সেই কন্যারত্ন লাভ করিবে। + পাঠক! দেখ ক্ষত্রিয়দিগের তখন বিবাহ কি সুনিয়মবদ্ধ ছিল, যে যে ব্যক্তি অস্ত্র শস্ত্রাদি বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন তিনিই ঐ লক্ষ্যভেদ করিতে পারিতেন। এরূপ পাত্র যে পৃথ্বীজয়ী হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? এই প্রতিজ্ঞা একটী পরীক্ষামাত্র এই অনুমেয়। আর ইহা প্রমাণ করিতেছে যে ভারতবর্ষ সে সময় বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে কত উন্নত ছিল। নিরূপিত দিবসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাশ্মীর,

† The text seems to say that a movable mark was suspended in the air whirled rapidly round upon a pivot, that upon a level with the plane of the circle which was fixed, upon one side of it, a hoop or ring; and that five arrows were to be simultaneouly shot through the ring as the mark came opposite to it. Perhaps even Robin Hood could not try the chance. Like the suitors of Panelope many as the kings of the Ionians or Yavanas who were the Greeks present on the occasion and as the Parthians the celebrated archers, even could not bend this bow. * * *

দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানের মহা মহা সম্ভ্রান্ত নরপতিরা পাঞ্চাল-রাজ্যে আসিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সকলেই স্বয়ম্বর স্থানে উপস্থিত। সিংহগ্রীব নৃপসন্তানেরা সিংহগ্রীবা বক্র করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, ইহাতে বোধ হইল যেন স্থলী বন হইয়াছে। অলঙ্কৃতা পাঞ্চালী সভাস্থলে উপনীত হইলে হীরকশোভিত অঙ্গুলী দ্বারা কোন রাজা নিজ মুকুট স্পর্শ করিতেছেন; ইহাতে বোধ হইতে লাগিল, তাঁহাদিগের মুখকমল নক্ষত্রমালায় বিভূষিত হইয়াছে।

রাজারা মধ্যে মধ্যে ইহার পানে উঁহার পানে পাঞ্চালী-বিষয়িণী দৃষ্টি করিতেছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যেন রাজাদিগের দেহপিঞ্জরস্থ আশাপাখী ইহার গাত্রে উঁহার গাত্রে বসিতেছে। জনমণ্ডলী রাজাদিগকে দেখিতেছে, ইহাতে বোধ হইতেছে যেন পার্থিবজনেরা হিমালয়ের উন্নত শৃঙ্গে দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে। রাজাদিগের মুখকমল, তত্রস্থ দীর্ঘিকার প্রস্ফুটিত কমল ও পাঞ্চালীর বদনকমলে যেন ক্ষণকাল স্থলী কমলময়ী বোধ হইল।

দ্রৌপদী রক্ত-বসন-পরিধানা ও হস্তে একটী কমল ধারণ করিয়া আছেন ইহাতে বোধ হইতেছে যেন শচী রক্ত মেঘে অবতরণ করিয়া পার্থিব একটী কমল দেখিতেছে। কুমাররূপ ভ্রমরেরা পাঞ্চালীর গাত্রের পদ্মগন্ধে উন্মত্তের ন্যায় যেন হইল। তপস্যার ফল স্বরূপ পাঞ্চালী সেই স্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন গাত্রোত্থান করিয়া বলিতে লাগিলেন। কাশী কাশ্মীর প্রভৃতি দেশস্থ রাজগণ! আমা-দিগের এই প্রতিজ্ঞা, এই শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া

পাঁচটী বাণ দ্বারা এই লক্ষ্য ভেদ যিনি করিতে পারিবেন, তিনি কন্যালাভ করিবেন, এইরূপে তিনবার বলিয়া বসিলেন। এই শ্রবণ করিয়া কাশ্মীর-দেশীয় রাজা উঠিলেন, তিনি চক্রের নিকট গমন করিয়া লক্ষ্যে শর সন্ধান করিলেন। কিন্তু শর মধ্যে না লাগিয়া ব্যর্থ হইল। রাজা লজ্জিতমুখে মস্তক অবনত করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তৎপরে কাশীরাজ গাত্রোত্থান করিলেন, তিনি বিশেষ দৃষ্টি করিয়া লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাঁহারও দৃষ্টি বিফল হইল। তিনি এঁ্যা এঁ্যা করিতে২ নিজাসনে উপস্থিত হইলেন। পরে অঙ্গরাজ কর্ণ সদর্পে চক্রের নিকট গমন করিয়া দক্ষতার সহিত উর্দ্ধে বিশেষ দৃষ্টি করিলেন এবং চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। কিন্তু "অতি দর্পে হতা লঙ্কা" দর্পে কর্ণ ব্যর্থশর হইয়া ম্লানমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপ দুর্য্যোধন দুঃশাসন এবং অনেকানেক নরপতিগণ চক্র ভেদ করিতে অক্ষম হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভাবাতুর হইলেন। তিনি দেখিলেন কন্যাদান কঠিন হইল। পরে কহিলেন দেখ, ব্রাহ্মণ হউক, শূদ্র হউক, যে বর্ণই হউক, যে লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবে তাহাকেই কন্যাদান করা যাইবেক। ইহা শুনিয়া, অর্জ্জুন সোৎসাহে লম্ফপ্রদান করিয়া চক্রের নিকট গমন করিলেন। সকলে হাঁহাঁ! হুঁহুঁ! তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, বলিয়া কোলাহল করত উপহাস পুরঃসর হাস্য করিতে করিতে উঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিল।

এদিকে অর্জ্জুন গম্ভীরভাবে দ্রোণাচার্য্যকে উদ্দেশে

বন্দনা করিয়া যুধিষ্ঠিরের চরণরজঃ মস্তকে লইয়া, এবেই লক্ষ্যভেত্তাদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়, তাহাতে আবার গন্ধর্ব্বদত্ত চাক্ষুষীবিদ্যাসম্পন্ন, নিমিষ মধ্যে শরগ্রহণ করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধ হস্তে ছিদ্র মধ্য দিয়া চক্র ভেদ করিলেন। লক্ষ্য ধরাতলে পড়িল। * সকলে একটা কোলাহল করিয়া উঠিল। অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন। দীন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের মুখচুম্বন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রতিজ্ঞানুসারে অর্জ্জুনকে ভগিনী দান করিলেন। রক্ত-বসনাবগুণ্ঠিতা পাঞ্চালী স্বাহা যেমন যজ্ঞের, পতির অনুগামিনী হইলেন।

রাজারা শর ব্যর্থ দেখিয়া কন্যা কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলে, অর্জ্জুন শরজালে দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া সকলকে নিরস্ত্র করিলেন। পরে পঞ্চ ভ্রাতা পাঞ্চালী সমভি-ব্যাহারে গৃহে জননী সন্নিধানে গমন করিলে কুন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসগণ! কি ভিক্ষালাভ হইয়াছে? তনয়েরা কহিল মাতঃ! আজ অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন লাভ করিয়াছি। জননী কহিলেন বৎসগণ! পাঁচভায়ে বিভাগ কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন মা! এযে পাঞ্চাল রাজার কন্যা, পাঁচ ভায়ে কিরূপে বিভাগ করিব। কুন্তী দেখিলেন এই যে বধূ আসিয়াছে! কিন্তু যাহা বলিয়া ফেলিয়াছেন তাহাত মিথ্যা হইবার নহে. এই জন্য মাতৃবাক্যে

* পাঠক! আপনাদিগের একটা (Idea) আছে, ত্রিকোণ ভারতের ভিতরে এ কাজ হইয়াছিল, ঘরে ঘরে সকলেই মর্দ্দ হইতে পারে, কিন্তু তাহা নহে, দেখ অর্জ্জুন গ্রীকরাজ (সংস্কৃত মহাভারতে লেখে যে গ্রীকরাজা স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন) ও আহূত পার্থিব সমস্ত নরপতিকে পরাজয় করিল। ইহাতে কালিভিন্ন যুগের ভারত সর্ব্ব পূজনীয়, ইহা কি স্বীকার করিবে না?

যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভাইই তাহাকে বিবাহ করিলেন।† বিধাতার এই নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিবে। বিধাতার আরও উদ্দেশ্য, এক পত্নীতে পঞ্চ ভ্রাতার কখন অনৈক্য হইবে না, যৎবিষয়ে নারদ পরে উপভোগ-নিয়মদ্বারা সবর্ত্তি প্রকটিত করেন। এই ঐক্যতা দ্বারা পঞ্চ ভাই একের দোষে কখন গহন বনে বাস, কখন সমর, কখন পৃথ্বীজয় করেন। হায় ভারতের সে ঐক্যতা কোথা? পাপচারী কলি অনৈক্য অস্ত্র দ্বারা ভারত পরাজয় করিয়াছে। সব ছারখার হইয়া গিয়াছে। পিতাপুত্রে ঐক্যতা নাই। মাতায় কন্যায় ঐক্যতা নাই। তা ক. কথা আর পরস্পরে! হায় ভারত! কলিযুগে তোমার এই দশা!

—oo—

তৃতীয় সর্গ।

ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লীক প্রভৃতি কুরুশ্রেষ্ঠেরা পাণ্ডবগণ জীবিত আছেন শুনিয়া, হর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া ধৃত-রাষ্ট্রকে বুঝাইতে লাগিলেন রাজন্! ভাগ্যাৎ পাণ্ডুনন্দনেরা জীবিত আছেন; বিধাতার কৃপায় আজ তাহারা পাঞ্চাল-রাজকে সহায় পাইল। অতএব আমাদিগের পরামর্শ, পাণ্ডবদিগকে রাজধানীতে আনিয়া অৰ্দ্ধেক রাজ্য সম্প্রদান

† Sir Wm. Jones calls Droupodi "a five maled single femaled flower." It is not that this was the practice in Bharatvarsa, The Pandavas married one wife by some divine interference. See Chap. 196. 197 Adi.M. Not like the savage Bhotias or nomadic Scythians according to Herodotus, if this would be a borrowed practice. why is this only in three?

করুন। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবদিগের অদৃষ্ট স্মরণ করিয়া ভীষ্মাদির পরামর্শে, তাঁহাদিগকে, কাহার কথা না শুনিয়া, অর্দ্ধেক রাজ্য সম্প্রদান করিলেন। তদনুসারে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে পুনঃ রাজ্যারম্ভ করিলেন। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে আরোহণ করিলে নগরের অতীব শোভা হইল। সমুদ্র যেরূপ পৃথিবীর পরিখা, সেইরূপ বলয়াকৃতি পরিখা দ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থ শোভিত হইল। মেঘমালা সদৃশ গগনস্পর্শী প্রাচীর প্রস্তুত হইল। তাহাতে গরুড়ের পাখার ন্যায় দ্বারকবাট সকল শোভা পাইতে লাগিল। মন্দর ভূধর সদৃশ প্রাসাদমালা পরম রমণীয়তা সম্পাদন করিল। তীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র ও শতঘ্নী প্রভৃতি নগরের দ্বারেতে শোভা পাইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনকালে ইন্দ্রপ্রস্থে সকলেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইলেন। পর্জ্জন্য যথাকালে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। কোন প্রকার দৈবপীড়া নাই। দুরাকাঙ্ক্ষা ও অপরিমিত ধনতৃষ্ণা কাহাকেও ক্লেশ দিতে লাগিল না। সকলেই সকলের সুখ ভাল বাসিতে লাগিল। অসূয়া ব্যাধি দ্বেষ একেবারে রাজ্য হইতে গমন করিল। পরিশ্রমী কৃষকদিগকে বসুন্ধরা দেবী আশাতিরিক্ত শস্য প্রদান করিয়া সকলকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন। ঐকান্তিকী ইন্দ্রিয় সেবা কেহই করিতে লাগিল না। যুধিষ্ঠির রাজ্যের প্রজা সকল প্রয়োজনাতিরিক্ত ঐশ্বর্য্যে অশ্রদ্ধা ও লজ্জাকর সুখসম্ভোগে বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া রণস্থলে মৃত্যুভয়ে অভিভূত ব্যক্তি

অপেক্ষা ভীষণ হইল। কৃতঘ্নতা, অবহিত্থা ও অর্থগৃধ্নুতা-অসৎ কর্ম্ম বলিয়া সকলে ঘৃণা করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির সকলের আহার না হইলে আহার করিতেন না। চন্দ্রমা যেমন নক্ষত্রমণ্ডলীকে শাসন করে, তেমনি যুধিষ্ঠির প্রজা-পুঞ্জকে শাসন করিতে লাগিলেন। রাত্রিশেষে অর্থাগম-চিন্তা, বালকদিগকে বিদ্যা-দান ও সত্যভাষণ এই সকল বিষয়ে যুধিষ্ঠির বিশেষ মনোযোগ করিতে লাগিলেন। সকলের স্বচ্ছন্দে ও সুপ্রণালীতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, এই তাঁহার চেষ্টা রহিল। প্রকৃতিবর্গ সকলই হোমপরায়ণ। তাহাতে স্বাস্থ্য, বীর্য্য ও নীরোগত্বে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। পৃথিবীর অনেক ইতিহাসে পাঠ করা যায় যে, রাজারা নিজের সুখের জন্য রাজ্যধন বাসনা করেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির পরের জন্য রাজ্যধন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ তদীয় অধিকার কালে প্রজাবর্গের যাদৃশ সুখসম্ভোগ হইয়াছিল, তাদৃশ সুখসম্ভোগ রামরাজ্যে ভিন্ন আর কোন রাজ্যে শোনা যায় নাই। রক্ত-পতাকা-সকল উড্ডীন হইতেছে, কত কত বিচিত্রগৃহ লতাগৃহ ও পাতাল গঙ্গা শোভা পাইতে লাগিল।

চতুর্দ্দিকে আম্র আম্রাতক নাগ চম্পক পুন্নাগ ও নাগ-পুষ্প বকুল জম্বু পাটল বৃক্ষ শোভা পাইতেছে ইহাতে ইন্দ্র-প্রস্থকে ক্ষণকাল বিদ্যুৎ-সমাবৃত মেঘবৃন্দের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। নানা দীর্ঘিকা তথায় বিরাজ করিতেছে, তাহাতে ভ্রমর সকল গুন্ গুন্ করিয়া এক পুষ্প হইতে আর এক পুষ্পে বসিতেছে। হংস, বক, চক্রবাক, কারণ্ডব প্রভৃতি

জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতে লাগিল। প্রফুল্ল কমল সকল মারুত ভরে সঞ্চালিত হইতেছে। আর তথায় নানা উদ্যানের কি শোভা, ময়ূর ও মত্ত কোকিল সকল নৃত্য ও কুহরব করিতেছে। নগর মধ্যে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ বাস করিতে লাগিলেন।

মহা সম্ভ্রান্ত বণিক্‌সকল আসিয়া বাস করিতে লাগিল। আকাশযান সর্ব্বত্র গতিবিধি করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ এক-পত্নী উপলক্ষে তাহাদের ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণার্থে পত্নী-সম্ভোগ-সম্বন্ধে এক নিয়ম সংস্থাপন করিলেন ;—একজন করিয়া দ্রৌপদীকে উপভোগ করিতে পারিবেন,সেই সময় দ্রৌপদীর কাছে আর কেহ গমন করিতে পারিবে না। গমন করিলে ব্রহ্মচারী হইয়া তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবেক।

অর্জ্জুনাদি চারি ভ্রাতা রাজ্যপর্য্যালোচনা করিতেছেন। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত অস্ত্রাগারে আছেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ তস্কর কর্ত্তৃক হৃত-গোধন হইয়া পাণ্ডব দ্বারে উপনীত হইল; বক্ষস্তাড়ন করিয়া কহিতে লাগিল হে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ; আপনি কি দীনপালনব্রত ত্যাগ করিয়াছেন ! বিপদের সহায় আপনি কি আর নন ! ঐ দেখুন চোরে আমার গোধন চুরি করিয়া লইয়া যায়। অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের কাতরবাক্য শুনিয়া "মা ভৈষীঃ" "মা ভৈষীঃ" বাক্যে সাহস দান করত অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত বিশ্রাম করিতেছেন, দেখিয়া স্খলিতগতি হইলেন।—কিন্তু ব্রাহ্মণের

উপকারের জন্য পূর্ব্বনিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে কাতর না হইয়া গেহে প্রবেশপূর্ব্বক অস্ত্র লইয়া ব্রাহ্মণের গোধনাহরণার্থ গমন করিলেন। আহরণ করিয়া তিনি প্রতিগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে দ্বাদশ বৎসর বনে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যুধিষ্ঠির বক্ষস্তারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কোন ক্রমেই তিনি প্রবোধ মানিলেন না। তিনি গাত্রে ভস্ম, শিরে জটাধারণ, ও করে কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজকবেশে বনে গমন করিলেন। দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে অর্জ্জুন রাজধানী প্রত্যাগমন করেন। ঐ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে মহাভারতে লেখে, অর্জ্জুন কোন স্থলে দারপরিগ্রহ, কোন স্থলে তীর্থ দর্শনাদি করেন। দারপরিগ্রহ কালে নাগকন্যা উলূপী, মণিপুরেশ্বর দুহিতা ও দ্বারাবতীতে যাদবনন্দিনী ভদ্রা অনুগৃহীতা হন। পুরপ্রবেশকালে যাদবেরা পুষ্পগ্রহাসে সমন্বিত কতই আনন্দ করিয়াছিল। তীর্থ দর্শনকালে তিনি অগস্ত্য-বট, বশিষ্ঠশৃঙ্গ, বদরিকাশ্রম ও সৌম্যাশ্রম প্রভৃতি তীর্থ সন্দর্শন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ করেন। অর্জ্জুন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে সকলে পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। নষ্টদ্রব্য প্রাপ্ত হইলে গৃহী যেরূপ সুখী হয়, মৃত পুত্র জীবিত হইলে পিতা যেরূপ সুখী হন, অনাবৃষ্টিতে বর্ষা হইলে কৃষক যেরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন সমাগমে প্রীতি লাভ করিলেন। কালে ভদ্রার গর্ভে মহাত্মা অভিমন্যু ও দ্রোপদীর গর্ভে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইল। কিয়দ্দিন পরে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ সমভি-

ব্যাহারে বৃহৎ খাণ্ডব বন দাহ করিয়া লোক বসতির অনেক উপকার করিলেন। এই খাণ্ডব বন দাহনকালে তিনি অগ্নির আদেশে বরুণ হইতে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীর ও কপিধ্বজ রথ প্রাপ্ত হন। এবং ময়দানবকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিয়া উঁহার বৎসলতা প্রাপ্ত হন। (এই সময়ে অগ্নি কৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র ও কৌমোদকী গদা প্রদান করেন)।

যেরূপ পক্ষিসকল মহীরুহকে আশ্রয় করিয়া নিশা অতিবাহিত করে,সেইরূপ প্রকৃতিবর্গ যুধিষ্ঠিররূপ মহাবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া এই কাল-নিশা অতিবাহিত করিতে লাগিল। যেরূপ সুমেরু-শৃঙ্গে অনেক তাপস বাস করেন, সেইরূপ সুমেরুরূপ যুধিষ্ঠিরকে প্রাপ্ত হইয়া অনেকে তপস্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। যেরূপ ঐ সুমেরু হইতে ভগবতী গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন, সেইরূপ নীতি-সলিল ও শান্তি নদী ঐ যুধিষ্ঠির সুমেরু হইতে প্রবাহিত হইয়া জগন্মণ্ডল প্লাবিত করিল। যেরূপ সুমেরুর আশে পাশে মেঘসমূহ বিচরণ করিতেছে, সেইরূপ হোমধূম-রূপ মেঘ ঐ যুধিষ্ঠির সুমেরুর চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। যেমন পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকা ঐ সুমেরু, তেমনি অখিল রাজন্যনিকরের কর্ণিকা ঐ যুধিষ্ঠির, বোধ হইতে লাগিল। যেমন অরুণোদ, অসিতোদ মানস ও মহাভদ্র সরোবর ঐ সুমেরুর চারিদিকে শোভা করিতেছে,তেমনি অর্জ্জুনাদিরূপ চারি শান্তিস্থাপক সরোবর ঐ যুধিষ্ঠিরের চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতে লাগিল। যেরূপ ঐ সুমেরুর চতুষ্পার্শ্বে দেবদারু কর্ণিকার প্রভৃতি বৃক্ষ ও নানা উদ্যান শোভা পায়, সেইরূপ ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্যান ও বৃক্ষ

সকল ঐ যুধিষ্ঠিরের চারিদিকে শোভা করিতে লাগিল। অধ্যয়নশীল, যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণেরা ঐ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে অতি প্রীতমনে বাস করিতে লাগিলেন। সিংহ ভয়ে যেরূপ বনমধ্যে কেহ প্রবেশ করে না, তেমনি যুধিষ্ঠিরভয়ে কেহ অধর্ম্ম করিতে লাগিল না।

——oo——

চতুর্থ সর্গ।

জয়শীল পাণ্ডবেরা পুরোহিত ধৌম্য ও ব্যাসের আদেশে রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, এমন সময় উপকৃত ময় বিন্দু সরোবর হইতে গদা ও মহা শঙ্খ আনয়ন করিল। ময়নির্ম্মিতা এক বিচিত্র সভা প্রস্তুত হইল। সভাটী পঞ্চ সহস্র হস্ত বিস্তীর্ণ, হুতাসন সূর্য্য চন্দ্র যেন সভায় জ্বলিতেছে, নক্ষত্রমণ্ডল যেন সভার উপরিভাগে দীপ দীপ করিতেছে। কনক তরুরাজি চারিদিকে শোভা পাইতেছে। এক পরম রমণীয় সরোবর সভাতলে টলটল করিতেছে, উহার সোপান-পরম্পরা স্ফটিকময়, পরিসর-বেদি মণিময়, সলিল মণিমৃণাল-কনক-কমল-কহ্লারময় ও তীর মুক্তাফল ও নানাবিধ রত্নময়; হংস, কারণ্ডব সারস ও বক প্রভৃতি জলচরগণ তীরে ভ্রমণ করিতেছে, স্বর্ণ মৎস্য ও কূর্ম্মসকল উহার নীল সলিলে কিবা কেলি করিতেছে! ঐ সরোবর অনেক রাজন্যবর্গে স্থলভ্রান্তি উৎপন্ন করিয়াছিল; সুরভি কাননমালা ও অন্যান্য পুষ্করিণীমালা সভার চতুর্দ্দিকে

শোভা পাইতে লাগিল। গন্ধবহ তথায় পদ্মগন্ধ সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ করিতে লাগিল। অষ্টসহস্র কিঙ্কর সকল সেই সভা বহন করিত। সমস্ত আয়োজন হইতেছে,এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ কহিল,মহারাজ! এই রাজসূয় যজ্ঞে সম্রাট জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে আপনি সম্রাট নাম লইতে পারিবেন না। অতএব অগ্রে জরাসন্ধ বধ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞে ব্রতী হউন। যুধিষ্ঠির তৎসাহসে অনিচ্ছা করিলেও কৃষ্ণের উপদেশে জরাসন্ধ বিনাশে ভীম ও অর্জ্জুনকে বাসুদেব সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলেন।

তাঁহারা কুরুজঙ্গল পদ্মসর, কালকূট, গণ্ডকী, মহাশোণ, সদানীরা প্রভৃতি নানা স্থান অতিক্রম করিয়া নানা-বৃক্ষ-শোভিত পঞ্চগিরি-বিরাজিত,রাখালদিগের গ্রাম্যগান নিনাদিত মত্ত-কোকিলসন্দোহ মগধদেশ প্রাপ্ত হইলেন। ভীম,অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ অদ্বার দিয়া জরাসন্ধ ভবনে প্রবেশ করিয়া ব্রতোপবাসী জরাসন্ধকে বিনাশ করিলেন। জরাসন্ধকে বধ করিয়া অর্জ্জুনাদি প্রত্যাগমন করিলে,যুধিষ্ঠির মহাযজ্ঞে ব্রতী হইলেন। প্রাকারবলয়িত যজ্ঞস্থলে হীরকমালা শোভা পাইতে লাগিল, কোন স্থানে মঞ্চ, কোন স্থলে বিমান, কোন স্থলে প্রাসাদমালা শোভা পাইতে লাগিল। দ্বারেতে মুকুট-ধারী দ্বারপাল শোভা পাইতেছে,* কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যজ্ঞের ব্রহ্মকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। এই অবসরে অর্জ্জুনাদি দিগ্বিজয় করত অশ্ব

---

* পাঠক! এখন যে সকল মুকুট রাজাদিগের মাথায় দেখিতে পান যুধিষ্ঠিরের দ্বারবানের মাথায় ঐ সকল ছিল।

মোচন করিলেন। অর্জ্জুন উত্তরদিকে গমন করত কুলিন্দ কালকুট আনর্ত্ত সুমণ্ডল শাকলদ্বীপ প্রভৃতি জয় করিয়া প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইয়া তদ্দেশ জয় করত তথা হইতে বৃহন্তরাজ্য, মোদাপুর, বামদেব, সুদামন প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া ত্রিগর্ত্ত দেশে উপনীত হইলেন। ত্রিগর্ত্ত জয় হইলে তিনি তদনন্তর নানা স্থান জয় করিয়া জয়পতাকা উড্ডীন করত অভিসারী নগরী, দরদ কাম্বোজ প্রভৃতি স্থান, কিম্পুরুষবর্ষ ও হরিবর্ষ জয় করিলেন। এদিকে মহাবীর ভীম পাঞ্চাল, বিদেহ, গজক, কুমার, পুলিন্দ প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের মহিমা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ও সহদেব মথুরা দন্তবক্র পটচ্চর প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া পাণ্ড্য, কিষ্কিন্ধ্যা, তালাটক, দণ্ডক, দ্রাবিড়, অন্ধ্র এবং ম্লেচ্ছরাজ্য প্রভৃতি স্থান জয় করিলেন। সেইরূপ নকুল পঞ্চদশ দশার্ণ প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করিয়া বর্ব্বর কিরাত যবন শকজাতি পরাজিত করিলেন।

এইরূপে পৃথিবী জয় হইলে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। রাজারা উপহার লইয়া আসিতে লাগিল। কাম্বোজ-রাজ, ঊর্ণানির্ম্মিত, সামুদ্রিক বিড়ালরোমবিরচিত, কাঞ্চন সদৃশ পরিচ্ছদ লইয়া ও মরুকচ্ছদেশবাসীরা অত্যুৎকৃষ্ট তুরঙ্গম লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। বৈরাম, পারদ আভীর ও কিরাতগণ বিবিধ বলি ও বিবিধ রত্ন লইয়া আসিতে লাগিল। শক, তুখার চীন, দরদ জাতিরা নানা উপহার লইয়া যুধিষ্ঠিরের সম্মান করিতে লাগিল। পৃথিবীর সব লোকই রাজসূয় যজ্ঞে আসিল। মহাভারতে লেখে,

রোমক জাতিরাও * কর লইয়া আসিয়াছিল। যজ্ঞস্থলে পতাকা উড্ডীন হইল মহাসাগরের কল কল শব্দের ন্যায় তুমুল শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

অর্ঘ দিবার সময় উপস্থিত হইলে ভীষ্ম কৃষ্ণকে সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য দিতে আদেশ করিলেন, তাহাতে অনেক নৃপাল অসন্তোষ হইল। তখন চেদিরাজ কঠোর বাক্যে কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ সেই ভৎর্সনা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে সভামধ্যে দারুণ ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন।—অসংখ্য রাজারা উপস্থিত হইতেছে। কিরীটধারী রাজারা সিংহের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চরণ করিতেছে; ইহাতে বোধ হইতেছে যেন সুমেরু শৃঙ্গে সিংহ সকল উঠিয়াছে। রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ সেবায় নিযুক্ত। যুধিষ্ঠির ঐ রাজসূয় যজ্ঞে সকলের নিকট অবনত মুখে বসিয়া শোভা সম্পাদন করিলেন। মুখে এই ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল যেন তাহার তুল্য দীন আর নাই।

এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-রাজন্! আপনার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর নাই, ঐ দেখুন, পৃথিবীর সমস্ত নরপতি

* The Romans,—Any predecessor of Augustus Caesar, in Roman fame, stood with folded hands before the gate of Rajsuya theatre. The reasoning is this;—Pandion, King of Pandya had correspondence with Augustus Caesar of Roma, (see F. Johnson's p. 47 M.) The Romans had commercial intercourse with the Lanka Rakasasas, Pandion's ancestor fought with Sahadeva. While Sanscrit Bharut says the Romans came. Necessarily any Roman predecessor of Augustus Caesar came to give tribute. The era being about 753 B. C. (agreeing with Manu's, Vayasa's calculation.)

আপনার নিকট শির নত করিয়াছেন। অসংখ্য ব্রাহ্মণ আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, আরও দেখুন. অসিত, দেবল, ব্যাস, সমস্ত রাজাদিগের মুকুটে পাদদেশ শোভিত করিয়া আনন্দে আপনার দিকে চাহিতেছে। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল দয়াধার! আমি বড় নই, এটা তোমার মাহাত্ম্য। এই অসংখ্য ভুপাল, এই ভূপাল-মস্তক-সেবিতপদ ব্রাহ্মণেরা, আর এই মনোহর সভাস্থলী এই প্রকাশ করিতেছে যে, কৃষ্ণের প্রসাদ কণামাত্র যেখানে আছে, সে স্থলে আর কিছুই অভাব নাই। পাণ্ডবনাথ! তুমি তাহাই প্রকাশ করিতেছ। তোমার কৃপাতে আমাদিগের অগ্নিভয় দূর হয়। দীনবন্ধো;—কৃষ্ণ শুনিয়া হাস্য করত ব্রাহ্মণদিগের পদ ধৌত করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত দক্ষিণা দান করিলেন। যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে তাঁহার নাম পৃথ্বীময় পরিব্যাপ্ত হইল। লোক সকল আপন আপন দেশে চলিয়া গেল। সমস্ত রাজারা বিদায় লইলেন।

—oo—

পঞ্চম সর্গ।

রাজসূয় যজ্ঞস্থলে দুর্য্যোধন জলে স্থলভ্রম ও স্থলে জল-ভ্রমাদি সূত্রে ভীমও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়াছিল, সেই জন্য পাণ্ডবশাসনের চেষ্টা করিতে লাগিল। এক দিন তাঁহারা সকলে মন্ত্রণাভবনে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রণা করিতে

লাগিলেন, পাণ্ডবদিগকে কিরূপে রাজ্যচ্যুত করিতে পারা যায়। শকুনি কহিলেন আমার পরামর্শ, যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে আহ্বান করি। সমর ও দ্যূতে নিমন্ত্রিত হইলে রাজধর্ম্মানুসারে রাজারা আসিতে বাধ্য! আমি তাঁহাকে কপট দ্যূতে পরাজয় করিব। দুঃশাসন তাহা শুনিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন ভারতের অবনতির মূল দ্যূত-ক্রীড়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত কৌশল স্থির করিয়া যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিলেন। দ্যূতপ্রিয় যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক দ্যূতে আহূত হইয়া আনন্দ-মনে হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। শকুনি দুঃশাসন এবং অপরাপর কৌরবেরা তাঁহার বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিলেন। যুধিষ্ঠির গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে অনর্থের মূল, দ্যূত ক্রীড়ায় উপবেশন করিলেন। হায় বিধাতঃ! তুমি কাহারও সমগ্র ভাল দেখিতে পার না? যে রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে অসংখ্য নৃপাল দিগকে আনয়ন করিয়া সম্রাট নাম ধারণ করিলেন, যাহার পুণ্যবলে পৃথ্বী পবিত্র হইল, সেই মহারাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠির এখন কলি সামন্ত দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক কপট দ্যূতে নিযুক্ত হইয়া শেষ বনবাসী হইবেন!

* দ্যূতপরাজিত যুধিষ্ঠির সর্ব্বস্ব হারাইয়া, দ্রৌপদীর বস্ত্র ও কেশাকর্ষণ প্রভৃতি অপমান সহ্য করিয়া বর্দ্ধমানপুর দ্বার দিয়া বহির্গমন পুরঃসর, সর্ব্বশেষ দ্বাদশ বৎসর জন্য বনবাস

* It was a sort of backgammon where pieces are moved according to the caste of the dice.

ও আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে চলিলেন। পঞ্চ পাণ্ডব বনে গমনকালে সূর্য্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল; পৃথ্বী কম্পিতা, সাধুদিগের মনে ধর্ম্মের অপচয় হেতু ঐ অন্ধকার বাস করিতে লাগিল। ভূতলে যেন শশী খসিয়া পড়িল। মহাসাগর যেন শুষ্ক হইয়া গেল। যে যুধিষ্ঠিরের কিরণে জীবের বুদ্ধিশতদল বিকসিত থাকিত, আজ সেই যুধিষ্ঠির-শশধর-কিরণাভাবে শতদল মলিন হইল। ফলতঃ পাণ্ডব নির্ব্বাসনে লোকের আর ধর্ম্মার্থে আদর রহিল না। সকলেই কালের কুটিলগতি স্বীকার করিতে লাগিল। গাভী সকল হুম্বারব করিতে লাগিল। ব্রহ্মর্ষিগণ সামগানে নিরত হইলেন। দুঃখিদিগের চক্ষের জলে ও হাহাকারে গগন হইতে বিনা মেঘে বারিবর্ষণ ও অশনিনাদ বোধ হইতে লাগিল। অনেক ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদিগের অনুসরণ করিলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা রথারোহণ করিয়া জাহ্নবী তীরে প্রমাণ নামে মহাবট লক্ষ্য করত দিবাবসানে তথায় উপনীত হইলেন। উহার পবিত্র সলিল স্পর্শ করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিলেন, সেই রাত্রি তথায় বাস করিয়া পর দিন অর্কস্থালী প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ তাঁহারা সরস্বতী তীরস্থিত মরুস্থল সন্নিবর্ত্তী মুনিজনপ্রিয় পরম রমণীয় কাম্যকবন প্রাপ্ত হইলেন।

যুধিষ্ঠির কির্ম্মীর বধান্তে জটা বল্কল পরিধান করিয়া কাম্যকবনে মৃগচর্ম্মের উপরে অধ্যাসীন হইয়া আছেন, ভ্রাতৃবৃন্দ চারিদিকে শোভা পাইতেছে, এমন সময় স্নেহশীল বিদুর তথায় উপস্থিত হইলেন। কহিলেন অন্ধরাজ তোমাকে বনে দিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছেন। তিনি তোমায় বনবাসী করিয়া

কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হন নাই, আমি তাঁহাকে তোমাদিগের কষ্ট নিবারণ জন্য অনেক বলিলাম। কিন্তু কিছুতেই তিনি প্রবোধ মানিলেন না! বিদুরকে দর্শন করিয়া পাণ্ডবেরা সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন আর্য্য! আপনি কি বিবাসিত পাণ্ডবদিগকে বিস্মরণ করেন নাই! লোকের বিপদ কালে কেহ সহায় হয় না, আসুন, আসুন, আপনার দর্শনে অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে অপেক্ষা আমরা সাহস পাইলাম;—বিদুর অশ্রুজলে মুখকমল সিক্ত করিয়া হস্তিনা প্রত্যাগমন করিলেন। পাণ্ডবদিগকে বনবাস দিয়া যাহাতে তাহাদিগের সমূলে উৎপাটন হয়, তদ্বিষয়ে দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতি মন্ত্রণা করিতে লাগিল; চল আমরা বন-মধ্যে নিঃসহায় পাণ্ডবদিগকে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা নিধন করি;—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিব্য চক্ষু দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়া দৈব-শক্তিপ্রভাবে তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত করিলেন।

এই সময় মৈত্রেয় ভ্রমণ করিতে করিতে কুরুসভায় উপ-নীত হইয়া বলিতে লাগিলেন, কৌরবগণ! তোমরা পাণ্ডব বিবাসন করিয়া ভাল কর নাই। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে জটা-বল্কল পরাইয়া তোমরা বনে দিয়া ভাল কর নাই। আমি তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে কুরুজাঙ্গলে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম, ধর্ম্মরাজ বনমধ্যে ভস্মদিগ্ধাঙ্গ কলেবরে অজিনাসনে বসিয়া আছেন। পতিপরায়ণা দ্রৌপদী দুর্ম্মনায়মানা হইয়া স্বামি-চরণতলে বসিয়া আছেন। আমাকে সমাগত দেখিয়া যুধিষ্ঠির গাত্রোত্থান করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিলেন, মহারাজ! সেস্থলে শুনিলাম ভীম দুর্দ্দান্ত

কিম্মীরকে বধ করিয়াছে। পথে কিম্মীরশরীর পতিত রহিয়াছে দেখিয়া আসিলাম ;—এদিকে পাণ্ডবদিগের বনবাস শ্রবণ করিয়া ভোজ অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা ও পাঞ্চাল-রাজ বনমধ্যে আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভীষণ দুঃখ-প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। পাঞ্চালরাজ ক্ষত্রিয়দিগের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ অসম্ভব বোধ করিয়া হতবীর্য্য ফণীর ন্যায় বনমধ্যে বিষণ্ণবদনে বসিয়া রহিলেন। বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণ তখন সমবেত নরপতি-সমক্ষে অবনী কম্পিত করত বলিতে লাগিলেন, দ্বারাবতীতে আমি দ্যূতক্রীড়াকালে উপস্থিত থাকিলে * এরূপ কে করিতে পারিত? প্রাণসম পাণ্ডুনন্দনদিগকে বিবাসন করিয়া দুর্য্যোধন নিজ বংশ ক্ষয়ের মূল সৃষ্টি করিয়াছে। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, কপটদ্যূতে যে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে বিবাসিত করিয়াছে, রণস্থলে তাহার শিরঃ পতিত দর্শন করিব। কৃষ্ণ রোষগম্ভীর বচনে এই কথা বলিলে পাঞ্চালী কমল-কোষ-সন্নিভ করদ্বয় যুগলীকৃত্য বলিতে লাগিলেন বাসুদেব! আমরা আপনার আশ্রিত, আমাদিগের গতি তুমি। সভামধ্যে বস্ত্রাপকর্ষণ স্মরণ করিয়া কাহার হৃদয় না দ্রবীভূত হয়?—আমি তখন একমনে তোমার নবঘনমূর্ত্তি স্মরণ করিতে করিতে সভামধ্যে বিবস্ত্রা হই নাই।—অনন্ত মেঘ যেমন হিমালয়ের রমণীদিগের তিরস্ক-রিণী হয়, তেমনি তোমার নবঘন মূর্ত্তি আমার লজ্জা নিবারণ

---

* কৃষ্ণ সে সময় শাল্ব রাজাকে আক্রমণ করিতে সৌভ নগরে গমন করেন।

করিয়াছিল।—অন্ধক ভোজ ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা প্রস্থান করিলে, কমলপত্রে যেমন জলবিন্দু চঞ্চল হয়, তেমনি যুধিষ্ঠিরের কমল নয়ন হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল। সেই সময় কুরু-জাঙ্গলবাসী প্রজারা যুধিষ্ঠিরকে অভিবন্দন করিলেন।

কাম্যক বনে কিছুকাল বাস করিয়া পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে গমন করিলেন। বর্ষাকাল উপস্থিত, তমাল, হিন্তাল, আম্র, মধূক নীপ, কদম্ব সর্জ্জ কর্ণিকার প্রভৃতি মহীরুহ প্রফুল্ল কুসুমসমূহে শোভিত হইল। ময়ূর, চকোর, কোকিল, দাত্যূহ প্রভৃতি বিহগগণ উত্তুঙ্গ পাদপশিখায় উপবেশন করিয়া সুললিত গান করিতে লাগিল; মত্তমাতঙ্গগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। নদীতীরে বলাকাশ্রেণী শোভা পাইতে লাগিল। স্বভাব যেন পাণ্ডবদুঃখে নয়নবর্ষণদ্বারা বর্ষণ করিতেছে। পৃথিবী নবশস্যে বিভূষিতা হইয়া যেন মরকতমণির শোভাধারণ করিলেন। উন্মার্গগামী সলিলসমুদয় নিম্নস্থান প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ইহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন উন্মার্গগামী দুর্য্যোধন নবলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া বিনীত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির নির্ম্মল হইয়াও বনবাসমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া শোভাবিহীন হইলেন। ইন্দ্র-চাপ নির্গুণ হইয়া উচ্চস্থান আকাশে স্থান লাভ করিয়া এই প্রকাশ করিতে লাগিল যেন এইরূপ নির্গুণ দুর্য্যোধন ভারত-সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছে! বলাকাশ্রেণী আকাশ-মণ্ডলে উড্ডীন হইয়া সৎকুলসম্ভূত যুধিষ্ঠিরের চেষ্টার ন্যায় মেঘপৃষ্ঠে শোভা পাইতে লাগিল। সাধু যুধিষ্ঠিরের সহিত দুর্জ্জন দুর্য্যোধনের যেরূপ মৈত্রী অসম্ভব, সেইরূপ অতি

চঞ্চলা বিদ্যুৎ আকাশে ধৈর্য্য লাভ করিতে পারিল না। শিখী সারঙ্গ উন্মত্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। অনেক মুনি পাণ্ডবাশ্রমে আসিতে লাগিলেন।

*　　*　　*　　*

এক দিবস কৃষ্ণা যুধিষ্ঠিরকে ধূলিধূসরিত দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন রাজন্! আর বনক্লেশে কাজ নাই, চল আমরা যুদ্ধ করিগে। প্রহ্লাদ ও বলি সংবাদ স্মরণ করিয়া দেখুন, এরূপ অবস্থায় ক্ষমা কর্ত্তব্য নহে। আপনার ভ্রাতৃগণ আপনার জন্য কত ক্লেশ পাইতেছেন।—ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া আপনি গেলেন। যে ধর্ম্মের জন্য আপনি বন-ক্লেশ ধারণ করিয়াছেন, সে ধর্ম্ম কোথায়? যুধিষ্ঠির পাঞ্চালীর ক্রোধ দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, যাজ্ঞসেনি! আমি ক্ষমা করিয়াছি বলিয়া তোমার ক্রোধ করা উচিত নয়, দেখ পণ্ডিতেরা ক্ষমাকে একটী রত্ন বলিয়া গণনা করিয়াছেন। ক্ষমাতেই জগৎ স্থাপিত, তেজস্বিদিগের ক্ষমাই তেজঃ, তপস্বিদিগের ক্ষমাই তপঃ, যাজ্ঞিকদিগের ক্ষমাই যজ্ঞ ও শমিদিগের ক্ষমাই শম। ক্ষমা ভিন্ন কেহ ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারেন না! যাজ্ঞসেনি! মাদৃশ দুরদৃষ্ট হতভাগ্য লোক তবে কিরূপে ক্ষমা দেবতার উপাসনা না করিবে? আমি যজনযাজনাদিবিহীন হইয়া আজকে সুযোধনকে ক্ষমা করিয়া সেই ফল পাইব। এক সহগুণ আমার সাহস! মনুষ্যের মধ্যে সর্ব্বংসহার ন্যায় ক্ষমাশীল না হইলে মনুষ্যদিগের শুভ হইতে পারে না। পাঞ্চালী যুধিষ্ঠিরের বদনসুধা হইতে এই অমৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিতা হইলেন এবং কায়-

মনোবাক্যে ক্ষমার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।—সুযোধনের রাজ্যপ্রণালী চলিতেছে, ইহা জানিবার জন্য যে দূতকে পাঠান হইয়াছিল, সেই দূত হস্তিনা হইতে প্রত্যাগমন করিল। তিনি যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিল রাজন্! দুর্য্যোধন নীতিবলে সমগ্র ধরাশাসন করিয়া একাধিপত্য করিতেছেন। তিনি যজ্ঞ, হোম, দীনদুঃখীর পালন বিশেষ বিধানে করিতেছেন, আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া তিনি আপনার অপেক্ষা যশস্বী হইবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ব্রহ্মদেবের উপাসনা গৃহে গৃহে উপনীত করিয়াছেন।—যুধিষ্ঠির সুযোধনের এইরূপ বাক্য শুনিয়া হা হতোস্মি বলিয়া ধরাতলে পতিত হইলেন এবং কান্দলেন, কেন আমি প্রাণের সুযোধনের উপরি অপ্রসন্ন হইয়াছিলাম? কেন আমি তাহাকে অধার্ম্মিক বোধ করিয়াছিলাম? সেত আমার অবোধ ভ্রাতা নহে। আমি এতদিনে বুঝিলাম, সুযোধন আমার ব্রহ্মোপাসনার্থ আমাকে বনে পাঠাইয়াছেন। রাজধানীতে এমন বিপত্তিভঞ্জনকে স্মরণ করিতে পারিতাম না, আর এই জন্য আমার সেবার্থ অর্জ্জুনাদিকে আমার সমভিব্যাহারে পাঠাইয়াছেন। প্রাণের সুযোধন আমাকে রাজ্য হইতে অবসর দিয়া নিজে এখন অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেছে। মনুষ্যের সুখবিধানই মানুষের কর্ত্তব্য, সে দুর্জ্জন হইলে কখনই প্রকৃতিপুঞ্জের সুখবিধান করিতে পারিত না। অর্জ্জুনাদি! দেখিতেছ কি রাজ্যক্লেশে আমাদের প্রয়োজন কি? সুযোধন আমার জীবের দুঃখ দূর করিয়াছে রাজ্যক্লেশ সে আপনার

কাঁধে লইয়াছে। এখন এস নিবিড় বনে গভীর মনে ব্রহ্মচিন্তা করি। যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে, সকলে অবাক্ হইয়া বলিল, মহারাজ! বলেন কি? সুযোধন কি আপনার কুশলের জন্য আপনাকে বনে দিয়াছেন! দূত এতক্ষণ কি বলিল? সে কহিল দুর্য্যোধন পাণ্ডব-অনিষ্টের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহা কি আপনি শুনিলেন না? শেষ না শুনিয়া আপনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—সেও আর দুই এক কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইল। তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের মুখ দর্শন করিয়া নিস্তব্ধ রহিলেন। ইত্যবসরে সত্যবতীনন্দন তথায় উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবেরা গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। পরাশর-তনয় তখন সৎকার গ্রহণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস কৌন্তেয়! অদ্য এই প্রতি-স্মৃতি বিদ্যা তোমাকে প্রদান করিলাম। ইহার প্রভাবে দেবরাজ ও গিরীশ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এই বলিয়া সত্যবতী-নন্দন প্রস্থান করিলে, যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে ঐ বিদ্যা প্রদান করিলেন। এক দিবস অর্জ্জুন মহাগিরি হিমালয়ের এক দুর্গম প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। তথায় এক কিরাত এক বরাহকে লক্ষ্য করিয়াছে, অর্জ্জুনও তাহাকে লক্ষ্য করিলেন।—বরাহ তাহাতেই প্রাণত্যাগ করিল।—কিন্তু কিরাত বিশেষ কোপান্বিত হইয়া অর্জ্জুনকে শরসন্ধান করি-লেন।—অর্জ্জুন সেই কিরাতের সহিত যুদ্ধে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন না, বরং সাহসসহকারে ঘোর রণ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার একটা শরও উঠিল না। তিনি চিত্রার্পিতের দণ্ডায়মান রহিলেন।—কিরাত অর্জ্জুনের সাহস ও শিক্ষা

দর্শন করিয়া, বিস্ময়াবেশে অন্য ভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার পরিধান বাঘাম্বর হইল, তাঁহার ধনু পিনাকবেশ ধারণ করিল; ত্রিশূল তাহার হস্তে শোভা পাইতে লাগিল। তিনি সম্মুখস্থ ধবল শৃঙ্গের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। মূর্ত্তি-দর্শনে আর কাহারও কোন ভয় থাকে না। তিনি মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন তৃতীয় পাণ্ডব! তুমি ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডুর পুত্র ও আচার্য্য দ্রোণের প্রধান শিষ্য, তাহাতেই আজ আমার হস্তে রক্ষা পাইলে, আমি কৈলাস-গিরিবাসী পশুপতি। জানিবে আমিই হলাহল পান করিয়া জীবিত আছি। ত্রিপুর অসুরকে আমিই বিনাশ করি। আমারই সাধন করিয়া লোকে অনায়াসে ভবসাগর পার হয়। অদ্য আমি তোমার অদৃষ্ট বশতঃ প্রসন্ন হইয়া এই আমার পাশুপত অস্ত্র তোমাকে প্রদান করিলাম। তুমি দেবরাজ সমীপে গমন কর। ধূর্জ্জটি এই কথা বলিয়া উমা-দেবী সমভিব্যারে অন্তর্হিত হইলেন। অর্জ্জুন বিস্ময়ভীতি সহকারে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং শিবকে মনে মনে বারম্বার স্তব করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে কুবের, বরুণ, যম, দেবতরাও প্রসন্ন হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, পাশাদি নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্র তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। যম নিজ যমদণ্ড তাঁহাকে দান করিলেন।

বাসবাদিষ্ট মাতলি রথ লইয়া উপস্থিত হইলে অর্জ্জুন গিরিবরকে প্রণাম করিলেন এবং বাসব-রথে আরোহণ করিয়া অমরাবতী উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। পথে গমন করিতে করিতে কোন স্থলে বিহগমুখসমীরিত শ্রোতরম্য মনোহর

সুমধুর ধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। কোন স্থলে ফলভারাবনত আম্র আম্রাতক কর্ম্মরঙ্গ নারিকেল প্রভৃতি গিরিসানুদেশে দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ সহস্র-দ্বার-শোভিত পারিজাত-কানন সুগন্ধিত স্বর্ণ-পতাকা মণ্ডিত অমরাবতী হিমালয়শৃঙ্গে নয়নপথে পতিত হইল। অর্জ্জুন দর্শনমাত্র দেবপুরীকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর মালাধারিণী অমরাবতীতে প্রবিষ্ট হইলে, অর্জ্জুনের অভিনন্দনার্থ অপ্সরারা গান আরম্ভ করিল। বন্দিগণ স্তুতি করিতে লাগিল। পারিজাত-কানন পুষ্পবিকাশ দ্বারা যেন অর্জ্জুনকে সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। বেণু-বীণাদির শব্দে অমরাবতী পূরিয়া গেল। ক্রমশঃ দেবরাজ পাণ্ডবকে নিজ সিংহাসনের অর্দ্ধাসনে বসাইয়া অর্জ্জুনের প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন।

অর্জ্জুনের গুণসমূহ শ্রবণ করিয়া উর্ব্বসী নাম অপ্সরা পার্থসমাগমবাসনায় স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। গন্ধ মাল্য ও রমণীয় বেশভূষা পরিধান করতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। চন্দ্রসমুদিত, সুকোমল কুঞ্চিত কেশবেণী সাপিনীর ন্যায় তাঁহার পৃষ্ঠে রহিল। পীনপয়োধরযুগল যেন মুখের দিকে উঠিতেছে, কটিদেশ সিংহমাঝার ন্যায়, তাহাতে নিতম্বিনী সর্পাবলম্বনা গিরিবরাস্তীর্ণা সিংহ বাহিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মদোন্মত্তা এইভাবে চলিতে লাগিল। কন্দর্প সদর্পে শরাসনে শরসন্ধান করিয়া উর্ব্বসীকে যেন সাহস প্রদান করিতে লাগিল। দ্বারপালেরা দ্বার প্রদান করিল। উর্ব্বসী সব্যসাচীর নিকট গিয়া কহিতে

লাগিল ; পাণ্ডব ! নন্দনবনে ঐ দেখ কমলবিকসিত, কোকিল কুহুরব করিতেছে, বকুলমুকুল উৎফুল্ল, ভ্রমর ঝঙ্কার দিতেছে, আমি তোমার নিরুপম রূপলাবণ্যে এরূপ অনুরাগিণী ও ভাবভঙ্গিতে এরূপ পক্ষপাতিনী হইয়াছি যে, হংসী যেমন মুক্তামালায় মৃণাল ভ্রম করে সেইরূপ আমিও তোমার প্রণয়সলিলে মৃণালিনী ভ্রমিতেছি।

পার্থ কহিলেন অমরাবতীবাসিকে ! মাদৃশ সামান্য ব্যক্তিকে এরূপ পরিহাস করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। মূঢ় ব্যক্তিরাই চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে পারে না। ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য, বিনয়, জিতেন্দ্রিয়তা রক্ষা পাণ্ডবদিগের কুলভূষণ, ব্রাহ্মচার্য্য,. তপস্যায় অভিনিবেশ, যৌবনের শাসন, মনের বশীকরণ মহামুনি ব্যাস আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। পরিণাম-বিরস বিষয়ভোগে যাহারা সুখপ্রাপ্তির আশা করে ধর্ম্মবুদ্ধিতে বিষলতা বনে তাহারা জল সেক করে, কুবলয় মালা বলিয়া অসিলতা হস্তে করে।

উর্ব্বসী কহিলেন তাপস ! কুসুমশরাসনের অলঙ্ঘ্যতা, এই এই প্রদেশের রমণীয়তা ও ইন্দ্রিয়গণের অবাধ্যতা আমাকে বলেতে তোমার বশবর্ত্তিনী করিতেছ। এই কুসুমমঞ্জরী আনয়ন করিয়াছি, তোমাকে প্রদান করিলাম। সমস্ত দিন আজ তোমার বদনকমল ভাবনা করিয়াছি, দিবা-বসানে দিবাকরের বিরহে পূর্ব্বদিক্ আমার ন্যায় দশা পাইয়াছিল, মদীয় হৃদয়ের ন্যায় পশ্চিম দিকের রাগ বৃদ্ধি হইয়াছিল। নলিনী যেরূপ রবির পক্ষপাতিনী, কুমুদিনী যেরূপ চন্দ্রমার পক্ষপাতিনী, আমিও সেইরূপ তোমার

পক্ষপাতিনী হইয়াছি। অর্জ্জুন কহিলেন, মকরধ্বজের নিশিত শরপাতে আপনি বিশেষ কাতর হউন না কেন, আমি আপনার কথায় সম্মতি দিতে পারিব না। এই বলিয়া অর্জ্জুন মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।—উর্ব্বশী তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। ইন্দ্র এই বিষয় শুনিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে অস্ত্র নৃত্য গীতবাদ্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন। * * *

এদিকে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের বিরহে লোমশ প্রভৃতি তাপসের সহিত তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গমন করিলেন। তিনি সরস্বতী, যমুনা, ইলা সাগর প্রভৃতি বহু তীর্থ দর্শন করিয়া ঘটোৎকচবাহিতা দ্রৌপদীর সহিত মৈনাক ও বিন্দুসরঃ দর্শন করত ভাগীরথীসলিলে উপস্থিত হইয়া সেই স্থলে ছয় রাত্র বাস করিলেন।

একদা এক সূর্য্যসন্নিভ সহস্রদলপদ্ম সমীরণবেগে অকস্মাৎ ঈশানকোণ হইতে আসিয়া দ্রৌপদীর নিকট উপনীত হইলে, পাঞ্চালী সেই পুষ্প দর্শন করিয়া তজ্জাতীয় পুষ্পপুঞ্জ পাইতে প্রার্থনা করিলেন। ভীম শরাসন ধারণ করিয়া অনবরত ঈশান কোণে যাইতে লাগিলেন। ভীমসেন প্রিয়ার প্রিয়ানুষ্ঠানে ষট্পদকুলসেবিত মত্তকোকিল-কূজিত নির্ঝরঝর্ঝরিত নানাকন্দরবিশোভিত গন্ধমাদনে উপস্থিত হইলেন। এই স্থলে কদলীবনে তাঁহার হনুমৎসমাগম হয়।

* It is injudicious to dwell on the entire life of নল so as to destroy the unity of the Poem.—বৃহদশ্ব describes here the story of নল।

যক্ষদিগকে পরাভব করিয়া ভীম সৌগন্ধিক পুষ্প আনয়ন করিলেন। * * *

পাণ্ডবেরা গন্ধমাদনে বাস করিতেছেন, এমন সময় মস্তকে কিরীটশোভিত, গলদেশে দিব্যমালাবিমণ্ডিত, অঙ্গে নানাভরণসুশোভিত অর্জ্জুন মাতলি পরিচালিত রথে আরোহণ করিয়া গন্ধমাদনে অবতরণ করিলেন। অর্জ্জুন-ভাবনা-কাতর পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনকে দেখিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন, তখন অর্জ্জুন পুরোহিত ধৌম্য ও যুধিষ্ঠিরের পাদবন্দনা করিয়া তৎসম্বন্ধে উক্ত ব্যাপার সকল বর্ণন করিয়া কহিতে লাগিলেন; নৃত্যগীত শিক্ষা হইলে, নিবাতকবচ নামক প্রচণ্ড দৈত্যগণ দেবরাজের যে অরি হইয়াছিল, আমি তাহাদিগকে তাঁহার আদেশানুসারে বিজয় করিতে বহির্গত হইলাম, দেখিলাম সাগরকুলে নিবাতকবচগণ রহিয়াছে। অনন্তর দেবদত্ত মহাশঙ্খ বাদন করিলাম। সহস্র সহস্র নিবাতকবচগণ যুদ্ধ করিতে আসিল,—ঘোর সমরে ফেণপরিপ্লুত অত্যুন্নততরঙ্গমালান্দোলিত সাগরবারি আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিমি তিমিঙ্গল মকর, কচ্ছপ প্রভৃতি জলজন্তুরা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। শতসহস্র তরণী ভাসিয়া যাইতে লাগিল;—নিবাতকবচগণকে পরাভব করিয়া অমরাবতী আগমন করিতেছি, এমন সময় এক কামচারী নগর আমার নয়নপথে পতিত হইল। ঐ নগর পাবক ও প্রভাকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, গোপুরনিকরে পরিপূর্ণ, নাম উহার হিরণ্যপুর, মাল্যধারী

* The Omission of "জটাসুর বধ," Yaksa collision.—

দানবগণ শূল, ঋষ্টি, মুষল প্রভৃতি দ্বারা নগরের চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে, ঐ নগর প্রবেশ করিয়া, কালকের ও পুলোমানন্দনদিগকে পরাভব করিয়া অমরাবতী আগমন করিলাম।—দেবরাজ পরম সন্তোষ পাইয়া কহিলেন, দেবাস্ত্রসকল তোমার বশবর্ত্তী হইল, এই কুলিশ তোমাকে দান করিলাম। তদনন্তর আমাকে এই অভেদ্য তনুত্রাণ, গলদেশে হিরণ্ময়ী মালা, ও দেবদত্ত শঙ্খ এবং স্বহস্তে এই দিব্য কিরীট আমার মস্তকে পরাইয়া দিলেন। (১) * * *

তাঁহারা আর্ষ্টিসেন ও বৃষপর্ব্বার আশ্রম দর্শন ও বাস করিয়া চীন, তুষার দরদ, ও মেরু সন্নিহিত দেশ সকল পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কাম্যক বনে উপনীত হইলেন।

শরৎকাল উপস্থিত, অরণ্য ও পর্ব্বতশৃঙ্গে তৃণসমূহ সমুৎপন্ন হইল। আকাশমণ্ডল অদৃশ্যমান, ক্রৌঞ্চ হংস ও সারস প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। নদী ও পুষ্করিণী সকল কুমুদ কুবলয় ও কহ্লার কর্ত্তৃক সমলঙ্কৃত হইয়া অতি প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল।

এক দিন যুধিষ্ঠির বনক্লেশে নিতান্ত পীড়িত হইয়া ব্যাধবিদ্ধ মৃগের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, দারুক-পরিচালিত এক রথ আসিতেছে। ক্রমশঃ কৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখীন হইলে, যুধিষ্ঠির কহিলেন, বন্ধো! তুমি কি আসিয়াছ? আমরা আর বনক্লেশ সহিতে পারি না। এই বলিয়া যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের গললগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, পাণ্ডব! আমি তোমার ক্লেশ

স্মরণ করিয়া আসিতেছি· ভয় নাই· ঈশ্বর তোমাদের ক্লেশ মোচন করিবেন।—

এক দিন যুধিষ্ঠির সংসারের ভাবাভাব চিন্তা করিয়া নিজের বনক্লেশে ও মনক্লেশে ধূলিধূসরিত গাত্রে অবনীতলে পতিত আছেন,—কিরূপে অজ্ঞাতবাস হইবে এই ভাবনা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। মুখ তাঁহার ম্লান হইয়াছে, হতাশভাবে আকাশদিকে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি করিতেছেন। এমন সময় মার্কণ্ডেয় নামে ঋষি তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স সহস্র বৎসর, কিন্তু দেখিতে যেন পঞ্চবিংশতি-বয়স্ক। তিনি কহিলেন রাজন! গাত্রোত্থান কর, যে সকল রাজকুমারের দুঃখাস্বাদ হয় নাই, তাহারা সুখাস্বাদনে অনধিকারী। বৎস! দেবতারা তোমাকে বসুন্ধরা সাম্রাজ্য প্রদান করিবেন বলিয়া, তোমাকে এত ক্লেশ দিতেছেন। ক্লেশ কি পরম পদার্থ তুমি না জানিতে পারিলে লোকের ক্লেশ দূর করিতে পারিবে না, এই জন্য বৎস! বিধাতা তোমায় এত ক্লেশ দিতেছেন।—এই ক্লেশের সৃষ্টি, ক্লেশ না থাকিলে কেহ সুখ জানিতে পারিত না। ত্রেতাবতার রামচন্দ্র এইরূপ তোমার মত কত ক্লেশ পাইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মহারাজ নল এইরূপ কত ক্লেশ পাইয়াছিলেন। তপস্বিরা ইচ্ছা করিয়া ক্লেশ ধারণ করেন;—বিধাতার কৃপায় তোমার যখন অবশ্যম্ভাবী ক্লেশ হইয়াছে, এই ক্লেশকে তুমি তপস্যা মনে করিয়া পরিণামে ব্রহ্মসাক্ষাৎ কর। * * (১)

এক দিবস দুষ্ট দুর্য্যোধন শত ভ্রাতার সহিত চিত্ররথ

---

১ The মার্কণ্ডেয় *Samasyas.*

(সেন) নামক এক গন্ধর্ব্বের সরোবরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরিচারকেরা সমস্ত বৃত্তান্ত গন্ধর্ব্বপতির নিকট নিবেদন করিল। চিত্রসেন ক্রোধে অন্ধ হইয়া বহু সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে কুরুদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মহারণ করিয়া সমস্ত কৌরবদিগকে বন্ধন করিতে লাগিলেন। কুরুসৈন্যেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দ্বৈতবনে বাসী যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইলে, যুধিষ্ঠির সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনকে সুযোধনমোচনার্থ প্রেরণ করিলেন। ভীম ও অর্জ্জুন তাহা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন ;—অর্জ্জুন ও ভীম অসম্মত হইলেও যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে পাঠাইলেন ;—এবং যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবৃন্দের মনোগত ভাব বুঝিয়া কহিতে লাগিলেন ভাই ! সুযোধন ত আমাদিগের আত্মীয় বটে, যখন সুযোধন আমাদিগের সহ যুদ্ধ করিবে, তখন সুযোধনেরা একশত আর আমরা পাঁচ, আর যখন সুযোধন অন্যের সহিত যুদ্ধ করিবে, তখন সুযোধন আমাদিগের সহিত একশত পাঁচ হইবে। শত্রুর প্রতি মমতা করিলে যত মহিমা, তত আর মিত্রের প্রতি নয়। অতএব প্রাণের সুযোধনকে মোচন করিয়া আন। পাঠক ! দুর্য্যোধনকে ক্ষমা না করিলে তিনি কি পাইতেন ? পৃথিবীর সাম্রাজ্য। ক্ষমা করিয়া তিনি কি পাইলেন ? অনন্ত স্বর্গসাম্রাজ্য। এই অবসরে দুর্য্যোধন বৈষ্ণব যজ্ঞ এবং কর্ণ দিগ্বিজয় করিলেন।

একদা যামিনীকালে ধর্ম্মরাজ স্বপ্ন দেখিলেন যে কতকগুলি মৃগ বাষ্পকণ্ঠে কম্পান্বিতকলেবরে কৃতাঞ্জলি-

পুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা কে? তাহারা কহিতে লাগিল, ধর্ম্মরাজ! আমরা মৃগ, এই দ্বৈতবনে বাস করি, প্রবলপ্রতাপ আপনার অনুজগণ আমাদিগকে সমূলে প্রায় নাশ করিয়াছে, সেই জন্য আমরা মরণভীত হইয়া আপনার শরণ লইলাম। দয়াময়! আমাদের জীবনভিক্ষা দিন। যুধিষ্ঠির শুনিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন সৌম্য মৃগসকল! আমি তোমাদিগকে অভয় দিলাম, তোমরা গমন কর, আমি জানি না তাহাতেই এমন হইয়াছে, কল্য আমরা এ বন ত্যাগ করিয়া যাইব।

অনন্তর সায়ংকাল উপস্থিত। কমলিনীকান্ত সূর্য্য অস্তগিরি শিখরে গমন করিলেন। পক্ষিকুল কুলায় আসিতে লাগিল, কাম্যকবনবাসী ঋষিদিগের সামগানে দিক পুরিয়া গেল, হোমহুতাশন চতুর্দ্দিকে জ্বলিতে লাগিল। পাদপ সকল নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল।—দুর্ব্বাসার পারণ হইয়া গিয়াছে। এক দিন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কোন বিবাহার্থ গমন করিয়া নানা ভূপাল সঙ্গে রমণীয় কাম্যক বনে উপনীত হইলেন, দেখিলেন, এক অসূর্য্যম্পশ্যা কামিনী সৌদামিনী যেমন নীল জলধরকে উজ্জ্বল করে, তেমনি বনভাগ উজ্জ্বল করিয়া আছে। তিনি কোটিকাস্যকে কহিলেন সৌম্য! দেখুন, ভূতলে অতুল শোভা, কোটিকাস্য কহিলেন, ভদ্রে তুমি কে? অবনীতল আলো করিয়া রহিয়াছ? দ্রৌপদী কহিলেন আমি মহারাজ পাণ্ডুর পুত্রবধূ, পাঞ্চাল রাজার কন্যা, নাম আমার কৃষ্ণা।—ধূর্ত্ত সিন্ধুরাজ নির্জ্জনে পাঞ্চালী হরণ করিয়া লইয়া

যাইতেছেন, এমন সময় পাণ্ডবেরা মৃগ পক্ষিগণের করুণালাপ শ্রবণ করিতে করিতে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন ধাত্রেয়িকা ধূলায় পতিতা হইয়া রোদন করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন ধাত্রেয়িক! কেন তুমি ধূলায় পড়িয়া রোদন করিতেছ? পাণ্ডবশরীরসমা দেবী দ্রৌপদীকে কে হরণ করিল? কাম্যকবনজ্যোৎস্না পাঞ্চালী আজ কোথায়? ধাত্রেয়িকা কহিল। দুষ্ট সিন্ধুরাজ কৃষ্ণাকে হরণ করিয়াছে;—শুনিয়া পাণ্ডবেরা তদনুসরণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে জয়দ্রথকে বন্ধন করিলেন, কিন্তু পরম কৃপালু যুধিষ্ঠির দুষ্ট জয়দ্রথকে মোচন করিয়া দিলেন। ধর্ম্মের মহিমা কে সীমা করিতে পারে! ধর্ম্মের কোমল হৃদয় যে একবার অনুভব করিয়াছে তাহার হৃদয় কোমল হইয়া গিয়াছে! ধর্ম্মবলে ধনী মনুষ্য ইহলোকে আর কিছুই চাহেনা।

• • •

দ্বৈতবনে কোন তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণীসনাথ মন্থদণ্ড বৃক্ষে সংলগ্ন ছিল। এক মৃগ সহসা আসিয়া তথায় গাত্রঘর্ষণ

---

* Episodes of Ram's and Sabitri's history, related by Markandeya, as consolatory for the sufferings of Yuditistir and *Drapudi*.

কৃষ্ণের সৌভনগরআক্রমণ নলচরিত প্রভৃতি (যাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বে টিপ্পনী করা হইয়াছে) এবং অধুনা রামচরিত ও সাবিত্রী উপাখ্যান পরিত্যক্ত হইতেছে, কেন না এ বহ্বাড়ম্বরের প্রয়োজন দেখিতেছি না। "রাম ক্লেশ পাইয়াছিলেন," "নল বনে গিয়াছিলেন" ইত্যাদি এইরূপ ছুটা বাক্য এতৎসম্বন্ধে অনেক. Unity রাখিতে যাইলে এমন Episodes অল্পপরিগ্রহ আজ কালের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে। সে সময়ের লোক সকল দীর্ঘকাল বাঁচিত ও মহা পণ্ডিত ছিলেন, তাহাতেই এ দীর্ঘবর্ণনা ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে তখন উহার Unity যায় নাই।

করাতে উহার শৃঙ্গ সেই মন্থদণ্ডে লগ্ন হইল। মৃগ উহা লইয়া পলায়ন করিল। অজাত শত্রু ব্রাহ্মণের মন্থদণ্ড আহরণ করিতে মৃগের পশ্চাৎ গমন, করিলে মৃগ এতদূর গমন করিল যে তাঁহারা তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না। তাঁহারা বিশ্রামার্থ এক ন্যগ্রোধ পাদপের মূলে উপবেশন করিলেন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির পিপাসার্ত্ত হইয়া জলান্বেষণে ভ্রাতৃগণকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা এক স্বচ্ছ সরোবর প্রাপ্ত হইয়া যেমন জলপান করিলেন, অমনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে যুধিষ্ঠিরের বামদিক নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি আর আশ্রমে থাকিতে না পারিয়া ভ্রাতৃগণের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। অদূরে এক সরোবর সন্নিধানে ভ্রাতৃচতুষ্টয় প্রফুল্লকুসুমের ন্যায় মৃতদেহে পতিত রহিয়াছে, দেখিয়া যুধিষ্ঠির ছিন্নমূলকদলীর ন্যায় ধরাতলে পড়িলেন, কহিলেন হায়! অন্ধের যষ্টি আমার, আজ কে লইল? আমি কাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলাম, যে আমার ঐ প্রফুল্লমুখকমল অর্জ্জুন নয়ন মুদিয়া রহিয়াছে। ভীম আমার দেহলতিকা ত্যাগ করিয়াছে—এই বলিতে বলিতে যুধিষ্ঠির ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া যেমন মূর্চ্ছিত হইবেন, অমনি দৈববাণী শুনিলেন "ভয় নাই যুধিষ্ঠির! এই প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিলে তোমার ভ্রাতৃগণ জীবন পাইবে।" যুধিষ্ঠির বিস্মিতমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।—দেখিলেন এক শৈবাল ও মৎস্যভোজী বক, যুধিষ্ঠির কহিলেন ধর্ম্মাত্মন্! কোন পাপে আজ আমার ভ্রাতৃগণকে হরণ করিলেন? হিমালয় পারিপাত্র বিন্ধ্য ও মলয় পর্ব্বতকে আজ কে বিচলিত করিল?

—যক্ষ কহিলেন কে আদিত্যকে উন্নমিত করে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন ব্রহ্মই আদিত্যকে উন্নমিত করেন।

যক্ষ কহিলেন জগৎ কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন হাওয়াই জগৎ।

যক্ষ কহিলেন ধর্ম্মের আশ্রয় কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন রাজাই ধর্ম্মের আশ্রয়।

যক্ষ কহিলেন প্রকৃত মৃত পুরুষ কে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন দরিদ্র ব্যক্তিই প্রকৃত মৃত পুরুষ।

যক্ষ কহিলেন নাস্তিক কে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন অসুরই নাস্তিক, আর "অস্তিনকঃ" এই বাদী হওয়া অসম্ভব।

যক্ষ কহিলেন প্রবাসী ও গৃহীর মিত্র কে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রবাসীর মিত্র সঙ্গী, গৃহীর মিত্র ভার্য্যা।

যক্ষ কহিলেন ক্লেশ সংসারে আছে কেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন ক্লেশ না থাকিলে সুখ থাকিতে পারিত না।

যক্ষ কহিলেন বার্ত্তা কি?

যুধিষ্ঠির কহিল প্রজাপতি যজ্ঞে আগমন করিবেন, এই বার্ত্তা।

যক্ষ কহিলেন প্রজাপতির আশ্রয় কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন মানুষ।

তখন যক্ষ কহিলেন যুধিষ্ঠির! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, কিন্তু তুমি একটী ভ্রাতাকে জীবিত পাইবে, বল আমি

কাহাকে প্রাণ দিব ? যুধিষ্ঠির কহিলেন প্রাণের নকুলকে আমার, প্রাণ দিয়া মাদ্রীর পিণ্ডবর্দ্ধন করুন।—বক কহিল পাণ্ডুর পরমপ্রাজ্ঞ পুত্র !—তোমার তুল্য ধার্ম্মিক আর নাই। অতএব আমার প্রসাদে তোমার সকল ভ্রাতাই জীবন পাইল। এই মন্থদণ্ড তাপসকে দিও।—যুধিষ্ঠির চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন সম্মুখে প্রশান্তমূর্ত্তি এক মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইতেছেন।—

ষষ্ঠ সর্গ।

* দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, পাণ্ডবেরা এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের জন্য চিন্তিত হইলেন। কেহ কহিলেন, চল আমরা চেদিরাজ্যে অজ্ঞাতবাস করিগে। কেহ কহিলেন, চল আমরা দশার্ণে বাস করিগে। কেহ কহিলেন, চল আমরা গিরিশৃঙ্গে অজ্ঞাতবাস করিগে। নানা বাদানুবাদের পর যুধিষ্ঠির কহিলেন, বিরাট রাজ্য আমার মতে অভিলষণীয় স্থান, বিরাটরাজও অতি ধার্ম্মিক ও অতিথিপ্রিয়, অতএব অদ্য আমরা বিরাটরাজ্যে গমন করি। যুধিষ্ঠিরবাক্যানুসারে সকলে বিরাটরাজ্যে অজ্ঞাতবাস ইচ্ছা করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন অনুজগণ ! বিরাটরাজ্যে অজ্ঞাত বাস ত স্থির হইল, কিন্তু কি উপায়ে, অজ্ঞাত বাস করিবে তাহার বিষয় স্থির কর। আমি ত স্থির করিয়াছি, আমি কঙ্ক নামে পরিচয় দিয়া বিরাটসভায়

---

* 4 years in Kuver's park, 6 years in the Tirthos, etc, the other 2 years . . . 176. Banaparva. It may strike good many critics, how they entered Birat's house simultaneously without striking him and when their face was known. Vyasa saye by the grace of Dharma &, they passed in disguise. See 313, Bana parva.

অক্ষক্রীড়া করিব। ভীম কহিলেন আমি বল্লব নামে সূপকার হইব। তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন ভাই! তুমি কি স্থির করিয়াছ? অর্জ্জুন কহিলেন আমি বৃহন্নলা নামে ক্লীব বলিয়া পরিচয় দিয়া বিরাটমহিলাগণকে নৃত্যগীতাদি শিখাইব। আমার ভুজদ্বয়ে যে জ্যাঘাত চিহ্ন আছে, তাহা আমি বলয়দ্বারা ঢাকিব, আর আমি কর্ণে কুণ্ডল ও মস্তকে বেণী ধারণ করিয়া স্ত্রীজনসুলভ আখ্যায়িকা দ্বারা সকলের মন মোহিত করিব। নকুল কহিলেন আমি গ্রন্থিক নামে অশ্বরক্ষক হইয়া বিরাটভবনে অশ্বপালক হইব। সহদেব কহিলেন, আমি তন্ত্রিপাল নামে গোপালক হইয়া বিরাট রাজার অসংখ্য গোপালন করিব।

সকলে আপন আপন মত প্রকাশ করিলে যুধিষ্ঠির কহিলেন, তোমরা ত সকলে নিজ নিজ উপায় স্থির করিয়াছ, কিন্তু সুখোচিতা পাঞ্চালী কি করিবেন, আমি তাই ভাবিতেছি। তখন পাঞ্চালী কহিলেন নাথ! আমার জন্য ভাবনা নাই, আমি সৈরিন্ধ্রী বলিয়া পরিচয় দিব, বিরাটমহিষী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা করিব। যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কে? আমি কহিব, আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মহিষী দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম, পাণ্ডবেরা বনে গমন করিলে অনেক রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি এইস্থলে উপস্থিত হইয়াছি।

এমন সময় পুরোহিত ধৌম্য কহিতে লাগিলেন বৎস! তুমি রাজা হইয়া রাজসভায় পারিষদভাবে কিরূপে থাকিতে হয় জান না। অতএব শিক্ষা দিতেছি শ্রবণ কর, বিরাট-

সভায় বাসকালে কদাচ সময় পাইলে সিংহাসনে বসিবে না। রাজার সম্মুখে বেশি হাসিবে না, কোন কথায় হাস্যোদ্রেক উপস্থিত হইলে তুমি স্মিতবদন থাকিবে, আমি মহৎ বা পণ্ডিত এতাদৃশ ভাব রাজসমক্ষে দেখাইবে না। রাজসভায় স্থির ভাবে সমাসীন থাকিবে। রাজপুরের কোন গূঢ় বিষয় দর্শন করিলেও প্রকাশ করিবে না। ডাকিলে তৎক্ষণাৎ উপনীত হইবে এবং সতত তাঁহার ছায়ার ন্যায় থাকিবে। এতদ্ব্যবহার দেখিয়া রাজা যদি অতি প্রীত হন, তাহা হইলে তজ্জন্য তোমার ঔচিত্যসীমা লঙ্ঘন করিও না। নিজ পরিমাণ করিয়া না চলিলে রাজ ভবনে ও সমর স্থানে বিষম বিপদে পড়িতে হয় এইজন্য পুরবাসিদিগের সহিত কোন বিশেষ কথা কহিবে না। রাজপুরের বাহুল্য কথায় থাকিবে না, এই রূপ হইলে তবে বিরাট রাজ্যে বাস করিতে পারিবে। কেননা জগতের এই নিয়ম জানিও। যুধিষ্ঠির ধৌম্যের নীতিগর্ভার এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, কালিন্দী নদী পার হইলেন এবং অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় বন্ধন করত, রাজ্যের প্রান্তে মহাশ্মশানে এক শমীবৃক্ষের উপরি রাখিয়া, নিকটস্থ গোপালগণকে "এক মরা বাঁধা রহিল" এই বলিয়া, সারথি ইন্দ্রসেন প্রভৃতিকে বিদায় দিয়া, বিরাটরাজ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন; দেখিলেন নগরের চতুষ্পার্শ্বে পশুযূথ চড়িয়া বেড়াইতেছে রাখালগণ গান করিতেছে।—

বিরাট রাজ সভা করিয়া বসিয়া আছেন রত্ন সিংহাসন শোভা পাইতেছে, চতুর্দ্দিকে পাত্র মিত্র ও সভাসদেরা

সমাসীন,দ্বারে দৌবারিকেরা ফিরিতেছে,মাণিক্য যেন মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় জ্বলিতেছে এমন সময় যুধিষ্ঠির রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। বিরাট যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিতে লাগিলেন, প্রভাত ভাস্করের ন্যায় কে এই মহাপুরুষ মন্থরগতিতে আমার সভায় আসিতেছে? তখন যুধিষ্ঠির প্রণাম করিয়া কহিলেন মহারাজ! আমি কঙ্ক, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রাণসম সখা, তিনি বনগমন করিলে আমরা আশ্রয় অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছি। শুনিলাম আপনি অতি মহাপুরুষ এই জন্য আপনার সভায় উপস্থিত। আমি অক্ষক্রীড়া দ্বারা আপনার আমোদ বর্দ্ধন করিব। বিরাটরাজ কঙ্কের ধীরপ্রশান্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মোহিতাননে তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন। তদনন্তর ভীম প্রবেশ করিলেন; আজানুলম্বিত গিরিশৃঙ্গ সদৃশ মহাবল ভীমকে দর্শন করিয়া সভাস্থ সমস্তজন চকিত হইয়া উঠিল। তখন ভীম কহিল মহারাজ! আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সূপকার। পাণ্ডবচূড়ামণি বনগমন করিলে, আমি আশ্রয়শূন্য হইয়া সম্প্রতি মহারাজের সেবা করিবার জন্য আসিয়াছি। ভীমের মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরাটরাজ ভীমকে সূপকার ভবনে প্রেরণ করিলেন।—পরে স্ত্রীবেশধারী অর্জ্জুন প্রবেশ করিয়া নিজ সন্দেশ প্রকাশ করিলে, রাজা তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন।—এইরূপে নকুল ও সহদেব প্রবেশ করিলে, সায়ংসন্ধ্যার ন্যায়, হোমের স্বাহার ন্যায়, বশিষ্ঠ ধেনুর ন্যায়, রাজ্যের কমলার ন্যায়, আকাশের জোৎস্নার ন্যায়, অগ্নিশিখার ন্যায়, যাজ্ঞসেনী

সভায় প্রবেশ করিলে, সকলে, সৌদামিনী গগনে উদিত হইলে, মর্ত্তবাসীরা যেমন তদ্দিকে দৃষ্টপাত করে, সেই রূপ দৃষ্টি তাঁহার দিকে করিলেন। পাঞ্চালী বীণাবিনিন্দিতবচনে কহিতে লাগিলেন নরনাথ! আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মভার্য্যা দ্রৌপদীর দাসী সৈরিন্ধ্রী নাম। মহারাজ সস্ত্রীক বনগমন করিলে, ধর্ম্ম কোথায় শরণ লইয়াছেন জানিনা, কে যেন বলিল, আপনি ধার্ম্মিকগণের আশ্রয়। এইজন্য প্রার্থনা করিতেছি, আপনার লক্ষ্মীস্বরূপা রাজমহিষীর সেবা করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিব। নরপতি সৈরিন্ধ্রীর বচন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া অতি যত্নে ও আদরের সহিত তাঁহাকে সুদেষ্ণার বাসভবনে প্রেরণ করিলেন।—দ্রৌপদী রাজমহিষী-ভবনে গমন করিয়া তাহার চরণ বন্দনা করিলেন।—কীচক দ্রৌপদীর রূপে মোহিত হইয়া কহিলেন ভদ্রে! কুসুমশর আমাকে প্রহার করিয়াছে, রক্ষা কর; দ্রৌপদী এই বৃত্তান্ত ভীম সকাশে বলিলে, মহাবল ভীম কৌশলে কীচককে বধ করিলেন।—এদিকে কুরুদূতেরা কোথাও তাহাদিগের অন্বেষণ পাইল না।

কীচকবধ ও গোধন উদ্ধার প্রভৃতি কার্য্য করিয়া অজ্ঞাতবাস অতিক্রম হইলে, পাণ্ডবগণ নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন বিরাটরাজ গললগ্নীকৃতবাসে যুধিষ্ঠিরের চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, হায়! আমি কি করিয়াছি! মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর ভীম, মহাত্মা অর্জ্জুন এতদিন কি আমার দাস্যক্রিয়া করিতে ছিলেন? হায়! যজ্ঞবেদিসমুৎপন্না যাজ্ঞসেনী কি আমার গৃহে সৈরিন্ধ্রীভাবে বাস

করিতে ছিলেন। বিরাটরাজ এই বলিয়া চক্ষুজলে ধরা যখন ভাসাইতে লাগিলেন ; তখন যুধিষ্ঠির মৃদুমধুর বাক্যে বিরাটকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! সংসারের গতিই এই, আপনার তুল্য বিজ্ঞ লোকের আশ্রয়ে আমরা স্থান পাইয়াছিলাম। দুঃখ করিবেন না ;—বিরাট যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া নিজে সভাতলে বসিলেন। গাঢ় আলাপের পর বিরাট প্রেমগদ্গদভাবে উত্তারার সহ অভিমন্যুর বিবাহকার্য্য স্থির করিলেন।—বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে অন্ধক, ভোজ ও বৃষ্ণিবংশীয়প্রভৃতি নরপতিরা নিজরাজধানী গমন করিবেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ বিরাটভবনে একটী সভা করিলেন। বিরাটরাজা প্রথমে আসন গ্রহণ করিলে অন্যান্য নৃপগণ ও যদুপ্রবীর শ্রীকৃষ্ণও স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। রাজন্যবর্গ এইরূপ উপবিষ্ট হইলে সেই সভা গ্রহনক্ষত্রসম্পন্ন আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে নরেন্দ্রগণ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির গান্ধাররাজ শকুনি কর্ত্তৃক কপট-দ্যূতে পরাজিত হইয়া যেরূপে বনবাসী হন, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। সম্প্রতি উপরাগ-নির্ম্মুক্ত ভাস্করের ন্যায়, যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞামেঘ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। অতএব পাণ্ডবেরা যাহাতে রাজ্য পান, তাহাতে আপনাদিগের অনুমোদন করা কর্ত্তব্য। দুই একজন বিসম্বাদ উত্থাপিত করিলে, পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন উঠিয়া বলিতে লাগিলেন,

আমি সব বুঝিয়াছি, সৈন্যসংগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতেছি না। অন্ধক ভোজ বৃষ্ণিবংশীয়েরা নিজ নিজ রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন।

সপ্তম সর্গ।

* একিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভগদত্ত, হার্দ্দিক্য, রোচমান, চেদীশ্বর সুশর্ম্মা প্রভৃতি নরপতির নিকট দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রাজাদিগের আগমনে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। ইত্যবসরে দুর্যোধন ও অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সহায় করিবার জন্য দ্বারাবতীতে গমন করিলেন। অবারিত গতি দুর্য্যোধন কৃষ্ণের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া নিদ্রাগত কৃষ্ণের মস্তকদেশে উপবিষ্ট হইলেন। অর্জ্জুন বন্ধুর পদতলে বসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রহিলেন। কৃষ্ণ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেখিলেন, প্রাণসম অর্জ্জুন পদতলে বসিয়া রহিয়াছেন, ক্ষণপরে নয়ন ঊর্দ্ধ করিয়া দেখিলেন, দুর্য্যোধন শিরোদেশে;—কহিলেন তোমরা কি মনে করিয়া আসিয়াছ। দুর্য্যোধন কহিলেন, উপস্থিত ভারতসমরে আপনাকে আমার সাহায্য করিতে হইবেক, দেখুন আমি অগ্রে আসিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, দুর্য্যোধন! আপনি অগ্রে আসিয়াছেন কিন্তু অর্জ্জুন আমার নয়নপথে অগ্রে পড়িয়াছে। অতএব আপনি ইহাতে অন্যথা

---

* My reader must mark here that in ancient time, there were two laws in Bharatvarsa. (1) The first forced the princes to attend war when they were invited. 48 *Sovaparva.* (2) The second caused them to join that party which party invited them

ভাবিবেন না। আমি উভয় পক্ষেরই সাহায্য করিব,—কুরুক্ষেত্র সমরে আমি কিন্তু অস্ত্র ধরিব না;—আমি স্বয়ং যে পক্ষে থাকিব, সে পক্ষে আমার সেনা থাকিবে না, আর আমার সেনা যে পক্ষে থাকিবে সেখানে আমি থাকিব না;—আর অর্জ্জুন প্রথমে আমাকেই হউক বা আমার সেনাকেই হউক বরণ করিবেক। তদনুযায়িক অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বরণ করিলেন। দুর্য্যোধন আনন্দিত মনে অসংখ্য নারায়ণী সেনা লইয়া হস্তিনায় প্রতিগমন করিলেন। তখন কৃষ্ণ কহিলেন অর্জ্জুন! আমি অস্ত্র ধরিব না, অসংখ্য নারায়ণী সেনা ত্যাগ করিয়া তুমি যে নিরস্ত্র কৃষ্ণকে বরণ করিলে? অর্জ্জুন কহিলেন সখে! মুমুক্ষুরা যেমন অপ্রমাণ সত্ত্বেও ব্রহ্ম বস্তুকে দারুণ দয়াময় বলেন, তেমনি আমরা, আপনাকে, কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র না ধরিলেও, ছাড়িব না;—কৌরব্যদাবানল জ্বলিলে, তোমার নবঘনমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা শান্তি পাইব;—আর একটী গূঢ় কারণ এই;—যখন অপ্রব্রজিত যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রে দ্রোণ, কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতির অপ্রধৃষ্যতা দর্শন করিয়া নৈরাশ্যে ও বিহ্বলনয়নে আমার দিকে চাহিবেন;—আমাকে রণে ব্রত হইতে হইবে;—আমি যখন ঐ কুরুকুল দুরাত্মাদিগের সহিত যুদ্ধে অক্ষম হইয়া চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিব;—তখন আমি কৃষ্ণ রূপ দর্শন করিতে করিতে দারুণ ভীষণ গ্রহনক্র—সমাকুল কুরুকুল ঐ কুরু-ক্ষেত্রে নাশ করিব;—অতএব সখে! তোমাকে আমার রথরজ্জু ধারণ করিতে হইবে।—

পাঞ্চালপুরোহিত, যিনি সন্ধিস্থাপনের জন্য নিযুক্ত

হইয়াছিলেন, হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন ;—তিনি ভীষ্ম ও বিদুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া নিরূপিত সময়ে কৌরবগণ সমক্ষে বলিতে লাগিলেন ;—ধর্ম্মকৌরবগণ ! পাণ্ডবদিগের বনবাস ও রাজ্যনাশ আপনারা সকলেই জানেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা, কোন্ বিচারে পাণ্ডবদিগকে এখন রাজ্য না দেন ? পাণ্ডবেরাও প্রতিজ্ঞাপালন করিয়াছেন, ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবদিগকে রাজ্যে বঞ্চিত করা কখনই আপনাদিগের কর্ত্তব্য নহে, ইহা তাঁহাদিগেরই পৈতৃকরাজ্য, তখন কর্ণ দুর্য্যোধনের ইঙ্গিতে সদর্পে কহিতে লাগিলেন, যদি দুর্য্যোধন মহারাজ তাহাদিগকেই রাজ্য দিবেন, তবে তাঁহার এ দ্যূত ক্রীড়ার প্রয়োজন কি ছিল ? যুদ্ধ না করিয়া রাজ্যধন কে পায় ? আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি রণক্ষেত্রে পাণ্ডবদিগকে অধ্যাসীন না দেখিলে, রাজ্য দিব না। কথায় কি কখন রাজ্য পাওয়া যায় ? দ্রোণ, ভীষ্মাদি সকলেই সন্ধি মত করিলে ধৃতরাষ্ট্রও সন্ধিসম্মত হইয়া সন্ধিস্থাপনার্থ সঞ্জয়কে পাণ্ডব সকাশে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং কহিলেন সঞ্জয়কে আমার নিকট লইয়া আইস। সঞ্জয় আগমন করিলে, রাজা কহিতে লাগিলেন, সূত ! শুভক্ষণে তুমি আসিয়াছ, আমি তোমাকে অজাতশত্রু বৎস যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করিতেছি, তুমি তাহাদিগের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিবে, যে অন্ধরাজ সন্ধিস্থাপনার্থ আমাকে আপনাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।—রাজার বচন শ্রবণ করিয়া মনোমারুতগামী রথে আরোহণ করিয়া সঞ্জয় মৎস্যদেশে যুধিষ্ঠিরসকাশে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির

সঞ্জয়কে দর্শন করিয়া হর্ষবিকশিত-নেত্রে কহিতে লাগিলেন, হে সূত! তুমি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ? তোমাকে দর্শন করিয়া আমাদিগের বড়ই আনন্দ হইল। কুরুবৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র ত কুশলে আছেন? মহাত্মা বাহ্লীক, ভীষ্ম, বিদুর, কর্ণ এঁরা ত ভাল আছেন? হে সঞ্জয়! বৈশ্যাগর্ভ সম্ভূত প্রাণাধিক যুযুৎসু ত ভাল আছেন? যশস্বিনী জননী গান্ধারী ত কুশলিনী? সন্তান দৌহিত্র ও ভাগিনেয় প্রভৃতি শিশু সকল ত ভাল আছেন? আর প্রাণাধিক দুর্যোধন কি কিছু অমর্ষ, আমাদিগের উপরি ত্যাগ করিয়াছেন? বৎস! তুমি এ স্থলে কি কারণ আসিয়াছ? সঞ্জয় যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! সকলেই ভাল আছেন, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন;—তিনি যুদ্ধে অনুমোদন করিতেছেন না, পুত্রগণের পাপকার্য্যে ও আপনাদিগের বনক্লেশে তিনি বিশেষ সন্তাপিত হইয়াছেন।

ভাবি ঘটনা কেহ জানিতে পারে না, মিত্রদ্রোহ শাস্ত্রের অনুমোদনীয় নহে, অতএব হে অজাত শত্রো! সুবুদ্ধি করিয়া যাহাতে সন্ধিস্থাপন হয়, এমন কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সূত! সমরাপেক্ষা সন্ধি যে শত অংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা আমি মান্য করি। সন্ধি স্থাপন করিতে পারিলে কে আর সমর করিতে চায়? সমর না করিয়া যদি অল্প লভ্য হয় তাহাও কর্ত্তব্য। প্রজ্জ্বলিত অনলে যেমন দেশ জ্বলিয়া যায়, তেমনি সমরানল জ্বলিলে কৃষি বাণিজ্য বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সবই লোপ পায়। সেই অনলের অত্যাচারশিখা আকাশ-

মণ্ডল পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া দেবগণকে রুষ্ট করে। আমা-দিগের প্রাণনাশের জন্য সুযোধন কত চেষ্টা করিয়াছে। পাণ্ডবহিংসালতা মন্যুময় দুর্যোধনকে আশ্রয় করিয়া কৌরবকুল ব্যাপিয়া উঠিয়াছে। কৌরবকুল বনে রাগ—লোভাদি অনেক ব্যাঘ্র আসিয়া বাস করিতেছে। সাধু-লোকেরা ঐ ব্যাঘ্র ভয়ে অন্য স্থানে পলায়ন করিয়াছে। অতএব ঐ হিংসালতা উৎপাটিত ও রাগলোভাদি ব্যাঘ্র শাসন না করিতে পারিলে, আমরা কিরূপে সুযোধনের সহিত মিলিত হই। সঞ্জয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! দেখ তুমি নীতিমান্; লোক তোমার আচরণ অনুকরণ করিয়া থাকে, চ অমিত দেবল ব্যাস তোমাকে পরমংশ মধ্যে গণ্য করেন। মনুষ্য জীবন অল্প স্থায়ী, পাপপিশাচীগ্রস্ত দুর্য্যোধন যে বিনা যুদ্ধে তোমায় অর্দ্ধেক রাজ্য দেয়, এ বিশ্বাস হয় না, অতএব আমার বিবেচনায় প্রাণিহত্যা অপেক্ষা মন্যুময় দুর্যোধনকে ক্ষমা করাই শ্রেয়ঃ, অশেষ প্রাণিহত্যা করিয়া রাজ্যলাভ অপেক্ষা ভিক্ষায় দিনযাপন করা ভাল, আমার বিবেচনায় আপনি যদি অর্দ্ধেক রাজ্য না পান, তবে যুদ্ধ করা অপেক্ষা আপনার, অন্ধকও বৃষ্ণি-রাজ্যে ভিক্ষা করিলে ভিক্ষা মিলিবে? আপনি বেদাধ্য-য়ন ব্রহ্মচার্য্য সবই করিয়াছেন, আপনাকে বোঝাইতে পারে এমন কেহ নাই। সামান্য রাজ্যের জন্য, পণ্ডিতেরা যাহাকে মায়ার কার্য্য বলে, ভবাদৃশ জনের যুদ্ধ করা অতি প্রশংসনীয় নয়। যুধিষ্ঠির সঞ্জয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গম্ভীর ভাবে কিছু কাল বসিয়া সহসা গাত্রোত্থান করিয়া

বলিলেন, সঞ্জয়! আমি অন্ধকও বৃষ্ণিরাজ্যে ভিক্ষা করিয়া দিন যাপন করিব, আমার রাজ্যে কাজ নাই। আমি প্রাণের দুর্য্যোধনের আর কোন হিংসা করিব না।—ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, ধর্ম্মের অপমান করিয়া আমি বাঁচিতে চাহি না, এই বলিয়া যুধিষ্ঠির কাঁদিতে লাগিলেন।—

যুধিষ্ঠিরের সেই সর্ব্ব সন্ন্যাস ভাব দর্শন করিয়া অনুজেরা বিদ্রুত নেত্রে কহিতে লাগিলেন মহারাজ! করেন কি? লাক্ষাগৃহ রচনা, বিষ ভক্ষণ, পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ দুর্য্যোধনের কি সব ভুলিয়া গেলেন। প্রাণিহত্যা পাপ সত্য বটে, কিন্তু সে প্রাণী যদি সাধু হয়, অসুরাবতীর্ণ দুর্য্যোধনকে নাশ করিলে কোন দোষ নাই, পাপাত্মা প্রাণীগণকে বিনাশ না করিলে মনুষ্যকুলের শ্রেয়ঃ নাই। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে আহ্বান করিলেন। কৃষ্ণ নানা শান্তি বচন দ্বারা কহিতে লাগিলেন সঞ্জয়! আমি যেমন পাণ্ডবগণের হিত চেষ্টা করি, কৌরবগণেরও সেইরূপ করিয়া থাকি? কৌরব ও পাণ্ডব উভয়েই আমার সমান; কুরুপাণ্ডবগণের সন্ধি স্থাপন হয় ইহাতে আমার সম্যক্ মত আছে, অন্যান্য পাণ্ডবগণ সমক্ষে সহজবিরাগী যুধিষ্ঠিরকে এরূপ উত্তেজনা দেওয়া ভাল হয় নাই। তিনি একেই সব ত্যাগ করিয়া আছেন।—ধার্ত্ত-রাষ্ট্রদিগের দুষ্কার্য্য স্মরণ করিয়া তোমার যুধিষ্ঠিরকে শান্তি-ভ্রম করা উচিত হয় নাই। তখন অর্জ্জুন কহিতে লাগি-লেন সঞ্জয়! আমাদিগকে ভিক্ষা করিতে বলিতেছেন, কিন্তু দুর্য্যোধনকে কিছু বলিতে পারেন না, ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্মই যুদ্ধ, যুধিষ্ঠির যদি যুদ্ধ না করেন, তবে তিনি ক্ষত্রিয়কুলের

কলঙ্কস্বরূপ, বিধাতা যাহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি সেই কার্য্যই করিবেন দেখ সূর্য্য ও চন্দ্রমা নিয়ত আকাশ মণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সরিৎ সকল অনবরত প্রবহমানা, সমরে আমরা ভয় করিব না। আমার অদ্বিতীয় গাণ্ডীব ইন্দ্রধনুর ন্যায় যখন সমরস্থলে অশনি-টঙ্কার করিবে তখন দেখিব, কত ভীষ্ম কত কর্ণ কত দুর্য্যোধন সম্মুখে দাঁড়ায়? কৌরবরূপ বনে ধার্ত্তরাষ্ট্র ব্যাঘ্রগণকে এই অর্জ্জুন ব্যাধ প্রবেশ করিয়া বিনাশ করিবে, নিশ্চয় জানিবে। হয়গ্রীব যেরূপ শ্রুতিকে, ইন্দ্র যেরূপ শচীকে, রাম যেরূপ সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন,—তেমনি আমি পাণ্ডবলক্ষ্মী উদ্ধার করিব নিশ্চয় জানিবে।—সঞ্জয় এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং যথাযথ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, ভীষ্ম কহিতে লাগিলেন, দুর্য্যোধন! তোমার সন্ধি স্থাপন অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। তুমি কি ভাবিতেছ না পৃথিবীতে যিনি অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর বলিয়া বিখ্যাত, যিনি হিড়িম্ব কিম্মীর কীচককে বধ করিয়া অসাধারণ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি কাশী কাঞ্চী বঙ্গ কলিঙ্গ বিদেহ দশার্ণ প্রভৃতি রাজগণকে বশীভূত করিয়া রাজসূয় যজ্ঞে আনত করিলেন, সেই ভীম বৃকোদর যখন গদা ধারণ করিবে, তখন কুরুক্ষেত্রে কে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে, আর তুমি দেখিতেছ না, যিনি কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া খাণ্ডব দাহন করিয়াছেন, যিনি দেবাদিদেব পশুপতিকেও ভয় করেন নাই,

যিনি ইন্দ্রলোকে কত অস্ত্র শিখিয়া আসিলেন সেই অর্জ্জুন কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া সমরে আসিয়া যখন গম্ভীর টঙ্কারে দিক নিনাদিত করিবে তখন সুরাসুরও ভয় পাইবে।—তৎকালে আবার ধৃতরাষ্ট কহিতে লাগিলেন সঞ্জয়। আমি স্বপ্নে যেন দর্শন করিয়া থাকি ভীম যেন সমর স্থলে দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া নৃত্য করিতেছে। সমুত্থিত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় সেই অষ্টকোণযুক্ত গদা যেন যমদণ্ডের ন্যায় রণস্থলে প্রকাশ পাইতেছে। এ দিকে সঞ্জয় প্রস্থান করিলে, সন্ধিসম্বন্ধে মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে কুরুসভায় প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ দশজন সৈনিক, সহস্র পদাতি সহস্র অশ্বারোহী ও বিপুল ভক্ষ্য দ্রব্য এবং শত শত কিঙ্কর সঙ্গে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আর একদিকে সুখস্পর্শ বায়ু বহিতে লাগিল, সুগন্ধ পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল।—হৈমন্তিক শান্ত নীলিমা তারা কেশবের কতই যেন স্তব করিতে লাগিল। তিনি বিবিধ গ্রাম ও নগর অতিক্রম করিয়া উপপ্লব্য নগর পার হইয়া বৃকস্থলীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।—ধৃতরাষ্ট্র শুনিলেন মহাত্মা বাসুদেব উপপ্লব্য নগর হইতে অদ্য বৃকস্থলীতে বাস করিতেছেন। তিনি রোমাঞ্চিত কলেবরে মহাভুজ ভীষ্ম, দ্রোণ, সঞ্জয় ও মহামতি বিদুরের সমক্ষে দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন। বৎস! দশার্হাধিপতি বাসুদেব পাণ্ডবগণের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। যাঁহা হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও নাশ সেই মধুসূদন ভরতকুলের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত

হইয়াছেন। অদ্য তিনি উপপ্লব্য নগর হইতে বৃকস্থলীতে পঁহুছিয়াছেন। কল্য হস্তিনায় আগমন করিবেন, অতএব সেই সনাতন বস্তুর পূজার আয়োজন করা যাউক।

প্রাতঃকালে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পিতৃস্বসা কুন্তীর চরণ বন্দনা করিলেন। অনন্তর নিরূপিত সময়ে কৌরবসভায় উপনীত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ভরতকুলপ্রদীপগণ! কুরুপাণ্ডবের যে সন্ধি, ইহা ধার্ম্মিক মাত্রেরই অনুমোদনীয়। পাণ্ডবেরা ন্যায়তঃ সমস্ত রাজ্যেশ্বর, কিন্তু তাঁহারা রাজ্যাংশ কেন না পান, অনর্থক এরূপ অন্যায় যুদ্ধে কেন প্রাণিহিংসা আপনারা করেন, মহাত্মা সদাচার পাণ্ডবদিগের সকলই আছে;—এখনও রণস্থলে ভীম গদা হস্তে নৃত্য করে নাই, এখনও পাণ্ডব নরপতিগণ যুদ্ধসজ্জা করে নাই, এখনও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবনিনাদ হয় নাই, অতএব এই সময় সন্ধি স্থাপন করুন। নীতি অনুসারে চলিলে কখনই নিন্দনীয় হয় না। কুরুকুলবনে অসূয়াময় দুর্য্যোধন বৃক্ষস্বরূপ হইয়াছে, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি তাহার শাখা, দুঃশাসন তাহার পুষ্প ও ফল এবং ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল;—অতএব ঐ বৃক্ষচ্ছেদন না করিলে আপনারা কি সন্ধি করিবেন না? মহাত্মগণ! বন ভিন্ন ব্যাঘ্র থাকে না এবং ব্যাঘ্র ভিন্ন বন থাকে না, সেইজন্য পাণ্ডব ব্যাঘ্র ঐ কুরুবন শীঘ্র অধিকার করিবে, সাধুরা যে ঐ বিষবৃক্ষ দর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তাঁহারা পুনরায় ঐ বনে আসিবেন, অতএব যদি আপন কুশল চাও, শীঘ্র সন্ধিস্থাপন কর। যুধিষ্ঠির সঙ্গে আলিঙ্গন করিয়া অনুতাপ জলে

শঙ্ক ভাসাইয়া দাও। পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া ভ্রাতৃ-প্রেমে জগৎ কাঁদাইয়া নিমন্ত্রণদ্বারা সখিত্বভোজনামোদ-সম্ভাষণ কর। কেশবের অমৃত ও বিসমিশ্রিত বচন শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন বলিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার এরূপ বলা ভাল হইতেছে না। পাণ্ডবদিগের তুমি পক্ষপাতী, কেন তুমি অকারণ আমাদিগকে নিন্দা করিতেছ? পাণ্ডব-দিগকে দ্যূতে আমি পরাজিত করি নাই, শকুনি করিয়াছেন; অতএব সেই লক্ষ্য করিয়া যে তুমি রাগ প্রকাশ করিতেছ, ইহাতে আমার দোষ কি আছে? প্রতিজ্ঞানুসারে পাণ্ডবেরা বনে গিয়াছিল, ইহাতেই বা কাহার দোষ? হে কৃষ্ণ জানিও, আমি কাহাকেও ভয় করি না, রণস্থল আমাদিগের প্রাসাদ-তুল্য। আমি তোমার ও পাণ্ডবপক্ষপাতিত্ব কথা শুনিতে চাহি না, কেন তুমি নানারূপ বচন দ্বারা রাজপুত্রের সমস্ত অঙ্গকে ব্যথিত করিতেছ। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সূচীর সূতীক্ষ্মাগ্রপ্রমাণভূমি পাণ্ডবদিগকে আমি দিব না।* তুমি কি জান না, কর্ণ এবং আমি রণযজ্ঞ করিব,

---

ব্যাস বলিয়াছেন আমি বেদ শ্রেষ্ঠ ভারত লিখিলাম, তাহার অর্থ এই, বেদে যেমন দেবাসুরের অর্থাৎ পাপ পুণ্যের সংগ্রাম, ভারতেও কলি ধর্ম্মের সংগ্রাম।

অসুরেরা মনুষ্য মাতা ঈশ্বরকে বন্দনা করিলে, স্রষ্টা মানুষ পুত্র হইয়া কালবেষ্টী মনুষ্যের যে অসুর নাশ করিয়াছিলেন সেই মহাসমরের ছায়া ইহা।

যদি কেহ বলেন অসুর কাহারা? তাহার উত্তর এই ঈশ্বরের অনিচ্ছা কার্য্যকারীরা।

আদিবংশাবতরণিকায় লেখে, দুর্য্যোধন কলির অংশ, কৃপ রুদ্রের অংশ, সাত্যকি বায়ুর অংশ, যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের অংশ ইত্যাদি। এস্থলে "অংশ" শব্দের অর্থ, তন্মিশ্রিত অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মমিশ্রিত ইত্যাদি; অংশশব্দের অর্থ অবতারও "তদনুপ্রবিশৎ" ইতিশ্রুতেঃ। ঈশ্বর মানুষে প্রবেশ করে ইতি।

যুধিষ্ঠির সেই যজ্ঞের পশু নিরূপিত হইয়াছে, সমরভূমি-বেদী, শরসমূহ দর্ভ, শোণিত ঘৃত, এই বলিয়া দুর্য্যোধন ক্রোধতাম্রাক্তনয়নে কৃষ্ণকে যেমন ধরিতে যাইবেন, কৃষ্ণ অমনি নিজ শক্তিতে আত্মমোচন করিয়া বলিতে লাগিলেন; "রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই কি জানিস না?——

ধর্ম্মচারী রাজা যুধিষ্ঠির যখন প্রব্রাজিত হইয়া অরণ্যে ক্লেশ পাইয়াছেন, তখন দুর্যোধনকে দুঃখদায়ক অনন্ত-শয্যায় শয়ান হইতে হইবেক। অন্যায়াচারসম্পন্ন দুর্য্যোধন শ্রী জ্ঞান তপস্যা দম শৌর্য্য ধর্ম্ম ও বল দ্বারা পাণ্ডব-দিগকে পরাভব করিতে পারে নাই, কেবল কপটতাতে পরাজয় করিয়াছে। সরলতা মহানুভাবতা উদাসীনতা প্রভৃতি গুণে মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরুকুল জয় করিবে সন্দেহ নাই। এই উদাসীন যুধিষ্ঠির একবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেই, তখনই তুমি দেখিতে পাইবে যে কোপন ভীমসেন ভীমবেশে রথারোহণ করিয়া গদাহস্তে রণ-স্থলে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিতেছে,—ভীমগদা সেনা-গণের সম্মুখীন হইয়া দ্রোণবিষ উদ্গার করিতেছে;—তখন তুমি দেখিবে; চিত্রযোধী নকুল দক্ষিণ তূণীর হইতে শত সহস্র শর নিক্ষেপ করিয়া কুরুকুল ব্যথিত করিতেছে;—সেনা সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করি-তেছে;—সহদেব ধৃতাস্ত্র হইয়া দান্ত তুরঙ্গমযুক্ত নিঃশব্দ চক্র সুবিস্তৃতরথে আরোহণ করিয়া ভূপতিগণের শির-শ্ছেদন করিতেছে; তখন দেখিবে, সিংহশিশুর ন্যায় দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সকল, শর শোভিত হইয়া ঘোর-

বিষ আশীবিষের ন্যায় আগমন করিতেছে। তখন পরবীরঘাতী ধৃতাস্ত্র অভিমন্যু বারিধারাবর্ষী ধারাধরের ন্যায় অরাতিগণের মস্তকে শর বর্ষণ করিবে; রণবিশারদ সিংহসমান প্রভদ্রকগণ সহস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে আক্রমণ করিবে, অধিক কি বলিব, রণস্থল পাণ্ডবপতাকায় সমাকীর্ণ হইবে; দেখিবে দ্রুপদ মহীপতি রথারোহণ করিয়া রোষাবেশে কুরুযোধগণের মস্তকচ্ছেদন করিতেছে;—বিরাটরাজ গহনক্রসমাকুল কুরু সাগরে অবগাহন করিতেছে; তখন তনুত্রসনাথ শিখণ্ডী দিব্য তুরঙ্গযোজিত রথে আরোহণ করিয়া শত্রুগণকে বিমর্দ্দিত করিবে, বিরাটপুত্র উত্তর বদ্ধপরিকর হইয়া রণস্থলে কার্ত্তিকের ন্যায় শোভা পাইবে, আবার কি দেখিবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিচালিত রথে সমারূঢ় সর্ব্বলোকভয়াবহ তৃতীয়পাণ্ডবের গাণ্ডীবমৌর্ব্বী বজ্রনির্ঘোষ কঠোর শব্দ করিবে; বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ যেন মেঘ হইতে ছুটিতেছে; অস্থিচ্ছেদী মর্ম্মভেদী নিশিত ফলক গাণ্ডীব হইতে বিগলিত হইয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতেছে, কত তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, বর্ম্মিতাঙ্গ দূরে গমন করিতেছে;—যুগান্ত কালীন প্রলয় উপস্থিত হইবে।”——

কৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনার্থ কুরুসভায় গমন করিলে, সহদেব ভীমকে কহিতে লাগিলেন,—আর্য্য! আর শুনেছেন? অজাতশত্রু, দুর্য্যোধনের নিকট স্বয়ং হরিকে সন্ধির জন্য পাঠাইয়াছেন, তিনি পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ, আপনার বিনাশনাদি সব বিস্মরণ করেছেন,—দুর্য্যো.

ধন এত অনিষ্ট করিয়া তাহার প্রিয় হলেন, আর আমরা আজ্ঞা পালন করিয়া চিরবনবাসী হইলাম।—ভীম বিকটভ্রূকুটীভীষণ দৃষ্টিতে কহিলেন; কি দাদার আবার সন্ধি? কুরুকুলহিতে ভগবান কৃষ্ণকে তজ্জন্য প্রেরণ? হায়! যখন ভীম বাঁচিয়া রহিল, পাণ্ডবদিগের বনবাস আর রাজ্যনাশ কি অগ্রজ সব ভুলিয়া গেলেন, হায়! কি দারুণ পাপ করিয়াছি;—চল আজ অগ্রজের নিকট মনোবেদনা খুলিব; এই বলিয়া বিকটগতিতে গমন করিয়া অগ্রজকে বলিতে লাগিলেন, দাদা কুরুকুলের প্রশমন প্রিয় আপনার, কিন্তু পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ কি বিস্মরণ করিলেন;—চঞ্চদ্ভুজভ্রমিত বিকট গদাঘাত দ্বারা দুর্য্যোধনের উরুস্থল এখন ত সংচূর্ণিত করি নাই, যে আপনি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতেছেন?—দুষ্ট দুঃশাসনের উরু মন্থন করিয়া গঙ্গার বারিধারার ন্যায় উরুস্থল হইতে রুধির পান এখনও করি নাই, যে আপনি যুদ্ধ নিবৃত্ত হইতেছেন? মুক্তকেশী দ্রোপদী বেণী এখনও বাঁধে নাই;—মুক্তকেশী রণরঙ্গিণী কৃষ্ণা কালিকার ন্যায় অদৃশ্য ভাবে যে সমরাঙ্গনে নাচিতেছে, কে তাহাকে নিবারণ করে? আপনার যদি সন্ধি মত হয়, তবে আপনি আর আমার অগ্রজ নন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভাই! সভা মধ্যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ দুর্য্যোধন করিয়াছিল, তাহা আমি স্মরণ করি, কিন্তু দ্রোপদী আমার পত্নী হইয়া দুর্য্যোধনের মাতৃতুল্যা; সন্তান যদি মায়ের বসন বা হস্ত ধরে, তাহা কি অন্যায় দিকে নিতে হয়? বিষপ্রদান, জতুগৃহ, সবই ঐ দুষ্ট করিয়াছিল; অতএব সেকি তাহা হইলে ক্ষমার পাত্র নয়?

সহস্রবার ক্ষমা করিলে, দুর্য্যোধন একবার না একবার অনু-তাপানলে এমনি পড়িবে, যে সে একবারেই আমাদিগের বশবর্ত্তী হইয়া যাইবে; আমরা বিনা প্রাণিহিংসাতেই দুর্য্যোধনব্যাঘ্রকে পোষ মানাইব; আর একটী বিশেষ কারণ এই, দুষ্ট এমনি মায়া পাতিয়াছে, যে কুরুকুল শশাঙ্ক দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কর্ণ প্রভৃতি মহোদয়গণ ঐ ফাঁদে পড়িয়াছে, পাপ দুর্য্যোধনকে হনন করিতে যাইলে, পাছে ঐ রত্ন সকল হনন হয়;—পাছে ভারত রত্নশূন্য হয়, এই ভয়ে উহাদিগকে হনন করিতে যাইতেছি না, দুর্য্যোধনকে হনন করিতে যাইলে পাছে উপস্থিত গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যা হয়;— রত্নহানি ও প্রাণিগণ হিংসা নিবারণার্থ বাসুদেবকে সন্ধি করিতে পাঠাইয়াছি;—এদিকে বিপ্লুত বাসুদেব উপস্থিত;—

তখন বিদুর কহিলেন;—

যে ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য অথচ আপনারে বিদ্বান্ বলিয়া গণ্য করে এবং যে ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া ধনাভিমান করে, এই দুই ব্যক্তিই মূঢ়। যে ব্যক্তি স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া পরার্থে যত্নবান হয় এবং বন্ধুর প্রয়োজনসাধনে কপটতা করে সে ব্যক্তিও মূঢ়। যে ব্যক্তি কামনার অতিরিক্ত প্রার্থনা এবং প্রকৃত কাম্য বিষয় ত্যাগ ও বলবানকে বিদ্বেষ করে, সে ব্যক্তিও মূঢ়। যে ব্যক্তি শত্রুকে মিত্রজ্ঞান, মিত্রকে শত্রুজ্ঞান এবং নিন্দনীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তিও মূঢ়। যে ব্যক্তি সতত সংশয়াচ্ছন্ন, সে ব্যক্তিও মূঢ়। যে ব্যক্তি অনাহূত হইয়া প্রবেশ করে, জিজ্ঞাসিত না হইয়া বহুবাক্য বলে, আত্মবল বিচার না করিয়া পরাক্রম প্রদর্শন করে,

এই তিন ব্যক্তিও মূঢ়। যে ব্যক্তি দুর্দ্দমনীয়কে শাসন করিতে চেষ্টা, ধনহীনের উপাসনা এবং কৃপণের আরাধনা করে, সে ব্যক্তিও মূঢ়। হে রাজন! আর যে ব্যক্তি বিপুল ধন ও বিদ্যায় উদ্ধত না হয়, তিনিই পণ্ডিত, যে ব্যক্তি সম্পত্তিশালী হইয়া ধার্ম্মিককে সম্মাননা করে, তিনি প্রকৃত পণ্ডিত। ধনুর্দ্ধর ব্যক্তির শরও বিফল হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমানের বুদ্ধি বিফল হইবার নহে। মৃগয়া পানাদিব্যসন পণ্ডিত মাত্রেরই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ক্ষমাশীল ব্যক্তির এইটি ক মাত্র দোষ, যে তিনি ক্ষমা করিলে লোকে তাঁহাকে অক্ষম বিবেচনা করেন, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্য নহে, কেননা ক্ষমাই মনুষ্যের পরমবল, ক্ষমাই মনুষ্যের পরম সন্তোষ, ক্ষমাই মনুষ্যের জগৎভূষণ, ক্ষমাই মনুষ্যের সাধন।—

অনন্তর যুদ্ধ সজ্জা হইতে লাগিল; যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রে তৃণরাশিসম্পন্ন ভূমি আশ্রয় করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও যুযুধান ইঁহারা শিবির পরিমাণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ পরিখা রীতিমত প্রস্তুত ও ইহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের শিবিরে কুরুক্ষেত্র সাগরতরঙ্গমালা হইল,—কখন কখন বোধ হইতে লাগিল যেন, বিমান সকল অবনীতলে পড়িয়া রহিয়াছে; নানা শিল্পকর কার্য্য করিতে লাগিল। সমরকার্য্যে আহত সৈন্যদিগকে ঔষধ দিবার জন্য, অভিজ্ঞ চিকিৎসক‡ সকল আনীত হইল।

‡ কত উন্নত অবস্থা। ১৫০। উ

ইন্দ্রধনু সদৃশ শরাসন, জ্যা, বর্ম্ম, শতঘ্নী* (কামান,) নালীক* (বন্দুক,*) ও বহুবিধ অস্ত্র সকল সমানীত হইল। অগ্নিচূর্ণ (বারুদ) রণস্থলে কালগিরির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনেক হস্তীও সমানীত হইল। এদিকে মহারাজ দুর্য্যোধন রজনী প্রভাত হইবামাত্র একাদশ অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিচিত্র সৈন্যগণ অনুক তূণীর, তোমর, খড়্গ, পতাকা, ধ্বজ, শর, শরাসন, শক্তি, নিষঙ্গ, রজ্জু, আস্তরণ, কবচ, গ্রহবিক্ষেপ, তৈল, গুড়, সলিল, ঘৃত, বালুকা, সর্পকুম্ভ, গন্ধকচূর্ণ, ঘণ্টিকা, ফলক, লৌহাস্ত্র, উপল, শূল, ভিন্দিপাল, মধূচ্ছিষ্ট,

---

* নালীকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎক্ষুদ্রবিভেদতঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধং ছিদ্রমূলং পঞ্চবিতস্তিকম॥
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি তিলবিন্দুযুতং সদা।
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃত্তৎ গ্রাবচূর্ণধৃক মূলকর্ণম॥
সুকাষ্ঠোপাঙ্গ বুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলি বিলান্তরম্।
স্বান্তে অগ্নিচূর্ণ সন্ধাত্রী শলাকাসংযুতাদৃঢ়ং ·
লঘুনালীকমপ্যেতৎ প্রধার্য্যংপত্তিসাদিভিঃ।
যথাযথাতু ত্বক্‌সারং যথাস্থূল বিলান্তরম্॥
যথা দীর্ঘং বৃহদ্গোলং দূরভেদি তথাতথা।
মূলকীল ভ্রমাল্লক্ষ্য সমসন্ধানং ভাজয়েৎ।
বৃহন্নালীকং সংজ্ঞান্তৎ কাষ্ঠবুধ্নবিবর্জ্জিতং॥
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুক্তং বিজয়প্রদং॥

অগ্নিচূর্ণ;—
সুবর্চ্চি লবণাৎ পঞ্চ পলানি গন্ধকাৎপলম্।
অন্তর্ধূমবিপক্কার্ক স্নুহ্যাদ্যঙ্গার পলম্॥

গোলা। গোলো লৌহময়ো। প্র   শুক্রনীতি।

নালীকের উল্লেখ
৫২ উদ্যোগ, ৩০ দ্রোণ, ৯৬ ভীষ্ম, ৯০ কর্ণ, ১০ ঐষীক, ১৯ স্ত্রীপর্ব্ব শত
ঘ্নী বা বৃহন্নালীক ১২০ ভীষ্ম   মহাভারত।
গোলা। ৩২। ৩। বন। ভা।

মুদ্গর, কাণ্ডদণ্ড, লাঙ্গল, বিস, শূর্প, পিটক, দাত্র, অঙ্কুশ, কণ্টকযুক্ত কবচ প্রভৃতি ধারণ করিয়া প্রজ্জ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঘণ্টিকাযুক্ত তুরগ সকল যেন নৃত্য করিতে লাগিল, কবচধারী পতাকাসম্পন্ন অশ্বারোহী, ভিন্দিপাল হাতে লইয়া কি সুসাদৃশ্য করিল! সমস্ত সমাধান হইলে, দুর্য্যোধন বিনীতবেশে ভীষ্মের নিকট যাইয়া কহিলেন। আর্য্য! আপনি আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা, আপনি ভিন্ন আমাদিগের গতি নাই। বর্ত্তমান কুরুসমরে আপনি এই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার পতি না হইলে, আমার কুশল নাই;—যেমন হিমালয় সমস্ত গিরির কর্ত্তা, যেমন সূর্য্য জগতের তেজঃ, তেমনি আপনি আমাদিগের শ্রেষ্ঠ স্থান। ভীষ্ম দুর্যোধনের অনুনয় শ্রবণ করিয়া বলিলেন, বৎস! আমি তোমার সেনাপতি হইলাম;—কিন্তু আমি পাণ্ডবদিগকে উৎসন্ন করিতে পারিব না। আর আমার প্রতিজ্ঞা এই, আমি স্ত্রীপূর্ব্ব, স্ত্রী, স্ত্রীনামধারী বা স্ত্রীস্বরূপ পুরুষকে শরাঘাত করিতে পারিব না। ভীষ্ম সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, মহান্ আনন্দনাদ হইল। অনন্তর ভীষ্ম সেনাপতির পদে শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির সাতিশয় কাতর হইয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে, কৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ! ভীত হইবেন না, আমি রক্ষা করিব। ঐ দেখ সাগরোর্ম্মির ন্যায় সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা আপনার। পরে পাণ্ডবশিবিরে যুধিষ্ঠির, দ্রুপদ বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতু শিখণ্ডী ও মগধাপতি সকলে সেনাপতি পদে বৃত হইলেন। যুদ্ধের এই নিয়ম স্থির হইল, শিখণ্ডী ভীষ্মের সহিত, শল্য

ধৃষ্টকেতুর সহিত, দুর্য্যোধন এবং শতভ্রাতাগণ ভীমের সহিত, দিগ্বিজয়ী কর্ণ, অর্জ্জুনের সহিত, ও ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সহিত, যুদ্ধ করিবেন। আর অভিমন্যু ও বৃষসেন, সহদেব ও শকুনি, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও ত্রিগর্ত্তগণ, ইত্যাদি পরস্পর যুদ্ধ করিবে। বলদেব ভাবি যুদ্ধঘটনায় অসংখ্য প্রাণিহত্যার সম্ভাবনা করিয়া, চক্ষে না দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া, তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। কুরুপাণ্ডবেরা যুদ্ধে ব্যস্ত, এমন সময় রুক্মী রাজা কুবেরের নিকটে বিজয় নামক ধনুক লাভ করিয়া সাহায্য করিবার জন্য কুরুপাণ্ডব সকাশে উপনীত হইলেন। কিন্তু রুক্মীকে কেহই গ্রাহ্য করিল না, তিনিও লজ্জিত হইয়া তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিলেন।

অষ্টমসর্গ।

সকলে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন; কেকয়গণ, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন;—দ্রৌপদী উপপ্লব্য নগরে রহিলেন;—মহাত্মা পাণ্ডবগণ হিরণ্বতী তীরে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় দুর্য্যোধন উলূককে আহ্বান করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি পাণ্ডব নিকট গমন করিয়া বল, বহুকাল সম্ভাবিত কুরু সমর ত উপস্থিত, আর বিলম্ব কেন? ধর্ম্মধ্বজী যুধিষ্ঠির আর কত কপটতা করিবে। তিনি যে সত্ত্বগুণাবলম্বী, তাহার দিব্য প্রমাণ পাওয়া হইয়াছে। যে অখিল রাজ্যের মমতাত্যাগ করিয়া সত্ত্বজ্ঞানীসকল বনচারী, যে পাপ সংসার ত্যাগ করিয়া রঘুবীর জটাবল্কলধারণ পূর্ব্বক

বনে গেলেন,সেই রাজ্যসংসারের জন্য আজ শমী যুধিষ্ঠিরের কি মমতা! উলূক! আর এইকথাটী বল, যে এই কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—পাণ্ডবশোণিত তাঁহারা শতভ্রাতায় পান করিবে।

উলূক আসিয়া যথাবৎ বলিলে, যুধিষ্ঠির কহিতে লাগিলেন উলূক! আমি বনচারী শমিতুল্য, বা আপনাকে কখন ত্রেতাবতার রঘুবীর তুল্য, মনে করি নাই, আমার তুল্য অধম জগতে আর নাই। উলূক! শমিগণ অরণ্যে বাস করিলে, সিংহেরা পর্য্যন্ত কৃপা করে, কিন্তু আমি বনে বাস করিলে, দুর্য্যোধন কতবার আমার হিংসা করিয়াছিল। দুর্য্যোধনের জন্য যে বনেও আমার রক্ষা নাই। দুর্য্যোধন অতিনীচপ্রকৃতি নিষ্ঠুর ও ক্রূড়, তাহা না হইলে প্রাণান্তেও সন্ধি করিল না, উলূক! পাপভয়ে পাঁচখানি গ্রাম যাচ্ঞা করিয়াছিলাম—সামান্য প্রকৃতির ন্যায় পাঁচভয়ে তথায় থাকিব; কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাও দিলেক না। কি করি উলূক! পা রাখিতে যায়গা না পাইলে, কাজেই সমর করিতে হয়; দুর্য্যোধন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সূচিকাগ্রপ্রমাণ ভূমি পাণ্ডবদিগকে দিব না। পাণ্ডবজীবনকৃষ্ণ কহিয়াছেন, দুর্য্যোধন কলির অবতার, দুর্য্যোধনকে বিনাশ না করিলে এ সৃষ্টি থাকিবেক না, অতএব অবশ্যই শীঘ্র তোমরা দেখিতে পাইবে, অর্জ্জুন গাণ্ডীব লইয়া কুরুক্ষেত্রে রথোপরি নৃত্য করিতেছে, ভীমের গদাচালন ও রণস্থলে ভীষণ নৃত্য হইতেছে, উলূক এই সমাচার লইয়া প্রস্থান করিলে, যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে পরামর্শার্থে আহ্বান করিলেন।———

এ দিকেঅস্ত্রের ঝন্ ঝন্ ও কবচাদির আভা সূর্য্য-কিরণের সহিত ঝক্ মক্ করিয়া আকাশে উঠিতে লাগিল। করিদিগের বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষারব, চতুর্দ্দিকে শোনা যাইতে লাগিল, বীররসে কুরুক্ষেত্রভূমি পরিপূর্ণ হইল। স্যমন্তক পঞ্চক তীথের বহির্ভাগে যুধিষ্ঠির সহস্র সহস্র শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। পৃথিবীর সমস্ত রাজারাই আসিয়াছেন। জম্বু দ্বীপে আর লোক নাই।

অসংখ্য রাজা আসিয়াছে দর্শন করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! ভরতকুলে আমার জন্ম, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র আমি, গাণ্ডীব আমার সহায়, কৃষ্ণ আমার জীবন; আহূত মহাপরাক্রান্ত রাজারা আসিয়াছেন, ইহারা যদি নাই আসিতেন, আমি কিন্তু একাই কুরুকুল ধ্বংশ করিতাম, ঘোষযাত্রাকালে কৌরবসমরে কে আমার সহায় হইয়াছিল? নিবাতকবচগণ পরাজয়কালে কে আমার সাহায্য করিয়াছিল? বিরাট গোধন উদ্ধার কালে কে আমার সহায় হইয়াছিল? মহামতি পশুপতির শরনিকর সহ্য হিমাদ্রিশিখরে কে করিয়াছিল? অতএব জানিবেন, গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন কৃষ্ণ সহায়ে সসাগরা ধরাতল করতলে আনিতে পারে।

কৌরব পাণ্ডব ও সোমকেরা নিয়ম সংস্থাপন করিলেন; যথা; এ যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ, আরব্ধ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার পরস্পর সম্মেলন হইবে; তুল্যতাতিক্রম, প্রতারণা করা হইবে না; সেনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তাহারে আরপ্রহার করা যাইবে না, রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত,

অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, যুদ্ধ করিবে, অগ্রে সতর্ক করিয়া পশ্চাৎ প্রহার করিবে। ভয়বিহ্বল ব্যক্তিকে কোল দিবে, কদাচ প্রহার করিবে না, যোদ্ধা যদি ক্ষীনশস্ত্র হইয়া রণে ভঙ্গ দেয়, তাহাকে আর প্রহার করিবেনা এই নিয়ম করিয়া সকলে সকলের পানে বিস্ময়ে চাহিলেন। * কার্ত্তিক মাসে মহাভারতসমর আরম্ভ। দুর্য্যোধন কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমদিক আশ্রয় করিলেন; যুধিষ্ঠির পরিচায়ক চিহ্ন ও অলঙ্কার নিজ বর্গকে দান করিলেন;— কত বণিক্ বেশ্যা কুরুক্ষেত্রে বিরাজ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরা তূরীভেরী শংখ নাদ করিতে লাগিল। পুরোহিত পাণ্ডবদিগকে রণযজ্ঞে বরণ করিলেন, রণবাদ্য আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষের ধ্বজপতাকা গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল, ভীষ্ম শ্বেত উষ্ণীষ ধারণ করিয়া রজতময় রথে আরোহণ করত শারদীয় শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। দর্শকেরা দূর উচ্চবৃক্ষে আরোহণ করিল। জ্যাজিহ্বয়া বেষ্টিতোৎকটকোটিদ্রংস্ট্র ধন্বা অর্জ্জুনের রণস্থল দর্শন করিয়া নির্ব্বেদ উপস্থিত; তিনি দেখিলেন, পিতা ভ্রাতা মাতুল শ্বশুর শ্যালক প্রভৃতি পরস্পর যুদ্ধ মানসে সজ্জিত হইয়াছে; অচ্যুত! আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না, গাণ্ডীব আমার স্রংসিতেছে, ত্বক্ আমার পরিদহ্য হইতেছে, আমি জ্ঞাতিবিনাশ করিতে পারি না। † কৃষ্ণ, "কেহ কাহাকেও মারে না, আত্মা অবিনাশী, এ সকল জনাধিপ পূর্ব্বে ছিল না" এইরূপ অর্জ্জুনকে শান্তি বচনদ্বারা বুঝাইয়া যুদ্ধসম্মত করিলেন;—

* উঃ কি ধর্ম্মযুদ্ধ! † এই স্থলে গীতারম্ভ।

সিংহ যেমন মৃগদলে প্রবেশ করে, ভীম সিংহ তেমনি অরাতিগণে প্রবেশ করিলেন; অসমসাহসী সৃঞ্জয়েরা তীক্ষ্ণঅস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল; দুর্ম্মুখ দুঃসহ দুঃশাসন দুর্ম্মর্ষণ মহারথ বিকর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতু চেকিতান কাশীরাজ কুন্তীভোজ সকলেই যুদ্ধ সম্মুখ হইলেন; অভিমন্যু বৃহদ্বলকে আক্রমণ করিলেন; ভীমসেন দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিলেন; দুঃশাসন মহারথ নকুলকে আক্রমণ করিলেন, তিনি শাণিতবাণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; উত্তান তুমুল লেলিহান ভীষ্ম শরবর্ষণকালে দর্শন করিতে লাগিলেন, যেন কৃষ্ণ পাণ্ডবীয় সকল শরীরকে পশ্চাতে থাকিয়া রক্ষা করিতেছে; তিনি অমনি ভয় পাইলেন। পদাতিকেরা সঙ্গিনখাড়া নালীক লইয়া কি শোভায় গমন করিতে লাগিল। শতঘ্নীর ধোয়া সহস্র মাতঙ্গের ন্যায় ধাবমান হইল। অনেক চিত্রযোধী যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তুমুলসমরে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, সহোদর সহোদরকে, সখা সখাকে, চিনিতে পারে নাই, ক্ষণকাল মধ্যেই রণসাগরে সকলেই অবগাহন করিলেন; যোদ্ধৃগণ রথের উপরি বাণ বর্ষণ করিতে করিতে যেন নৃত্য করিতেছে, বোধ হইতে লাগিল। রণস্থল বনস্বরূপ হইল; তথায় যোদ্ধাদিগের গর্জ্জন সিংহ গর্জ্জন; নারাচ ভিন্দিপালাদি বৃক্ষ, সর্পবাণসকল সর্প, শোণিত প্রবাহ সরোবর, পতিত মুণ্ড সকল তালফল, শরনিকর দর্ভ, পতাকা সমূহ বৃক্ষপত্র, ইত্যাদি; আবার কুরুক্ষেত্র বোধ হইল যেন সাগর স্বরূপ;—সৈন্যগর্জ্জন যেন সাগর নাদ, দ্রোণ কর্ণগণ যেন নক্র কুম্ভীর, সমরস্রোতঃ যেন সাগর

স্রোতঃ,রাজাদিগের মুকুট যেন মণিমুক্তা, ভীষ্ম রূপ চন্দ্র যেন ঐ সাগর হইতে উত্থিত হইতেছেন। যেরূপ বর্ষাকালে ইন্দ্র বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ ভীষ্ম শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

আবার রণস্থলকে আকাশ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; রাজাদিগের ছিন্ন শিরোমুকুট নক্ষত্র মালা, পতাকা আকাশের শ্বেতাম্বু বাহত্বসম্পাদিনী, শোণিতনদী রক্ত মেঘ, গাণ্ডীব ইন্দ্র ধনু, গাণ্ডীবনাদ অশনিটঙ্কার, অর্জ্জুন সূর্য্য, ভীষ্ম ঐ আকাশে শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতেছে; পতিত নরমুণ্ডে রণস্থল পুরিয়া গেল, শ্যেন কাক কঙ্কাল সকল উড়িতে লাগিল। এই যুদ্ধে বিরাটপুত্র শ্বেত জীবন হারাইলেন; বিভাবরী উপস্থিত, ভাস্কর নিজ দেশে চলিলেন: কুরুক্ষেত্রপক্ষিসকল কোন্ রাজ্যে গমন করিল, তাহার স্থিরতা নাই! যোদ্ধৃবর্গেরা আজ যেন ভগবান্ ভাস্করকে রক্ত চন্দন অর্ঘ দিয়া বিদায় করিলেন; সকলেই অস্ত্র হস্তে দণ্ডায়মান; রথারূঢ়ভাবে সকলেই রহিল। শতঘ্নীর ধোঁয়া গগনমণ্ডলে উড্ডীন হওয়ায় রণস্থলী আরও ভীষণ হইল; গাঢ়তমস্বিনী কুরুক্ষেত্রে কালযামিনীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রভাতে ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্ম্মাণ পাণ্ডবেরা স্থির করিলেন, বিভাবরী অতীতা, ভাস্কর কিরণ-রূপ শরনিকর দ্বারা অন্ধকার দূর করত পাণ্ডবদিগকে যেন এই দ্যোতন করিতে লাগিল, তোমরা কুরুকুল অন্ধকার-গণকে এইরূপ দূর কর; ভাস্কর তেজস্বান হইয়া ক্রমশঃ উঠিতে লাগিলেন, যেন পশ্চিমদিগ্‌বাসী দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবপক্ষীয় হইয়া কিরণশর বর্ষণ করিতে লাগিল। পক্ষি-

কুল বেণুবাদ্য আরম্ভ করিলে নারদাদি মানস সরোবরে স্নান করিলেন;—বলিলেন জগতের যেন ভাল হয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ভগবান্ ভাস্কর দুর্য্যোধনের উপরি কিরণ-ক্ষেপ করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির স্নানাদি করিলেন, ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্ম্মাণ হইল। যোদ্ধৃবর্গ বর্ম্ম, শরাসন, তূণীর ধারণকরত সজ্জিত হইতে লাগিলেন। সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া অশ্বাতক বিকর্ণ কোশল সোমদত্ত অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মাপ্রভৃতি, মত্ত সিংহের ন্যায় সমরস্থলে আসিতে লাগিলেন কহিলেন; মহারাজ দুর্য্যোধন! সাহস ধর, কুরুসমরে আমরা তোমার জন্য জীবন সঁপিয়াছি; বাসুদেব লোমহর্ষণ দারুণ ভীষণ পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ করিলেন, কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শংখনাদ করি-লেন, গাণ্ডীবী দেবদত্ত শঙ্খনাদ করিলেন; সেই ঘোষ আকাশ-মণ্ডল বিদীর্ণ করত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের ভীষণ ভয়াবহ হইল; অর্জ্জুন ও ভীষ্মে সমর আরম্ভ; ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন; বাণে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, নক্ষত্রবেগে পড়িতে লাগিল, ইরম্মদবেগে যোদ্ধৃ সকল ছুটিতে লাগিল; পতাকাকুল আকাশমণ্ডলে ভীষণ পতপত শব্দ করিতে লাগিল, কৃষ্ণ রথরজ্জু ধারণ করিয়া যুদ্ধ দেখিতেছেন, তৃতীয় দিবসে কৌরবেরা গরুড়ব্যূহ ও পাণ্ডবেরা অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিলে, ঘোর ঘনঘটা সমনিকর মহাযুদ্ধ, প্রবল * বাতাবলি—

* কলিকাতার যুবক পাঠকবর্গ! এইস্থলে দীর্ঘ সমাস ঘটিত বাক্য প্রয়োগ না করিলে, যুদ্ধ বর্ণনার গাম্ভীর্য্য আসে না; সমরাদিবর্ণন স্থলে "বিনো-দিনীর চুল বিনন" গোচ নটীর বাক্য দেওয়া যায় না; অতএব আপনারা অসন্তোষ হন, আমি তাহাতে ভয় করি না। ছোট ছোট কথা বসাবার স্থল এ নয়। এইরূপ অপরত্র।

ক্ষোভগম্ভীর-গুণগুণায়মান-মেঘমেদুর ভীষণ শতঘ্নীশতনিনাদ; ভীষ্ম কহিলেন; অর্জ্জুন! আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি, এক কৃষ্ণ তোমার রথরজ্জু ধারণ করিয়াছেন, আমি দেখিতেছি, আর এক কৃষ্ণ তোমার সম্মুখে কুরুসেনার সহিত যুদ্ধ করিতেছে; এইরূপে নয় দিবস ঘোর রণ করিয়া ভীষ্ম দশম দিবসে দারুণ শর সংযোগ করিলেন, পাণ্ডবপক্ষীয় কলিঙ্গ, ইরাবাণপ্রভৃতি জীবণ হারাইয়াছে। অর্জ্জুন ভীষ্মকে সে দিবস যমমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃষ্ণের পরামর্শে শিখণ্ডীরূপ কালঘ্নীবান সমরে যোজনা করিলেন; শিখণ্ডী অর্জ্জুনের রথোপরি দাঁড়াইল; ভীষ্ম স্ত্রীপূর্ব্ব শিখণ্ডীকে দর্শন করিয়া নিরস্ত্র হইয়া অর্জ্জুন-শরবাগিত হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন; যুধিষ্ঠির আমি ধর্ম্ম না জানিয়া তোমার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলাম; অজাতশত্রো! সেই পাপে আজ আমার এই শরশয্যা হইল; ধর্ম্ম পুত্র! সতের পক্ষ না হইয়া আজ অসৎ দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়া দারুণ রণস্থলে জীবন হারাইতে হইল; ঐ দেখ প্রতিজ্ঞারূপকক্রিয়দেবতা আমাকে শর ধরিতে বারণ করিতেছে, আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে স্বয়ং ঈশ্বরও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন। অর্জ্জুনের শরে আমার প্রাণ গেল;—এই বলিয়া ভীষ্ম শরশয্যা করিলেন।

ভীষ্ম কাতর নয়নে একবার অর্জ্জুনের দিকে চাহিয়া আকাশমুখ হইলেন, যুধিষ্ঠির ব্যস্ত সমস্তে ভীষ্মের পাদদেশে গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! পাণ্ডববংশ যুধিষ্ঠির আজ সর্ব্বস্ব নাশ করিল, হায় বিধে! আমার প্রাণ কেন গেল না! কুরুকুলচূড়ামণি ভীষ্মকে কেন আজ সমর

শয্যায় দর্শন করি ;—অর্জ্জুন গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়া ভীষ্মকে কোলে করিলেন ; যুধিষ্ঠির কাঁদিতে লাগিলেন ;—সংগ্রামে দেবব্রত ভীষ্ম শরশয্যা করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভূমিতলে পড়িলেন, কাঁদিলেন ; যথা হায় দেবব্রত! ইন্দ্রের ভয়াবহ হইয়া তোমার কি এই পরিণাম। ত্রেতা-বতার ভৃগুরাম যাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন, সে তুমি কোথায়? রাজা ব্যাধবিদ্ধ সিংহের ন্যায় এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন. ভীষ্মের পতনে ভারতীসেনা নক্ষত্রহীন দ্যুলোকের ন্যায়, বাতশূন্য খমণ্ডলের ন্যায়, শস্যবিহীনা পৃথ্বীর ন্যায় বলহীন অসুরের ন্যায়, পতি-হীনা নারীর ন্যায়, শার্দ্দূলাক্রান্তা গাভীর ন্যায়, শুষ্কজলা নদীর ন্যায়, সিংহনিপাতিত ন্যায়, শোচনীয় বেশ ধারণ করিল। রণসাগরে কুরুতরসা নৌকা মগ্নপ্রায় হইলে গৃহী ব্যক্তি যেমন সাধু অতিথিকে, বিপন্ন ব্যক্তি যেমন মিত্রকে, রোগী যেমন ভিষককে স্মরণ করে, তেমনি দুর্য্যোধন কর্ণকে স্মরণ করিলেন ; কর্ণ উপস্থিত হইলে দুর্যোধন কহিতে লাগিলেন সখে! কুরুকুলের ভরসা তুমি অদ্য জগতে. ভীষ্মরূপ সিংহ কৌরব কানন ত্যাগ করিল। শিখণ্ডী রূপ ফাঁদে বদ্ধ হইয়াছেন, অতএব মদীয় গুরুভারা কৌরবসেনা তোমায় স্মরণ করিতেছে, তুমি এক্ষণে দীপ্য-মানশরজাল দ্বারা পাণ্ডব অনীকিনী আচ্ছন্ন কর। কর্ণ কহি-লেন, ক্রূর কর্ম্মা নীচ প্রকৃতি অর্জ্জুনের এই কলঙ্ক সাধুরা বিবেচনা করিবেন। অনন্তর কর্ণ ভীষ্মের সকাশে গমন করিয়া দেখিলেন, ভূতলে যেন ভাস্কর খসিয়া পড়িয়াছে, দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, ক্রূরকর্ম্মা পাণ্ডবেরা কি কৌশলে আজ পৃথিবীর রত্ন হরণ করিয়াছে! আমি যদি বীর হই ; আজ দিব্য কবচ, দিব্য শরাসন, তূণীর ধারণ করিয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া নিশ্চয়ই অগণ্য

পাণ্ডবসেনা বিনাশ করিব, আজ কিরীটীর কৌশল বুঝিব, আজ ভীমের গদার তেজ জানিব দেখুক, চন্দ্র সূর্য্য, কর্ণের এই প্রতিজ্ঞা, আজ সমরে অর্জ্জুন নাশ করিব, পুরনারী ও বালকগণের ক্রন্দন আমার আর সহ্য হয় না, রণক্ষেত্রযাত্রী কর্ণ এইরূপে দ্রোণকে সেনাপতি করিয়া সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন, লক্ষ লক্ষ বর্ষা চূড়ার ন্যায় কুরুক্ষেত্রে শোভা পাইতে লাগিল, অগণ্য রথ, পদাতিক, একত্রীভূত হইল। পতাকার পতপত শব্দে কর্ণ বধির করিতে লাগিল; অশ্বের চঞ্চলতা, করিদিগের কর্ণ চালন কুরুক্ষেত্রে অনেক সৈনিককে ত্র্যস্ত করিতে লাগিল।

জয়দ্রথ, কলিঙ্গ, বিকর্ণ, শকুনি, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, চিত্রসেন বিবিংশতি নানা প্রাসযোধী দ্রোণের অনুগমন করিলেন। কাম্বোজ, শক যবন, মদ্র, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, প্রতীচ্য, শূরসেন, মলদ, সৌবীর প্রভৃতি রাজগণ সমরস্থলে গমন করিলেন, কর্ণের সিংহ লাঞ্ছন মহাকেতু আকাশ মণ্ডলে প্রকাশ পাইল। * সাজিল কুরুবৃন্দ বীরমদে মাতি দেব দৈত্য নরত্রাস। বাহিরিল বেগে গিরিপুঞ্জ সম বারণ, সজ্জিত বক্রগ্রীব বাজি রাজী, রোষে মুখস চিবাইয়া, অশনি বেগে স্বর্ণচূড় রথ বিভায়, দশ দিশ পূরিয়া ধাইল। পদাতিকব্রজ কনকশিরস্কশিরে, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য, ভাস্বর পিধানে অসি-বর লইয়া কাতারে কাতারে গমন করিতে টলিল কুরুক্ষেত্র বীর পদভরে; কর্ণ যেন দ্বিতীয় সূর্য্য কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন পাণ্ডবপক্ষীয় কেকয়গণ ভীমসেন, অভি-মন্যু, ঘটোৎকচ, নকুল, সহদেব, বিরাট দ্রুপদ শিখণ্ডী দ্রৌপদীতনয়গণ ধৃষ্টকেতু, সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু প্রভৃতি যোদ্ধৃবর্গ আকাশমুখ হইয়া রণস্থলে দাঁড়াইলেন। শতসূর্য্য যেন রণস্থলে জ্বলিল, রণোদ্গমের বৃহদ্ঢক্কা নাদিত হইল। রণবাদ্য বাজিতেছে; কর্ণ সমরে নামিলেন,

* A prosaic Mycalism, without it the description would be spoiled.

এদিকে দেখিতে দেখিতে অর্জ্জুন, ত্বরিতবাসুদেবনুদ্যমান-ব্যাবল্গৎ প্রজবন বাজিনা রথেন যেন নৃত্য করিতে করিতে রণস্থলে প্রবেশ করিলেন, তিনি গাণ্ডীব আকর্ষণ করিলেন, ক্বণৎকনককাঙ্কিণী ঝণঝণায়িত স্যন্দন কি শোভাই ধারণ করিল। ইরম্মদ বেগে তীর তারা ছুটিতে লাগিল। শতঘ্নী নালীক প্রভৃতির ভীষণ নাদে কর্ণ বধির হইয়া গেল। সকলেই রণসাগরে মত্ত; ঝণঝণায়িতকঙ্কণকণিতকিঙ্কিণীক ধনুর্গুণটঙ্কার কৃতকরাল কোলাহল শতঘ্নী শতনিনাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া স্থলীকে ভীষণ করিল। রণস্থল গ্রীষ্ম কালের আকাশের ন্যায় হইল, তথায় শরবর্ষণ সূর্য্যকিরণ, অগ্নিবাণ বহ্নি, রুধির স্রোত সরিৎ, শূন্য দেশ যোদ্ধাদিগের ক্রীড়াভূমি, কর্ণ স্বয়ং সূর্য্য, ইত্যবসরে এক সৈনিক ভীমের পশ্চাদ্দেশ খড়্গাঘাতে ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। আবার যেন বোধ হইল, কুরুক্ষেত্র প্রলয় কালের ন্যায়, অনবরত নিগুঞ্জৎকোটিকার্ম্মুকশর-বর্ষণ বারি, সমরনিনাদ অশনি, রণঝটিকা প্রলয়বাত, ইত্যাদি বোধ হইতে লাগিল। যোদ্ধাগণ রণদেবের পূজা করিতেছে, ইহারই জন্য যেন পতাকা উড্ডীনা করা হইয়াছে, শঙ্খনাদ হইতেছে, ও জয়পটহ বাজিতেছে, ভগদত্ত সুধন্বা প্রভৃতি শমন ভবনে গমন করিয়াছেন, সপ্তরথীতে দারুণ চক্রব্যূহ প্রস্তুত করিয়াছে, অর্জ্জুন এ দিকে সংসপ্তকগণের যুদ্ধে গমন করিয়াছেন, দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ করিয়াছেন শুনিয়া যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই ভীষণ ভয় পাইল; পাণ্ডবকুল-চূড়ামণিদিগকে ভয়কাতর দর্শন করিয়া, পাণ্ডবকুলহর্ষ্যক অভিমন্যু কহিতে লাগিলেন, পাণ্ডব বীরগণ! ভয় করিবেন না, আজ যদি আমি সপ্তরথীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্রোণ কর্ণকে হনন না করিতে পারি, তবে আমি সমরে আত্মহত্যা করিব। আজ যদি আমি সমরে কুরুকুল দিগকে নাশ না

করিতে পারি, তবে অর্জ্জুনের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিব না। আজ যদি আমি কুরুপাংশুল দিগকে লজ্জা দিতে না পারি, তবে আমি আর আপনাদের চরণ স্পর্শ করিব না, আজ যদি আমি অধার্ম্মিক নীচ প্রকৃতি দুর্য্যোধনকে না বশ করি আমি বহ্নি প্রবেশ করিব। আজ আমি সপ্তরথীর ব্যূহে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় প্রবেশ করিব; আজ আমি কুরুকুল নাশ করিব; এই বলিয়া রথীন্দর্ষভ অভিমন্যু বীরবেশে সাজিয়া তারকাসুরকে নাশ করিতে হৈমবতীসুত যথা, সপ্তরথীর যুদ্ধে গমন করিলেন. দেখিলেন চতুর্দ্দিকে অযুত কুরুসৈন্য, ব্যূহের চারি দিকে সপ্তরথী ভীষণ বেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; কহিলেন দেখুক চন্দ্রসূর্য্য, দেখুক নক্ষত্রগণ আজ, আজ আমি সপ্তরথীর যুদ্ধে প্রবেশ করিতেছি, দেখুক দ্রোণ কর্ণ আমার বীরত্ব, আজ আমি দ্রোণ কর্ণ কাহাকেও ভয় করিব না, অর্জ্জুন আমার পিতা, মধুসূদন আমার মাতুল, আজ একাকী আমি কুরুকুল নাশ করিব, দেখুক চন্দ্র সূর্য্য;—এই বলিয়া অভিমন্যু ব্যূহ প্রবেশ করিলেন। দিক শরগণে সমাচ্ছন্ন করিল। বালক, অসীম সাহস, প্রবেশ করিতে শিখিয়া ছিলেন; কিন্তু বাহিরাতে শিখে নাই; দ্রোণ কর্ণের শরে অমনি ভূমিশায়ী হইলেন তাদের কাছে ইহার শর কহিলেন, বীরকুলগ্লানি অসতীনন্দন তোরা, ধিক ধিক্ তোদিগকে. বালক আমি, আমাকে বধিয়া এত উল্লাস, অর্জ্জুন নন্দন আমি, না ডরি শমনে. কিন্তু মরিনু যে তোদের অস্ত্রাঘাতে এই দুঃখ রহিল মম চির এই হৃদে। কি পাপে বিধাতা দিলেন এতাপ দাসে জানি না; এবার্ত্তা পাইবেন যবে পিতা, জানি না কে রাখিবে এই দুষ্ট জয়দ্রথে, মম হত্যার মূল কারণ, বিঘ্নদায়ী;—জলধির অতল সলিলে ডুবিস্ যদি তুই পামর! পশিবে সে দেশে, গাণ্ডীবধম্বা বাড়বাগ্নি সম তেজে, দাবাগ্নি সদৃশ তোরে দহিবে এই কুরুক্ষেত্রে

রোষে, এতেক কহিয়া বিষাদে সুমতি মাতৃ পিতৃ পাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে; অধীর হইলা বীর ভাবি জননীরে, লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা আর্দ্রিল মহীরে;—পাণ্ডবপ্রভাতকুসুম গেল শুখাইরে। পাণ্ডব শিবির পানে চাহিয়া রহিলা; মুখে কিঞ্চিন্মাত্র নাই ভয়, নিকুম্ভিলা যজ্ঞগৃহে যথা ইন্দ্রজিৎ পতিত লক্ষ্মণের শরে।——অর্জ্জুন আসিয়া প্রিয়পুত্রকে বাহুবল্লী দ্বারা জাগাইবে, কোন মাত্র ভয় নাই। প্রণমি চরণাম্বুজে সপ্তরথী বীর নিবেদিলা করপুটে দুর্য্যোধনে ও পদ প্রসাদে গতজীব আজ অভিমন্যু, শক্রজিত, ভীষ্মনাশীর পুত্র, কপট যুদ্ধে, কুরুবংশ অবতংশ দুর্য্যোধন জয়ী আজ এ রণে, ধন্য বীরকুলে তুমি, গান্ধারী জননী ধন্যা, কুরুকুলনিধি ধন্য পিতা ধৃতরাষ্ট্র জন্মদাতা তব। কুরুকুলশোভা অভিমন্যুর নিধনবার্ত্তা শুনিয়া যুধিষ্ঠির ধরাশায়ী হইলেন, কহিলেন; বৎস অভিমন্যো! তোর জন্য কি কুরুসমর হইয়াছিল! হায়! কেন আমার প্রাণ গেল না। হায়! এ দারুণ শেল ভিন্ন অন্য শর কেন সপ্তরথী আমায় মারিল না, অভিমন্যো!—শিবিরে মহান ক্রন্দন উপস্থিত হইল।——

সিংহ যেরূপ মৃগহনন করিয়া সূর্য্যাস্তের সময় গুহায় প্রতিগমন করে, তেমনি অর্জ্জুন সংসপ্তকগণকে বধ করিয়া সায়ংকালে শিবিরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, দেখিলেন সকলেই বিষণ্ণ; অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "শিবিরে আজ সকলেই বিষণ্ণ কেন? সংসপ্তকগণ বধকালে প্রাণটা আমার কেমন মুচড়ে উঠেছিল; কই কিছুইত অমঙ্গল হয় নাই; সকলকেই দেখিতেছি, প্রাণের অভিমন্যু আমার কোথায়? দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ করিয়াছিলেন, অভিমন্যু তাহাতেত প্রবেশ করে নাই; প্রবেশ করিতে কেমন ধারা হয় শিখাইয়া ছিলাম, বহির্গমনের উপায় শিখাই নাই;

সকলে কাঁদিয়া ফেলিলেন;—"অভিমন্যু কি সেই ব্যূহে প্রবেশ করিয়াছিল?—কোন্ দুষ্ট রথী আজ আমার প্রাণতুল্য অভিমন্যুকে বধ করিল? ভদ্রার হৃদয়নন্দন অভিমন্যুকে আজ কে নষ্ট করিল?"—এই বলিয়া অর্জ্জুন নশ্বর শরাহত কেশরীর ন্যায় ভূমিতলে অচেতন হইয়া পড়িলেন।

চেতন পাইয়া সমস্ত শুনিলেন এবং জয়দ্রথের বিঘ্ন প্রদানে অভিমন্যু কেবল জীবন হারাইয়াছে, জানিয়া কহিলেন, কাল যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আমি জয়দ্রথকে বধ না করিতে পারি, যে ব্যক্তি আমার, মৃদুকুঞ্চিত কেশান্ত পুত্র অভিমন্যুকে বধ করিয়াছে, তাহা হইলে আমি বহ্নি প্রবেশ করিব আমি এই সত্য শপথে প্রতিজ্ঞা করিতেছি. কাল যদি আমি জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারি, তবে ব্রহ্মহত্যার যে পাতক সেই পাতক যেন আমার হয়, ব্যভিচারগমনের যে পাতক সেই পাতক যেন আমার হয়, তৃষিত ব্যক্তিকে জল না দেওয়ায় যে পাতক সেই পাতক যেন আমার হয়, গুরুহত্যা করিয়া যে লোক প্রাপ্ত হয়, সেই লোকে যেন আমি গমন করি;—কাল আমি অজয়দ্রথা পৃথ্বী বা অনর্জ্জুনা পৃথ্বী করিব, জয়দ্রথ আমার পুত্রের বিনাশের কারণ হইয়াছে, কাল আমি জয়দ্রথকে শমনসদনে পাঠাইব। দেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ নর কেহ আমাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তখন বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা বৎস অভিমন্যো! তুমি সমরস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কর নাই, ইহা আমার পুত্রের সমুচিত হইয়াছে; কিন্তু তোমার আমি কি করে সমরস্থলে বিবর্ণ মৃদুকুঞ্চিত-কেশান্ত মুখকমল দর্শন করিব, শিবাগণ হাত তোমার টানিতেছে, গৃধ্রগণ তোমার চক্ষু খাইতেছে, কেমন করে দেখিব এই বলিয়া তিনি যথায় অভিমন্যু পতিত তথায় গমন করিলেন; রণস্থলে পশিয়া অর্জ্জুন কহিলেন সজলনয়নে, সুপট্ট শয়নশায়ী তুমি বৎস, কি

বিষাদে এবে তবে পড়ি ভূমি তলে? কি কহিবেন ভদ্রা তব জননী যদি আসেন এখানে;—মাতুল গোবিন্দ,শরদিন্দু নিভাননা উত্তরা রূপসী,সুরবালা গ্লানি পায় যাহার কাছে? কি কহিবে কুন্তী আজ বৃদ্ধা পিতামহী? কি কহিবে ধর্ম্মরাজ ভরতচূড়ামণি! উঠ বৎস! পিতা তোমার আমি অর্জ্জুন গাণ্ডীবী, কাঁদিছে এই ভগ্ন হৃদয়ে, অভগ্ন যাহা পশুপতির শরে। হে কুরুকুল গর্ব্ব! প্রভাতে কি কভু অস্ত যায় দিনমণি? বজ্র কি লুকায় কখন পাংশুলে? কেন না শুনিছ বচন মোর জীবন আমার! ঐ শোন নাদে শৃঙ্গনাদী সাজে পাণ্ডু অনীকিনী,সম্মুখে অরি, উঠ অরিন্দম! সাহায্য কর আমায়, এ বিপুল কুলমান রাখ এ সময়ে।——এরূপে অর্জ্জুন বিলাপিয়া রণস্থলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এ দিকে বাজিছে মঙ্গলবাদ্য দুর্যোধন শিবিরে;—শুনিলা রথী বাদিত্র ধ্বনি;—ভীমাদি ফিরাইলা পাণ্ডবে শিবিরে;—

সিন্ধুপতি জয়দ্রথ অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া দারুণ ভীত হইলেন তিনি কহিলেন, আমি স্বদেশে পলায়ন করি। কুরুরাজ সর্ব্বশরীর আমার কাঁপিতেছে, দেব গন্ধর্ব্ব অসুর ভুজঙ্গ কেহই অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে পারিবে না। অতএব মহারাজ! আপনাদিগের কুশল হউক, আমি নিজ দেশে গমন করিব। জয়দ্রথের এই কথা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন বলেন কি মহারাজ! সামান্য অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আপনি যে বজ্রাহত পথিকের ন্যায় হইলেন! আমি কর্ণ দুঃশাসন তোমায় রক্ষা করিব। রণস্থলে ভঙ্গ দেওয়া কি বীরপুরুষের কর্ম্ম? দ্রোণ কহিলেন, ভয় কি জয়দ্রথ! আমি কাল এক বিচিত্র ব্যূহ করিয়া তোমায় রক্ষা করিব। সে ব্যূহ আমার ঈশ্বর ভিন্ন সুরনরদেবগন্ধর্ব্ব কেহ ভেদ করিতে পারিবে না।

অস্তে গেলা দিনমণি আইলা গোধূলি, একটী রতন

ভালে ; মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা নলিনী ; কূজনি পাখী পালিলা কুলায় ; কুরুক্ষেত্রে ঝিম্ ঝিম্ ঝম্ ঝম্ নিক্কণে জাগিছে যামিনী। অশ্বের খট্ খট্, মাতঙ্গের কর্ণাস্ফোটন কুরুক্ষেত্রে শোনা যাইতে লাগিল। সভা কিন্তু এ দিকে বিষণ্ণ, কি রূপে আত্মজ অর্জ্জুন কাল সম্মুখে নাশিবে ;—সামে শচী পুলোম নন্দিনী, উর্ব্বসী, রম্ভা, সুচারুহাসিনী চিত্রলেখা সুকেশিনী মিশ্রকেশী বিরাজে চারি দিকে ;—কহিতে লাগিল ; সুরেশ ! কি দোষে আজ দোষী আমরা যে আপনার কথা নাই শ্রীমুখে।——

এ দিকে অর্জ্জুনের হঠাৎ এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবেরা অধিকতর ম্রিয়মাণ হইলেন। কৃষ্ণ বিশেষ ভাবান্বিত হইলেন। দারুক সকাশে তিনি কহিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন আমায় জিজ্ঞাসা না করে, দারুণ প্রতিজ্ঞা করেছে ! উপস্থিত এই বিষম প্রতিজ্ঞা হইতে অর্জ্জুন কি রূপে মুক্ত হইবে ? আমি বড়ই ভাবাতুর হইলাম। অর্জ্জুনের নিকট গমন করিয়া কহিলেন ; সখে ! হঠাৎ এ প্রতিজ্ঞা ভাল হয় নাই। কালকের কুরুক্ষেত্র ভাবনায় আমি কাতর হইয়াছি ; অর্জ্জুন কহিলেন, সখে ! দেখিতেছ কি, রণক্ষেত্র আমার শয্যা, মৃত্যুকে কি আমি ভয় করি ? অভিমন্যুর শোক কাল বিস্মরণ হইব ; কাল যদি জয়দ্রথকে বধ না করিতে পারি, চন্দ্র সূর্য্য আর আমি দেখিব না, আর পৃথিবীতে থাকিব না। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের দারুণ প্রতিজ্ঞা ও আক্রোশ শ্রবণ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন, বড়ই ভাবাতুর, পাণ্ডবগণের সে রাত্রি নিদ্রা হইল না ; কহিলেন, দারুক। কাল কি আমি সায়ংসন্ধ্যা করিব ? অর্জ্জুন বহ্নি প্রবেশ করিলে, আমিও ত বন্ধুশোকে বহ্নি প্রবেশ করিব না ; যাহা হউক কাল যদি তেমন তেমন বুঝি, পাণ্ডব জন্য আমি কাল অস্ত্র ধারণ করিব,—আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে।

অর্জ্জুন স্বপ্নযোগে পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন।

প্রভাত হইল বিভাবরী, জয় পাণ্ডব নাদে নাদিল কটক ঠাট, শ্বেতবসনপরিধায়ী স্নাপকগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্নান করাইল। পাণিস্বনক, মাগধেরা সুস্বরে গান গাইতে লাগিল। ভেরী, পণব, শঙ্খ ও দুন্দুভিনাদে দিক পূরিয়া গেল। যুধিষ্ঠির স্তোত্র পাঠ করিলেন ;——

অর্জ্জুন বিদায় লইতে যুধিষ্ঠির সকাশে গমন করিলেন ; কৃষ্ণও সমভিব্যাহারে চলিল। কৃষ্ণ প্রণাম করিয়া কহিলেন, রাজন! অর্জ্জুনকে আজ আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সমরজয়ী হয়। যুধিষ্ঠির কহিলেন ; কৃষ্ণ করিস কি ভাই! আমাকে তোর প্রণাম কি! অসিত দেবল, তোকে ব্রহ্মলোকে দেখে ;—ভাই! আমার আশীর্ব্বাদ কি লাগিবে ; আজ তোর হস্তে অর্জ্জুনকে সপিলাম, দেখিস্ যেন তোর সমক্ষে আজ পুত্রশোকাতুর অর্জ্জুন শোকানলে প্রতিজ্ঞানলে জীবন ত্যজে না। বৎস! পাণ্ডবের সর্ব্ব ভরসা তুমি, অধিক কি বলিব,—আজ তুমি অর্জ্জুনের সর্ব্ব মাঙ্গল্য। অনন্তর কৃষ্ণ প্রণাম করতঃ সমরাভিমুখী হইলেন ; কপিধ্বজা উড়িল। অর্জ্জুন গাণ্ডীব হস্তে লইলেন। সজ্জিত যোদ্ধারা সমরে অগ্রসর হইল। কলস্বকুল আকাশমার্গে উঠিল ; ভীমসেন, উত্তমৌজা, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সঙ্গে চলিল ; রথের পুরোভাগে কৃষ্ণ রজ্জুধারণ করিয়া রথ চালাইতেছে। দ্রোণাচার্য্য শকটচক্র ব্যূহ সৃজন করিয়াছেন ;—অর্জ্জুন দেখিলেন, অদূরে আচার্য্য শরাসন হস্তে দণ্ডায়মান ; আটটা লাল অশ্ব তাঁহার রথ টানিতেছে, মাথায় তাঁহার উষ্ণীষ। কৃষ্ণ কহিলেন, পাণ্ডব! গুরু দ্বারদেশে, ইঁহাকে সন্তোষ না করিতে পারিলে, তোমার মঙ্গল নাই ; অতএব নিকটে যাইয়া উঁহাকে প্রণাম কর।

অর্জ্জুন তথাবৎ করিলে, দ্রোণ কহিলেন বৎস! যুদ্ধ ভিন্ন আমি দ্বার ছাড়িব না। তখন কৃষ্ণ কহিলেন,

আচার্য্য বলেন কি ? শিষ্য তোমার অর্জ্জুন, পুত্র শোকে মনের জ্বালা নিবাইতে তোমার প্রসাদে আজ সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছে। কোথায় তুমি আজ উহাকে সাহস দিবে, না পুত্রের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতেছেন ! সাধুলোকে আপনাকে কি বলিবে ? পাপ কুরুকুলের জন্য আপনার এত স্নেহ, আচার্য্য ! "অর্জ্জুন তুল্য আমার শিষ্য নাই। অর্জ্জুন আমার প্রাণস্বরূপ," এ সকল কথা কি আপনি ভুলিয়া গেলেন ? অর্জ্জুনের জন্য আপনি কি না করিয়াছেন ? মহাবীর একলব্যের অঙ্গুলি কাটিয়া লইয়াছেন ; আপনার প্রসাদে পিণাকপাণি পর্য্যন্ত অর্জ্জুনকে স্নেহ করিয়াছেন ; সুররাজ ইন্দ্র দেব অস্ত্র সকল দিয়াছেন, ছি! আচার্য্য! করেন কি ? এখন পথ দিন ; প্রাণের অর্জ্জুন আপনার, ভবদীয় রূপ দর্শন করিয়া জয়দ্রথের শিরশ্ছেদন করুক।---দ্রোণ যুদ্ধ ভিন্ন দ্বার ছাড়িলেন না। অনন্তর অর্জ্জুন কৃষ্ণের প্রসাদে অর্জ্জুনস্নেহপ্রবণ দ্রোণকে পরাজয় করিয়া ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ; দেখিলেন অযুত সৈন্য লাল উষ্ণীষ ধারণ করিয়া যেন জবা বিকসিত মুখে শোভা পাই-তেছে। তীর, তোমর, বর্শা, বন্দুক প্রভৃতি অগণ্য প্রকাশ পাইতেছে ; লক্ষ লক্ষ যোদ্ধার, অশ্বপৃষ্ঠে ভিন্দিপাল বিরাজ করিতেছে ; পতাকা পতপত করিতেছে ; অর্জ্জুন শরজালে দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন ; জ্যাজিহ্বয়া বেষ্টিতোৎকোটিদংষ্ট্র মুখশালি ঘোর-ঘন-ঘর্ঘর-ঘোষ গাণ্ডীব যেন কৃতান্তের মুখের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ; অন্ধকার হইয়া গেল, অগ্নিকণা যেন ঘোরা যামিনীতে নক্ষত্রবৎ পড়িতে লাগিল। শতঘ্নীর(কামান) ঘোর নিনাদ নালীকের (বন্দুক) শব্দ গাণ্ডী-বের টঙ্কার স্থলীকে ভীষণ করিল ;—অর্জ্জুন দেব অস্ত্র সকল ত্যাগ করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন তৎ-প্রেরিত দেব-অস্ত্র-রূপ-বাহনে অষ্টদিক্‌পাল সকল কুরু-ক্ষেত্রে উড়িয়া যাইতেছে। সৈন্যদিগের আবর্ত্তনে বোধ

হইতে লাগিল যেন কুরুক্ষেত্রে সৌর জগৎ ঘুরিতেছে, তথায় কর্ণাদি যোদ্ধাদিগের রথ সৌররথ, কর্ণাদি বীরের চক্র ঐ রথের কালচক্র, জয় পরাজয় ঐ রথের নেমি। যুধিষ্ঠির-রূপ-সূর্য্য স্থিরভাবে আছেন। দুর্য্যোধনাদি গ্রহ সকল ঐ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। অর্জ্জুন ঊর্দ্ধ-পথে চাহিলেন; সমর বর্ষাকালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল; তথায় শরবর্ষণ ধারা, গাণ্ডীব ইন্দ্রধনু, শতঘ্নীনাদ মেঘ গর্জ্জন, ধোঁয়া বাষ্প, অস্ত্রের দীপ্তি বিদ্যুৎ; আবার কুরুক্ষেত্রকে বন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; তথায় রথ-চূড়া সকল বৃক্ষ, দ্রোণাদি সিংহস্বরূপ, রথাদি উন্নত ভূমি, ধোঁয়া বনের নীলিমা, ধ্বজার কপি বানর, অগ্নিস্ফ লিঙ্গ সকল রক্তপক্ষী, সৈন্যনাদ সিংহ গর্জ্জন, নারাচবিদ্ধ-ললাট অশ্বত্থামাদি খড়্গী;—এ দিকে বর্ষাকাল ওদিকে বন, ইহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন তৃপ্ত হুতাশন আবার অর্জ্জুনের আশ্রয়ে,ঐ ইন্দ্র বর্ষণ বিপক্ষে সমরানলরূপে কুরু-ক্ষেত্র রূপ খাণ্ডব বন দাহ করিতেছে; শ্যেন, কাক, কাকোল, গৃধ্র সব উড়িতে লাগিল; শতঘ্নীর ধোঁয়া আকাশে ঘন উড়িতেছে, তন্মধ্যে অস্ত্রের দীপ্তি, ইহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন ধূমাকালী ভীমা অসি করে কুরুসৈন্য নাশ করিতেছে;—যেন ভীষণ সমরে রণদেব ঊর্দ্ধদেশে বসিয়া সমর দেখিতেছেন। দেবতারা আকাশে দাঁড়িয়ে গেল। সেনা সকল ঊর্দ্ধদিকে কাতারে কাতারে গমন করিতে লাগিল,—যেন জয়ী সেনারা হিমালয়ে গমন করিতেছে। ছিন্ন পতাকা সকল উড়িয়া যাইতেছে; ইহাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন শ্বেত পায়রা সকল জয়দ্রথ বধ মহা-সমরের সমাচার লইয়া দুর্য্যোধন শিবিরে যাইতেছে; জয়দ্রথবধকালে কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন কয়েকটী গঙ্গা কাটিলেন, ঐ গঙ্গা রুধিরজলে পরিপ্লুতা হইয়া রণক্ষেত্র ভাসাইতে লাগিল; গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, এ গঙ্গা কৃষ্ণপাদোদ্ভবা

অর্থাৎ রথরজ্জুধারণকারী কৃষ্ণের পদতল হইতে বহির্গতা হইতেছেন; ও গঙ্গায় স্নান করিয়া লোক সকল সকায় বৈকুণ্ঠে যায়, এ গঙ্গায় স্নান করিয়া যোদ্ধৃবর্গ স্বশরীরে স্বর্গে যাইতেছে; ছিন্ন উষ্ণীষ সকল যেন এই গঙ্গায় কমল ভাসিয়া যাইতে লাগিল; অর্জ্জুন চতুর্ব্বিংশতি ক্রোশব্যাপী শকট চক্রব্যূহ*ভেদ করিয়া শ্রুতায়ুধ সুদক্ষিণ অম্বোষ্ঠ ভূরিশ্রবা প্রভৃতি যোদ্ধৃগণকে নাশ করিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অর্জ্জুন কহিলেন, আজ দেখুক চন্দ্রসূর্য্য, আজ দেখুক নক্ষত্রগণ, আমি এই জয়দ্রথকে বধ করি, কৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দ্বারা দিবাকরকে ঢাকিলেন;—অর্জ্জুন কৃষ্ণের কৃপায় দিনকে রাত করিয়া জয়দ্রথের মাথা কাটিলেন;—কাটামুণ্ড স্যমন্তকপঞ্চক তীর্থে জয়দ্রথের পিতার হস্তে পড়িল;—সূচীব্যূহে ছিন্নমুণ্ড জয়দ্রথ ছিন্নমস্তার ন্যায় রক্ত উদ্গার করিতে লাগিল; কৃতবর্ম্মা যিনি ঐ ব্যূহ রক্ষা করিতেছিলেন, তিনি পলায়ন করিলেন। কাম্বোজ, দুর্য্যোধন ও কর্ণ সকলে রণে ভঙ্গ দিলেন।—

দ্রোণাচার্য্য অপ্রধৃষ্য ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তাঁহার বাণে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। পাণ্ডবসেনা অগণ্য তিনি পাতিত করিলেন। কৃষ্ণ দেখিলেন, দ্রোণ যদি এইরূপে অর্দ্ধ দিবস যুদ্ধ করে, তাহা হইলে আর পাণ্ডুকুলের উদ্ধার নাই; চিন্তিত মনে কহিলেন, প্রাণের অর্জ্জুন! ভাই ভীম!—দেখিতেছ কি? আচার্য্য কাল সমর আরম্ভ করিয়াছেন; এরূপ অর্দ্ধ দিবস যুদ্ধ করিলে কাহারও বাঁচন নাই। অতএব চল আজ ত শত্রু যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করি; যুধিষ্ঠির দ্রোণের শরজাল দর্শন করিয়া ভীত মনে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় কৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডুবংশ ত যায়!—কিন্তু আমি থাকিতে পাণ্ডব বিনাশ করিতে দিব না; রাজন! আপনাকে একটী উপায় করিতে হইবে; দ্রোণ, পুত্র অশ্বত্থামা—গতজীবন, 'অশ্বত্থামা হত' এই কথা বলিয়া পাণ্ডবদিগকে

* কুরুক্ষেত্রে যেরূপ ব্যূহসজ্জা এরূপ আর ইতিহাসে পাঠ করা যায় নাই।

আপনি জীবন দিন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৃষ্ণ! তাত আমি পারিব না, আজ এমন দারুণ মিথ্যা কিরূপে বলিব, বৎস! আমার জীবনে আমি মিথ্যা বলি নাই; আজ কি করে বলিব? কৃষ্ণ কহিলেন নইলে সব ত যায়, তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস! নিয়তি যাহা আছে, তাহাই হইবে। কিন্তু আমি সত্যের অপমান করিয়া পৃথিবীর সাম্রাজ্য চাই না। আমি ভিক্ষুক বেশে সত্য লইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিব সেও ভাল; তথাচ সত্যের অপমান করিতে পারি না। যুধিষ্ঠির মলিন মুখে অধোবদন হইয়া বসিলে, পাণ্ডবেরা দারুণ ভৎসনা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ চক্রে যুধিষ্ঠিররূপ তূণীর হইতে "অশ্বত্থামা হত" এই অগ্রভাগ "ইতি গজ" এই পশ্চাদ্‌ভাগে সংযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্র বহির্গত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নরূপ ধনুকে যোজনা করতঃ চক্রী, দ্রোণাচার্য্যের প্রাণ সংহার করিলেন।

পাণ্ডববিজয় লক্ষ্মী কর্ণ ও শল্যকে রণস্থলে শয়ান করিলেন;— *

দুর্য্যোধন দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশ করিলে, কুন্তীতনয় ভীম সলিলমধ্যস্থিত রাজা দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, কুলাধম! স্বপক্ষ সমস্ত নাশ করিয়া নিজপ্রাণরক্ষার্থ এখন তুমি হ্রদে প্রবেশ করিয়াছ, তোমার লজ্জা বোধ হয় না? তোমার সে দর্প ও অভিমান কোথায় গেল? তোমার পারিষদেরা কোথায়? রে পাংশুল! পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ এখন মনে কর; আমাকে বিষখাওয়ান, বারণাবতে জতুগৃহ সব মনে কর্। আজ তুই বাহির হ, আমি এই গদা দ্বারা তোর ঊরু ভাঙ্গিব,

* দ্রোণ ৫ দিবস, কর্ণ ২ দিবস, শল্য ১ দিবস মাত্র যুদ্ধ করেন;— অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ ব্যাস অতি সূক্ষ্মরূপে পৃথক্ সাজিয়ে গিয়াছেন, কিন্তু সে পাঠক এখন নাই, আর বাঙ্গালাতেও সে ভাব এখন অবতরণ করে নাই, অতএব সেই পাণ্ডব, সেই কুরুগণ, সেই অস্ত্র ইত্যাদি এই "ঘ্যানন ঘ্যানন" নিবারণার্থ আমি উপসংহার করিলাম।

কুলদেবতা আজ প্রসন্ন হইয়াছেন; "সূচিকাগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না" আর উল্লুক আয়! এই বলিয়া ভীম যখন তীক্ষ্ণ রোষে ভ্রুকুটী লাল করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তখন দুর্য্যোধন কহিতে লাগিলেন; দ্বিতীয় পাণ্ডব! আমি ভয়ে জলপ্রবেশ করি নাই; সৈন্য সামন্ত একাদশ অক্ষৌহিণী আমার বিনষ্ট হইয়াছে; আমি বিশ্রামার্থ জলপ্রবেশ করিয়াছি। আমি শীঘ্রই তোমার সহিত সমর করিতেছি; এই বলিয়া দুর্য্যোধন জল হইতে উঠিয়া ভীমের সহিত সমরে নামিলেন। অবশেষে দারুণ গদাযুদ্ধে ভগ্নোরু হইয়া রণস্থলে ধরাশায়ী হইলেন।

ভীমের প্রহারে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র কাঁদিতে লাগিলেন যথা;——নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা সঞ্জয়, কুরুকুল যার ভুজবলে সাহসী, সে ধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধনে ভীম বিবাসিত বধিল সম্মুখ রণে;—"হা পুত্র! দুর্য্যোধন! শেষ তোমার এই পরিণাম! কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে, কি পাপ দেখিয়া মোর রে দারুণ বিধি! হরিলি এ ধন তুই। হায় রে সহি কেমনে এ যাতনা আমি, কে আর রাখিবে কুরুকুলের মান, এ কাল ভবে। বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে, একে একে কাঠুরিয়া কাটি, শেষে নাশে বৃক্ষ, তেমতি এ দুরন্ত রিপু, নির্ম্মূল করিল আমারে।—হায়! তা না হলে মরিত কি কভু বসু সম বিশ্বজিৎ ভীষ্ম কৌশলে আমার দোষে, মরিত কি কভু দ্রোণ "অশ্বত্থামা হত গজ" এই বাক্য-বাণে;— কর্ণ দুঃশাসনাদি! হায় পাঞ্চালী! কি কুক্ষণে বসন টানিলা তোর সভাস্থলে দুষ্ট দুঃশাসন, তাই তুই কাল ভুজঙ্গীরূপে দংশিয়াছিস্ মম কুরুকুলে, গতজীব আজ তাই কৌরবেন্দ্র রণে; হায়! ইচ্ছা করে এ শ্মশান ছাড়ি নিবিড় কাননে পশি জুড়াই মনের জ্বালা বিরলে।

অশ্বত্থামা পিতৃবধ প্রতিহিংসায় গভীর যামিনীতে ব্রহ্মাস্ত্র

দ্বারা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের জীবন লইয়া পাণ্ডবহৃদয় ভূধরকে বিদীর্ণ করিলেন। পাণ্ডবেরা হাহাকার করিয়া বিনা অস্ত্রে যেন জীবন ত্যাগ করিল; মুক্তকেশী দ্রৌপদী রণস্থলে ধূলি ধূসরিতা ভ্রমণ করিতে লাগিল।

কুরুক্ষেত্র সমর শেষ হইলে, শোকাকুলা গান্ধারী কৃষ্ণকে * কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ! তোরই চক্রে এই সব হইয়াছে;—যখন শুনিলাম কৃষ্ণ! জতুগৃহ দাহ হইতে পাণ্ডবেরা মুক্তি পাইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই, যখন শুনিলাম অর্জ্জুন ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য রাজগণ সমক্ষে কৃষ্ণারে লাভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করিনাই, যখন শুনিলাম অর্জ্জুন যাদবনন্দিনী ভদ্রাকে হরণ করিলে মাধবের ক্রোধোদ্রেক হয় নাই, তখন আর জয়াশা করি নাই, যখন শুনিলাম অর্জ্জুন শরজালে দিক্‌ সমাচ্ছন্ন করিয়া বাসবের দর্প নাশ করতঃ খাণ্ডববন দাহ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই, যখন শুনিলাম সম্রাট জরাসন্ধ পর্য্যন্ত বধ হইয়াছে;—যুধিষ্টির রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই, যখন শুনিলাম কৌরবেরা নিরপরাধা অশ্রুমুখী কৃষ্ণারে সভামধ্যে আনয়ন করতঃ বিবস্ত্রা করিতে গিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই, যখন শুনিলাম কপটদ্যূতে পাণ্ডবকুলমণি বনচারী হইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই; কৃষ্ণ! যখন শুনিলাম প্রব্রাজিত যুধিষ্ঠির বনমধ্যে অসংখ্য

* সংস্কৃত শাস্ত্রের মতে অসুর কৃষ্ণ ছাড়া দেবতা কৃষ্ণ দুইটী, একটী বৃন্দাবনের আর একটী কুরুক্ষেত্র বা মথুরা বা দ্বারকার। শেষোক্ত কৃষ্ণই অবতার অপরটী পূর্ণ। তাহার প্রমাণ এই—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে জন্মখণ্ডে লেখা আছে, "কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতঃ" যদুসম্ভূত কৃষ্ণ বৃন্দাবন কৃষ্ণ হইতে পৃথক্‌।

আবার ভাগবতে লেখে "নিশীথেতম উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দ্দনে দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ" নচেৎ ভগবতীকে "সাবিত্র্যোরনুজা ভগিনী" বলা যায় না। আর নন্দনন্দন না হইলে "পাণ্ডপাঙ্গজায় এ স্তব" হইতে পারে না। আর প্রমাণ "পীনে জলদে স্থিতে রাজন্‌ ঘনে সৌদামিনী যথা,—"

গোস্বামীরা যাঁহারা বিশেষ কৃষ্ণভক্ত, তাঁহারা দুইটী কৃষ্ণ বিশ্বাস করেন।

দ্বিজের সেবা দ্বারা আশীর্ব্বাদ পাইতেছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই, যখন শুনিলাম অর্জ্জুন হিমাদ্রি শিখরে পশুপতির সন্তোষ লাভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই, যখন শুনিলাম দেবরাজ পাণ্ডবকে দেব অস্ত্র সকল প্রদান করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই, যখন শুনিলাম দয়াল যুধিষ্ঠির মৎপুত্রদিগকে দারুণ শত্রু হইলেও গন্ধর্ব্ব হস্ত হইতে মোচন করিয়া দিয়াছে, তাহাতেও দুর্ব্বুদ্ধি দুর্যোধনের মত ফেরে নাই তখন আর জয়াশা করি নাই, যখন শুনিলাম দ্বৈতবন সরোবরে পাণ্ডবেরা মরিয়া বাঁচিয়াছে তখন আর জয়াশা করি নাই, যখন শুনিলাম পাণ্ডবেরা বিরাট রাজকে সহায় পাইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই, যখন শুনিলাম প্রব্রাজিত যুধিষ্ঠিরের সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা হইয়াছে তখন আর জয়াশা করি নাই, যখন শুনিলাম পণ্ডিতেরা যাঁকে সনাতন ত্রিবিক্রম বলে, সেই বাসুদেব তুমি পাণ্ডব হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছ, তখন আর জয়াশা করি নাই।—সকলে রণস্থল দর্শনে গমন করিলেন। রণস্থলে উপস্থিত হইয়া গান্ধারী কহিলেন, অহহ; — অশীতি ক্রোশ ব্যাপী রণস্থলে ছিন্নমুণ্ড, ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন পদ কত পড়িয়া রহিয়াছে; দূরে আর দৃষ্টি যায় না। রাজাদিগের উষ্ণীষ সকল শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে; কাক, শৃগাল, কাকোল শব টানিয়া টানিয়া ভক্ষণ করিতেছে; কত মাতঙ্গ ঘাড় লোটাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; কক্ষ, ভগ্নরথ, শর, তূণীর, বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, শিবা সকল পরস্পর ঝগড়া করিতেছে; অসংখ্য প্রাণী ছিন্ন ভিন্ন দেহে পতিত, রণস্থল দর্শন করিয়া গান্ধারী মূর্চ্ছিতা হইলেন। অনন্তর সংজ্ঞা পাইয়া বাসুদেবকে কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ! তোরই চক্রে এ সব ঘটিয়াছে; ঐ দেখ মম পুত্র দুর্যোধনকে শবাহারী শৃগালগণ বেষ্টন করিয়াছে; ঐ দেখ উত্তরা নিজ পতির মস্তক কোলে

লইয়া মাংসলোভী কাক, কঙ্কোলদিগকে তাড়াইতেছে; ঐ দেখ আমার দুঃশলা পতির মস্তক খুজিতেছে, দেখিতে না পাইয়া কত কাঁদিতেছে; ঐ দেখ ঐ দেখ কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম মত্ত সিংহের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে, কৃষ্ণ অসংখ্য দেশের কুল কামিনীগণকে তুই বিধবা করিছিস? কৃষ্ণ! বিধাতার কি ক্রীড়া! পূর্ব্বে যাঁহারা নির্ম্মল দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ান থাকিতেন, এখন তাহারা রণস্থলে শয়ন করিয়াছে; পূর্ব্বে যাঁহারা বন্দিগণের গানে প্রবোধিত হইতেন, এখন তাঁহারা শৃগাল গৃধ্রগণের গানে চক্ষু মুদিয়া শুনিতেছে; কনকপুচ্ছ চামরে ও পাখায় পূর্ব্বে যাহারা বীজিত হইত, এখন তাঁহারা ফেরুপালের লাঙ্গুলে ও গৃধ্রগণের পক্ষপুটে বীজিত হইতেছে; হা কৃষ্ণ! তুই যেমন এমন করেছিস, আমিও অভিশাপ দিতেছি, ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশে তোর এইরূপ একবারে কেহই থাকিবেক না;— * * *

ভীষ্মদেব উত্তরায়ণে দেহ ত্যাগ করিলে রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, দেখ কৃষ্ণ! আমি রাজ্যলোভে পুত্র পৌত্র ভ্রাতা শ্বশুর গুরু মাতুল সম্বন্ধী সুহৃৎ ও নানা দেশাগত রাজাদিগকে বিনাশ করিয়াছি, আমি অন্তঃকরণে বড়ই তাতেই তাপিত হইতেছি। ঐ অনল আমার সর্ব্ব শরীর দগ্ধ করিয়াছে। পৃথিবী ভূপালশূন্যা হইয়াছে। এই পৃথিবী লইয়া আমি কি করিব;—ইহা

* অশ্বত্থ, শ্রুতায়ু, মহাবীর জলসন্ধ, সোমদত্ত, বিরাট, দ্রুপদ, ঘটোৎকচাদি দ্রোণপর্ব্বে নিধন হয়। কর্ণের একাঘ্নী বাণে ঘটোৎকচ নিহত হইলে কর্ণ বধের সুলভ হয়। অনুশাসন ও শান্তি পর্ব্বে ধর্ম্মার্থ সম্বন্ধ, লোকব্যবহার, আচার বিনিময়, সত্যের স্বরূপ কথন, দেশ কালানুযায়ী ধর্ম্মরহস্য কথনাদি বর্ণিত আছে।

স্মরণে শোকসাগর আমার উচ্ছ্বলিত হইতেছে;—হায়! সে সমুদায় কামিনী, যাঁহারা পতি পুত্র কুরুক্ষেত্রে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এখন কি বলিতেছেন! আমি বোধ করি, তাঁহারা আমাদিগকে অতি ক্লিষ্টমনে অভিশাপ দিতেছে; কৃষ্ণ আমি এক রকম দারুণ স্ত্রী হত্যার পাতক পর্য্যন্তও করিয়াছি, কৃষ্ণ! আর আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই! এই পাপ দেহ যাহা কুরুক্ষেত্রে রক্ষা করিয়াছি,—ঐ পতিপুত্র-বিহীনাদিগের দুঃখানলে বিসর্জ্জন করিব। কৃষ্ণ! অসহ্য যন্ত্রণা আমার মনকে ক্লেশ দিতেছে;——

কৃষ্ণ কহিলেন, রাজন্! কালবশে রাজারা নিহত হইয়াছে, তাঁহাদিগের জন্য আপনার দুঃখ করা উচিত নয়। ধর্ম্ম সাক্ষী কালই সকলকে নাশ করে, যদি তুমি রাজাদিগের জন্য কাতর হইয়া থাক, তাহা হইলে তাঁহা-দিগের রমণীদিগকে সাম্রাজ্য প্রদান কর; স্ত্রীলোক ভোগপরায়ণ, তাঁহারা সাম্রাজ্য পাইলে শোক তাপ বিস্ম-রণ করিবে; সাগরমালিনী বসুন্ধরা এখন তোমার চরণে শরণ লইয়াছে, তুমি দয়া গুণে সমস্ত পালন কর;

নবম সর্গ।

অনন্তর যুধিষ্ঠির আত্মীয়গণের শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; ভারতবর্ষে আনন্দের আর সীমা রহিল না, ভারত-দিবাকর যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে বসিলে লোক সকলের মনের অন্ধকার দূরে গেল। ব্রাহ্মণেরা সুখে সামগান আরম্ভ করিল;—পৃথিবী এক-চন্দ্রা, অন্য অন্য গ্রহেতে অনেক চন্দ্র আছে, এই ক্ষতি-পূরণের জন্যই যেন বিধাতা ধরিত্রীকে যুধিষ্ঠিররূপ আর একটি সূর্য্য দান দ্বারা উহার সেই দুঃখ নাশ করিল।* যুধিষ্ঠিরের প্রভায় যেন ভারতবর্ষের প্রভা আকাশমণ্ডলে উঠিতে লাগিল। হিমালয় যেমন উত্তর দিকে অটলভাবে বসিয়া আছেন, তেমনি যুধিষ্ঠির ভারতসিংহাসনে বসিলেন। সুমেরু যেমন সমস্ত রত্নের আকর, তেমনি পাণ্ডুনন্দন সমস্ত গুণের আধার বোধ হইতে লাগিল। ভারত-দিবাকর সর্ব্বস্থানে তেজঃ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর দুর্ব্বিপাক জলদ ও সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিতে পারিল না। কাবেরী, শোণ, নর্ম্মদা, গোদাবরী তাঁহার স্তব করিতে আসিল।

জ্ঞাতিবধ-পাপ প্রক্ষালনার্থ মহারাজ যুধিষ্ঠির চৈত্রী পূর্ণিমাতে মহাশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। অনুজসকল দিগ্বিজয় করিয়া আসিল; ব্যাস, বৈশম্পায়ন, অসিত

---

* "Earth has one moon, Jupiter four, Saturn seven and Herschel perhaps six."

দেবল, পরাশর প্রভৃতি মহর্ষিরা রাজাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন; যজ্ঞস্থলে মহাসমারোহ হইতে লাগিল। গিরি প্রমাণ স্বর্ণ ভৃঙ্গারক সকল যজ্ঞভূমিতে স্তূপাকার রহিল। উন্নত শ্বেতবর্ণ প্রাসাদ সকল ধবল গিরির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; মহাযজ্ঞ সমাপন করিয়া যুধিষ্ঠির মহর্ষি দিগকে বন্দনা করিলেন।

পূর্ব্ব খণ্ড সমাপ্ত।

ইতি শ্রীকাশ্যপীতি শ্রীযোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি কর্ত্তৃক বিরচিত

পুণ্যভারতকথা।

উত্তর খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজপদে অধিরূঢ় হইয়া যুধিষ্ঠির অপত্যনির্ব্বিশেষে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন; তাঁহার শাসন কালে কোন প্রকার দুঃখ রহিলনা; দীনদুঃখিদিগের পালন, দারিদ্র্যতা মোচন সবই তিনি করিলেন, মাভৈষীঃ, মাভৈষীঃ, শব্দ সদা তাঁর মুখে শোনা যাইতে লাগিল; ভারত তাঁহার শাসনে স্বর্ণপ্রসব করিতে লাগিল; বনরাজী সকল সুপুষ্পে শোভিত হইতে লাগিল; ষড়ঋতু বর্ত্তমান রহিল; নদীতে হংস শোভা, মনেতে জ্ঞান শোভা, বনেতে নম্রতা শোভা, সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল; সমাগত বণিকদিগকে সমাদর, বিদ্যার উন্নতি তপস্যার পরিচর্য্যা সবই হইতে লাগিল; এমন সময় মার্কণ্ডেয় উপস্থিত হইলেন, কহিলেন দেখ যুধিষ্ঠির! লক্ষরাজ্য এখন তোমার নীতি অনুসারে চালান উচিত হইতেছে; বিধাতা যখন তোমাকে ভারত সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন, তখন সেই ভারতকে তুমি রত্নময় কর; বসুন্ধরা তোমার যশঃ গান করিতেছে; নদীসকল স্রোতস্বিনী, রাজন! গতিমান্ হউন; সাম্রাজ্য লাভ করিয়া তুমি এমন মনে কর না, যে তুমি শ্রেষ্ঠ হইয়াছ; হে রাজন! লোকসকলকে পালন করা রাজার ধর্ম্ম, রক্ষাই রাজধর্ম্মের সারাংশ। সতত মনোমধ্যে এই রাখ, তোমার তুল্য অধম নাই; প্রকৃতি বর্গের পালনের জন্য বিধাতা তোমাকে পাঠাইয়াছেন, রাজন্! মনোমধ্যে এই বোঝ, আমি কিছুই নই, তাহা হইলে সব ঠিক চলিবে; দেহের ষড়রিপুকে বশ কর; আর কোন শত্রু তোমার থাকিবে না; সপ্ত অঙ্গ রক্ষা কর, সপ্ত দ্বীপ

তোমার বশে থাকিবেক ;—রাত্রি শেষে অর্থাগম চিন্তা কর, দুর্গ সকল ভাল করে রাখ। সসাগরা বসুন্ধরা আপনার সাম্রাজ্য, অতএব সেই সেই দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের উপর সাম্রাজ্যের অংশ অংশ ভাগ করিয়া দিয়া, চন্দ্র যেমন নক্ষত্রমণ্ডলী শাসন করে, তেমনি তুমি বিরাজ কর, নদী দুর্গ বনদুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, জলদুর্গ ও ধনদুর্গ রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিল। আকাশচ্ছায়াপথের ন্যায় যমুনা শোন কাবেরী চন্দ্রভাগা সিন্ধু প্রভৃতি নদীতে সেতু বিরাজ করিতে লাগিল। পৃথিবীময় দেবালয়পুরে গেল ;—সর্ব্বত্র সুখ, পতিপুত্রবতী নারী সকল সহজভাবে নদীকুল হইতে দোলায়মানশরীরে জলানয়ন করিয়া কি শোভাই সম্পাদন করিতে লাগিল; দক্ষিণ সাগর উপকূল হইতে এক শ্রমণ উপস্থিত, কহিলেন ;—মহারাজ ! বসুন্ধরাতে সর্ব্বস্থলে আপনার দেবালয় সব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ইহার প্রয়োজন কি ? ঈশ্বর নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী. তিনি কি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকেন ? নিরাকারের আবার প্রতিমূর্ত্তি কি ? আমি দেখিতেছি, আপনার রাজ্যে নানা স্থানে শিবালয়, বিষ্ণুমন্দির ও ধর্ম্মসভা হইয়াছে ; ইহার প্রয়োজন কি ? আমরা ত বিচারে কিছু খুঁজিয়া পাইনা। ব্যাস, বৈশম্পায়ন, নারদ, পরাশর প্রভৃতি বসিয়া আছেন, যুধিষ্ঠির হাস্যমুখে কহিলেন ; নিন্দাজীবনে ? তুমি কি ইহা সত্য বলিতেছ ? বলিতে কি তোমার মনে ভয় হইতেছে না। সত্য বল দেখি, সংসারে এইরূপ দেবালয় পূজা প্রভৃতি যদি উঠিয়া যায়, তাহাতে কি সুখী থাক ? না তাহা কেবল তোমার প্রশ্নমাত্র ? আমরা জানি, ঈশ্বর নিরাকার, অর্থাৎ তাঁহার ভৌতিক আকার কিছু নাই, কেবলমাত্র তিনি পরমাত্মা, আগন্তুক ! তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আমার রাজ্যে কেহ রাখে না, তাঁহার ভক্তদিগের, তাঁহার স্বরূপদিগের প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া তাঁহাকে তৎস্থলে আহ্বান করা হয়। তিনি সর্ব্বব্যাপী সত্য, কিন্তু সাধনযোগে তিনি সর্ব্বত্র থাকেন না, অর্থাৎ সাধকের কাছে তিনি যে ভাবে আছেন, অসাধকের কাছে তিনি সেভাবে নাই, এই জন্য আমরা তাঁহাকে মন্দিরে সাধনাতে ডাকি ;—সাধনার স্থান মন্দিরেই ভাল হয় ; সাম্রাজ্য লাভ করিয়া যুধিষ্ঠির একদিন একটী সভা করিলেন ; হস্তিনাপুরের প্রকৃতিবর্গ সকলকেই সেই সভায় নিমন্ত্রিত হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস অর্জ্জুন ! বৎস ভীম ! রাজপথে একটা ভেরীনাদ কর, যেন সকলে ঐ সভায় আসে। ভেরী বাজিল ; মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হুকুম, কাল রাজবাটীতে সকলে পঁহুছিতে হইবে ; ভীত কৃষকেরা

মনে করিল, অশ্বমেধ যজ্ঞটা করে যুধিষ্ঠিরের কোষ খালি হইয়াছে; তাবেই করবৃদ্ধির জন্য তাহাদিগকে আহ্বান, আর কি। নিরূপিত সময়ে হস্তিনাপুরের সমস্তলোক সভায় উপস্থিত হইল; যুধিষ্ঠির গুপ্তচর দ্বারা টের পাইলেন, যে সাম্রাজ্যের প্রজাগণ অতি ভীত হইয়াছে;-সকলে সভায় উপস্থিত হইয়াছে;যুধিষ্ঠির বলিতে লাগিলেন; বৎসগণ! আমি রাজ্যধন গ্রহণ করিয়া যাহাতে সকলকে সুখী করিতে পারি, এই আমার চেষ্টা, আমার রাজ্যের লোকসকল পরিণামে যাহাতে ব্রহ্মলোকে গমন করে; এই আমার বাসনা, বৎসগণ! অসারসংসারে দেহভার ধারণ করিয়া মনুষ্য কতই বিপদে পড়ে; অতএব তোমরা সকলে ব্রহ্মনাম ধারণ কর; আমাকে তোমরা কর দাও বা না দাও, আমার তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু তোমরা দিনান্তে যদি এক বার ব্রহ্মনাম না লও, আমি সমধিক দুঃখিত হইব;—এই জন্য তোমাদিগকে ডাকিয়াছি; ভগীরথ, মান্ধাতা, সগর, নহুষ, যযাতি যখন এই নাম লইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তখন আর কে আছে?

পোনের বৎসর অতীত হইলে, যুধিষ্ঠির কহিলেন; বৎস অর্জ্জুন! বৎস ভীমসেন! বৎস নকুল! বৎস সহদেব! তোমরা ত পিতৃস্থানীয় ধৃতরাষ্ট্রের সেবা শুশ্রূষা বিশেষ বিধানে করিতেছ? তিনি ত মনের দুঃখে কাতর নাই? মাতৃতুল্যা গান্ধারীও ত কোন দুঃখ করেন না? আমি দিবানিশি এই চিন্তা করি যে আমার পিতৃস্থানীয় ধৃতরাষ্ট্র ও মাতা গান্ধারী যেন ক্লেশ না পান; শতপুত্র শোকে তাঁহাদিগের শরীর বজ্রাহত তরুর ন্যায় হইয়াছে, অনুজগণ! আজানুলম্বিতবাহু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ত কোন দুঃখ করিতেছেন না? এরূপ তত্ত্বাবধান তোমরা করিবে; ভীম কহিলেন, আজ্ঞা তাই বটে, সমস্ত অনর্থের মূল ঐ কাণা; উহার আবার সেবা শুশ্রূষা? যুধিষ্ঠির কহিলেন ভাই! একথা কি বলিতে আছে? বৃদ্ধ পিতামহ শরশয্যার শয়ান হইলেন;মৃত পিতা পাণ্ডু পরলোক গমন করিলেন; ধৃতরাষ্ট্র ভিন্ন পিতৃস্থানীয় আমাদের গোত্রীয় আর কেহ নাই, যাহাকে আমরা পূজা করি। ধৃতরাষ্ট্র,শতপুত্র শোকে আর সে অমর্ষ রাখে নাই,এখন তাঁহার মন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। অনুজ বৎস! পুত্রশোকবজ্র ধৃতরাষ্ট্রের সে কুটিলতালতা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; রাজা এখন পুত্রশূন্য হইয়া আমাদিগের আশ্রয়ে আসিয়াছে,কখনই তাঁহার অবমাননা করিও না। যদিও তিনি পুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগের প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছেন, তথাচ আমাদিগের তাঁহার প্রতি

নিষ্ঠুর হওয়া উচিত নয়, শত্রুর প্রতি মিত্রাচরণ করিলে, যাদৃশ মহিমা, তাদৃশ মহিমা আর কোথাও নাই।

ইত্যবসরে একটী দূত আসিয়া বলিল; মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, যদি একবার আপনি আসিতে পারেন; যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার প্রণাম জানাও, ব্যাস বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে সমাসীন, এমন সময় যুধিষ্ঠির উপস্থিত হইলেন; কহিলেন; পিতঃ! কেন আমাকে আহ্বান করিয়াছেন; এই আপনাকে অভিবাদন করিলাম; এই বলিয়া যুধিষ্ঠির গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের চরণতলে বসিলেন; ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী যুধিষ্ঠিরের গাত্রে সস্নেহে হস্তাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ব্যাস কহিলেন; তোমার পিতৃব্য তোমার কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন, বিদুর কহিলেন, বৎস! অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

ধৃতরাষ্ট্র কহিতে লাগিলেন; বৎস! আমি বহুকাল তোমাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, আমি তোমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছি। পুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া কখন ধর্ম্মদিকে দৃষ্টি করি নাই, পাপরূপ পিশাচ আমার পুত্র হইয়া আসিয়াছিল;—তাহার স্নেহে আমি ধর্ম্ম মুখদেখিতে পাই নাই, আমিই বংশক্ষয়ের আদি—আমিই তোমাদিগকে বনবাসী করি, আমিই ভীষ্মনাশের কারণ; আমিই কুরুসমররূপ মহাবৃক্ষের মূল; আমিই প্রাণিনাশরূপ মহাপাপ করিয়াছি যুধিষ্ঠির! এই সকল এখন সহস্র শল্যস্বরূপ হইয়া হৃদয় আমার বিদ্ধ করিতেছে; বৎস! আর আমি সংসারে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছি না এই, পাপদেহ বনমধ্যে রাখিয়া বল্কলধারণরূপ অমৃতাভিষেক এই সন্তপ্তশরীরে করিব; অনুতাপে আমার সকল শরীর জ্বলিয়া গিয়াছে; আর পাপ সহ্য করিতে পারিতেছি না, পাপরূপতম আমার মনকে অন্ধকার করিয়াছে;—বৎস! মনুষ্যের আয়ু চিরকাল নয়; অতএব পরকাল যাহাতে আমার ভাল হয়, এ চেষ্টা তোমার কর্ত্তব্য, আমি তোমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছি; অতএব এক্ষণে আমায় বিদায় দাও, আমি বিজন বাসে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিব; তোমারূপ সতের আশ্রয়ে কিছুকাল থাকিয়া এই সুবুদ্ধি হইয়াছে; অতএব বৎস! আর বিলম্ব করিও না; যে স্থলে হরিণেরা নির্ভীকচিত্তে ভ্রমণ করিতেছে; মুনিগণ হোমাগ্নি জ্বালিতেছে, কোকিল কুহুরব করিতেছে, আমাকে বল, আমি তাপিতদেহ শীতল করিতে সেই তাপসাশ্রমে গমন করি;

বৎস! শরীরে আর আমার যত্ন নাই, তোমারে না বলিয়া দিবার অষ্টম ভাগে আমি আহার করিয়া থাকি, বৎস! তুমি চিরজীবী হও।

যুধিষ্ঠির শুনিয়া চকিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, কি আপনি দিবার অষ্টমভাগে আহার করিতেছেন!—আপনি সংসারে আর থাকিতে ভাল বাসিতেছেন না? আমি শুনিয়া অতি দুঃখিত হইলাম;—আমি জানিলে এ সব হইতে পারিত না; হায় আমারে ধিক্! আমার তুল্য পাপাত্মা রাজ্যলুব্ধ আর নাই, আমি অসংখ্য প্রাণিহিংসা করিয়া এই রাজ্য লইয়াছি। হায়! আমার তুল্য পাপিষ্ঠ আর নাই; আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি স্বচ্ছন্দে আহারাদি করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন, কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া আমার অতি মর্ম্মান্তিক করিয়াছেন। আপনি দুঃখভোগ করিলে আমার সব শূন্য বোধ হয়, এক্ষণে আপনার বনগমন শুনিয়া বড়ই কাতর হইতেছি। আপনি বনগমন করিলে আমরা কার আশ্রয়ে থাকিব;—আমাদের আর কে আছে? যদি পুত্রের রাজ্য না দেখিয়া সন্তাপিত হন, তাহা হইলে বৎস যুযুৎসুরে রাজ্য দিয়া আপনি রাজ্যভোগ করুন।—আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই। আমি জ্ঞাতিবধ করিয়া বিলক্ষণ পাপ করিয়াছি, এক্ষণে তাহারই আবার প্রায়শ্চিত্ত করিতে বনগমন করি; আপনিই রাজ্যেশ্বর, আপনার বর্ত্তমানে পাণ্ডুরও রাজ্যে অধিকার ছিল না।—আমি আপনার পুত্রস্বরূপ, অতএব আমি আপনাকে বনগমনে কিরূপে অনুমতি দি? মাতা কুন্তী ও যশস্বিনী গান্ধারীতে আমার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। আপনাদিগকে অসুখী দেখিলে এই ধনরত্ন সমন্বিতা বসুন্ধরা আমার ভাল লাগে না। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন;—বৎস! আর আমায় সংসারে থাকিতে বল না; সংসার সাগরে পাপরূপ নক্র আমাকে ভক্ষণ করিয়াছে; এখন তপস্যাকূল পাইলে আমি প্রাণে বাঁচি। বৎস! শতপুত্রশোকে আমার হৃদয়ে কেবল রাবণচিতা জ্বলিতেছে, সাধনামৃত না দিলে এ জ্বালা নিবাইবে না; তপস্যা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, বৃদ্ধাবস্থায় অরণ্যে বাস করা আমাদিগের কৌলিক ধর্ম্ম। আমি বহু দিবস নগর মধ্যে বাস করিতেছি এবং তুমিও আমাকে বিশেষ বিধানে শুশ্রূষা করিয়াছ, এক্ষণে যে স্থলে ত্রিযামা শর্ব্বরী হইয়াছে, সেইস্থলে গমন করিতে আমাকে আদেশ কর।

ব্যাস কহিলেন, বৎস! ধৃতরাষ্ট্র যাহা কহিতেছেন, তাহাতে তুমি সম্মতি দাও। ধৃতরাষ্ট্র একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার শোক তাপ পাইয়াছেন,

যশস্বিনী গান্ধারীও কেবল ধৈর্য্যবশতঃ পুত্রশোক সহ্য করিয়েছেন, অতএব উঁহাদিগকে বনগমনে তুমি অনুমতি কর, কেন বৃথা উঁহারা রাজ্যমধ্যে জীবন ত্যাগ করিবেন। চরমে বনগমন করাই রাজর্ষিদিগের প্রধান ধর্ম্ম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের পূজ্য ও কুলগুরু। আপনার আদেশ কখনই লঙ্ঘন করিতে পারি না; পিতঃ ধৃতরাষ্ট্র! আপনি বনগমন করুন; কিন্তু আপনি আহার করেন নাই শুনিয়া আমি বড়ই দুঃখিত আছি; অতএব অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিয়া রাজভোগ্য আহার করুন।—কিয়ৎকাল পরে বিদুর আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র, সমর-নিহত মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য সোমদত্ত বাহ্লীক ও তাঁহার পুত্রগণের শ্রাদ্ধ সম্পাদনার্থে আপনার নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিতেছে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমাদিগের রাজকোষ হইতে তাঁহাকে ধন গ্রহণ করিতে বলগে;—ভীম কহিলেন, কি? ধন আবার কিসের? অন্ধরাজকে বলগে আমরা ধন দিব না, অর্জুন বলিলেন, অগ্রজ! ও কথা কি বলিতে আছে; পূর্ব্বমান্য ধৃতরাষ্ট্র বনগমনে দীক্ষিত হইয়াছেন; তিনি এখন ভীষ্মাদি মহাত্মাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন; এইজন্য ধন যাচ্ঞা করিতেছেন আপনার দেওয়া কর্ত্তব্য। হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! যে ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব্বে এই ধনের স্বামী ছিলেন; তিনি এখন ধন যাচ্ঞা করিতেছেন; ভীম কহিলেন আমরা স্বয়ংই মহাবীর ভীষ্ম সোমদত্ত ও ভূরিশ্রবা বাহ্লীক ও মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের ও অন্যান্য বান্ধবগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিব, এবং ভোজনন্দিনী কুন্তী কর্ণকে পিণ্ডদান করিবেন, তবে উঁহাদিগের শ্রাদ্ধের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে ধন দিবার আবশ্যক কি? আমার মতে দুর্য্যোধনাদির প্রেতকার্য্য করাই কর্ত্তব্য নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন;—ক্ষান্ত হও!

দিনপতি স্বদলে অস্তাচলশিখর সমাশ্রয় করিলে, প্রভাতসমীরণ মালতী কুসুমের পরিমল চতুর্দ্দিকে বহন করিতে লাগিলে, বৃক্ষপত্রে নিশার শিশির মুক্তার ন্যায় জল পান করিলে, সূর্য্য সারথি অরুণ সমস্ত অন্ধকার দূর করিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র গাত্রোত্থান করিলেন; কহিলেন শতপুত্রশোকাতুরে উঠ! রজনী প্রভাত; চল আমরা শতপুত্র শোক বনস্থলে মুনি ঋষিদিগের নিকট জুড়াইগে; আজিই কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, আজিই বনগমন করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতঃ! আপনি বনগমন করিতেছেন আমাদের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। এই বলিয়া কুরুপতির পায়ে পড়িলেন; ধৃতরাষ্ট্র

হাত ধরিয়া তুলিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি রাজ্য করিতে থাক, অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন কর; অবনীমণ্ডলে যশঃ শশধরে কুরুকুলের নাম রক্ষা কর। দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাক, প্রজাদিগের স্নেহ লাভ কর; পণ্ডিতের সমাদর কর। এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি; আর কি বৎস! জীবনের এই গতি; বৎস! দুঃখিত হইও না।——

সকলেই গমনোন্মুখ,—এমন সময় কুন্তী আসিয়া বলিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! আমিও বন গমন করি; পুত্রনির্জ্জিতা বসুন্ধরায় বাস করিতে আমার অভিলাষ নাই, মহাত্মা পাণ্ডুর বংশে তোমাদিগের জন্ম, দুর্য্যোধন তোমাদিগকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া তোমাদিগকে বনবাসী করে; এই জন্য তোমাদিগকে আমি সমরোৎসাহিত করিয়াছিলাম, তোমরা মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র সুতরাং তোমাদিগের নাম ও যশো যায় ইহা অনুচিত, দুরাত্মা দুঃশাসন পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল; দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন তোমাদিগকে রাজ্যচ্যুত করে, এই জন্য তোমাদিগকে আমি সমর করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু আর আমার কিছু ভাল লাগিতেছে না; আমার ইচ্ছা হইতেছে, তপস্যা দ্বারা শ্বশুর পুত্র সকাশে গমন করিব। অতএব আমাকেও বনবাসে অনুমতি কর; আমি বনবাসী অন্ধরাজের ও পুণ্যশীলা গান্ধারীর চরণসেবা করিয়া চরমে পরাগতি প্রাপ্ত হইব; যুধিষ্ঠির কহিলেন, মাতঃ! সংসারে কিছুই স্থির নহে, চরমে রাজমহিলাদিগের এই গতি, আমি আর কি বলিব; আমরা কিন্তু সংসারে অরণ্য বোধ করিলাম;—আপনার যাহা ইচ্ছা।—

সকলে বনগমন করিলেন; যুধিষ্ঠির অশ্রুজলে ধরাসিক্ত করিতে লাগিলেন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ও কুন্তী বনে বাস করিলে, এদিকে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে তাঁহাদিগের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে বনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন; তিনি নিবিড় বনে প্রবেশ করিলে, বৃক্ষপত্রের শর শর শব্দ, হরিণ গণের মরমর ধ্বনি তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতে লাগিল; বায়ু স্বনে বহিতেছে, তিনি দেখিলেন; এক ব্যস্ত সমস্ত পুরুষ তাঁহার দিকে আসিতেছেন, দেখিলে তাঁহাকে বোধ হয়, তিনি বড়ই ব্যাকুল, মুখ তাঁহার শুষ্ক, হাত দুটী তিনি যেন আলিঙ্গন ভাবে প্রসারণ করিয়াছে, সর্ব্বশরীর তাঁহার শুকাইয়া গিয়াছে; যুধিষ্ঠির দেখিয়া

স্তম্ভিত হইয়া নেত্র বিস্ফারিত করত দাঁড়াইলেন;—পুরুষ আসিয়া বলিতে লাগিল; যুধিষ্ঠির! আমাকে ধর, আমি বিদুর, মহাভারতের শেষ এই, সকলেই গমন করিতেছেন; তুমি আমাকে আশ্রয় দাও; এই বলিয়া বিদুর উৎফুল্লনেত্রে যুধিষ্ঠিরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া জীবন ত্যাগ করিলেন;—বিদুর যুধিষ্ঠিরে মিশিলেন; যুধিষ্ঠির কাঁদিতে লাগিলেন, নয়নকমল হইতে অশ্রুধারা অনর্গল প্রবল বেগে পড়িতে লাগিল, কহিলেন হায়! কি চক্ষে দর্শন করিলাম! ধার্ম্মিক বিদুরও লোকলীলা সংবরণ করিলেন। ব্যাস পুত্র শোকাতুরা গান্ধারীর ও ধৃতরাষ্ট্রের সন্তোষার্থ ভাগীরথী সলিল হইতে কুরুক্ষেত্রহতবীরদিগকে আহ্বান করিয়া আনয়ন করিলেন; *

—যুধিষ্ঠির হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিয়া দুইবৎসর পরে শুনিলেন অন্ধরাজধৃতরাষ্ট্র জননী কুন্তী ও যশস্বিনী গান্ধারী যজ্ঞানলে পুড়িয়া মরিয়াছেন; তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিয়া কালের গতি দর্শন করিতে লাগিলেন; ছত্রিশ বৎসর অতীত হইলে যুধিষ্ঠির কহিলেন; বৎস অর্জ্জুন! বৎস নকুল! বৎস ভীম! আমি এত দুর্নিমিত্ত দেখিতেছি কেন? চতুর্দ্দিকে কর্করমিশ্রিত নির্ঘাত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, পক্ষিগণ দক্ষিণাবর্ত্তমণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে, দিক্ সমুদয় নীহারজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; অঙ্গারসম্পূর্ণ উল্কাসকল গগনমণ্ডলে নিপতিত হইতেছে; সূর্য্যকিরণ ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন; উদয়কালে সূর্য্যের প্রভা দেখিতে পাই না ও সূর্য্যমণ্ডলে কবন্ধ সমুদয় লক্ষিত হয় এবং সূর্য্যমণ্ডলের পরিধি শ্যাম অরুণ ও ধূসর এই তিন বর্ণে রঞ্জিত, বহির্দেশে মহানদীসকল স্রোতোহীন হইয়াছে; চন্দ্রমণ্ডলের চতুর্দ্দিক শ্যাম বর্ণ দেখি। অনুজেরা কহিল, রাজন! আমরাও এই নিরীক্ষণ করি, তখন দ্রৌপদী কহিলেন আর্য্যপুত্রগণ! আপনারাও এইদুর্নিমিত্ত দর্শনে কাতর হইয়াছেন; কিন্তু আমিত আর প্রাণে বাঁচি না, আপনারা এই দুর্নিমিত্ত দর্শনে কাতর হইয়াছেন, কিন্তু আমার শরীরে সমস্ত দুর্নিমিত্তই অনুভূত হইতেছে; দক্ষিণ বাহু নৃত্য করিতেছে, দক্ষিণ নয়ন সদাই অস্থির, মনোমধ্যে কি এক বিকৃতিভাব আসিয়াছে, কোন যেন আন্তরিক ক্লেশ মনে উপস্থিত হইয়াছে, সংসারে কিছু ভাল লাগিতেছে না, সবে ঔদাসীন্য হইয়াছে, বনবাস সময় এত কষ্ট হয় নাই। শ্বশুর পঞ্জীর-দাবানল শুনে এত কাতর হইনাই, নিজের মরণেও এত কাতর নই; অর্জ্জুন

Spiritualism

কহিলেন, আমার মন একবারে দুঃখসলিলে ডুবিয়াছে, পদ্মটী ছিঁড়িয়া লইলে যেমন মৃণাল জলমধ্যে ডোবে, তেমনি আমার মন দুঃখসলিলে ডুবিয়াছে; মহারাজ! আর আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেছি না, প্রিয় সখা কৃষ্ণ ত ভাল আছে? বৃষ্ণিবংশীয়দিগের ত কোন বিপৎ ঘটে নাই? না কি আমাদের কোন কপাল ভাঙ্গিয়াছে? তাহারই এই পূর্ব্বসূচনা? গাণ্ডীব কেন আর আমার আস্ফালন করিতেছে না? কেন আমি চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতেছি; ভীম কহিলেন, আমিও দুর্নিমিত্ত দর্শনে স্তম্ভিত আছি; নকুল সহদেব বিমর্ষ ভাবে বসিয়া রহিলেন; যুধিষ্ঠির কহিলেন; বৎসগণ! প্রাণের কৃষ্ণের ত কোন অনিষ্ট হয় নাই? যুধিষ্ঠির কিয়দ্দিবস পরে শুনিলেন, বাসুদেব ও বলদেব ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন; শুনিয়া যুধিষ্ঠির সমুদ্রশোষ, ভূতলে শশীর খসিয়া পতনের ন্যায় উক্ত কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না;—তিনি বিকৃতবুদ্ধি হইয়া মরণানুমান করিতে পারিলেন না;—অতি স্নেহবশতঃ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন না;—মুখ তাঁহার ভাবনা শূন্য হইল, পূর্ব্বের আর মমতা লক্ষণ মুখে রহিল না, তখন তিনি একদিন অর্জ্জুনকে কহিলেন বৎস! তুমি একবার দ্বারকায় গমন করিয়া বন্ধুরূপী হরিকে আমার নিকট লইয়া আইস! যুধিষ্ঠির জানিতেন, অর্জ্জুনের দ্বিতীয় আত্মা দেব বাসুদেব অর্জ্জুনের স্নেহে মানুষ বিগ্রহ যদি না ত্যাগ করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন অগ্রজ অনুমতিতে দারুক পরিচালিত রথে নানা দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতে করিতে দ্বারকায় গমন করিয়া দেখিলেন ঐ নগরী অনাথা কামিনীর ন্যায় শ্রীহীনা হইয়াছে; কৃষ্ণমহিলারা হিমাগমে নলিনীর ন্যায় নিষ্প্রভা হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে হাহা ধ্বনি, হংস হংসী জলবিহার ত্যাগ করিয়াছে, আর বেণু বীণা মুরজ মৃদঙ্গ বাজিতেছে না, পরে তিনি বসুদেবের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন; তিনি পুত্রশোকে শয়ান ছিলেন; তাঁহার তদবস্থা দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় বড়ই কাতর হইলেন; তখন তিনি বাষ্পপূর্ণনেত্রে তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; মহাত্মা বসুদেব ভাগিনেয় অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া, উত্থানশক্তি রহিত হইলেও উঠিতে চেষ্টা করিলেন এবং কাতর বাক্যে কহিলেন, আয় বৎস! তোকে আলিঙ্গন করি, কৃষ্ণবিচ্ছেদ আমার কিছু অংশে উপশম হউক?—এই বলিয়া বসুদেব অর্জ্জুনের সমক্ষে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিলে, অর্জ্জুন তাঁহার সৎকার্য্য সমাধানার্থ বহ্নি প্রজ্বালন করিলেন;—দেবকী প্রভৃতি

বসুদেবপত্নীচতুষ্টয় সেই জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিলেন। ধনঞ্জয় চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধকাষ্ঠ চিতায়প্রক্ষেপ করিতেলাগিলেন;—সামগায়ীদিগের সামগান, মনুষ্যগণের রোদনধ্বনি, সেইস্থলকে আকুলিত করিতে লাগিল;—ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধান হইলে, ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন; অনন্তর প্রভাসে গমন করিয়া দেখিলেন;—একদিকে ছিন্ন-কমলের ন্যায় বাসুদেব পতিত ও আর একদিকে বলভদ্র শয়ান রহি-য়াছেন;—দেখিয়া অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কোলে লইলেন; কহিলেন ভাই! আজ শশী ভূতলে খসে পড়েছে কেন? আজ তোমায় সমুদ্রশোষের ন্যায় দর্শন করিতেছি কেন? আজ তোমার প্রফুল্ল মুখকমল নিষ্প্রভ হইয়াছে কেন? কৃষ্ণ! দারুণ কুরুক্ষেত্রের রক্ষিত অর্জ্জুন যে তোমার পদতলে দেখিতেছ না, তা কৃপা করনাকাণ্ড;—এই বলিয়া অর্জ্জুন মূর্চ্ছিত হইলেন;—অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞা পাইয়া কাঁদিতেলাগিলেন হায়! আজ কি দেখিলাম! একি স্বপ্ন? প্রাণ বন্ধু কুরুক্ষেত্রে হত না হইয়া আজ যে শুষ্কভূমিতে জীবন ত্যাগ করিল! হায়!—অর্জ্জুন এই বলিয়া নানা বিলাপ করত ভগবানের ও বলভদ্রের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধান করিলেন; পরে শাস্ত্রানুসারে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের প্রেতকার্য্য সমাধান করিয়া রথারোহণ পুরঃসর সপ্তম দিবসে ইন্দ্রপ্রস্থা-ভিমুখে গমন করিলেন; বৃষ্ণিবংশীয় মহিলাগণ শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে, অশ্ব, গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রযুক্ত রথে সমারূঢ় হইয়া অনুগমন করিতে লাগিলেন; ভৃত্য অশ্বারোহী রথী পুরবাসী, বালক, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি অসংখ্য দ্বারাবতী প্রাণী অর্জ্জুনের অনুসরণ করি-লেন, দ্বারকাবাসী লোক সকল অর্জ্জুনের সহিত বহির্গত হইলে পর, দ্বারকা নগরী সমুদ্রজলে ডুবিতে লাগিল; বিস্মিত অর্জ্জুন যাদব মহিলা-গণও অন্যান্য যোধগণকে সঙ্গে লইয়া ক্রমে ক্রমে নানা নদী, নানা কানন ও নানা গিরিমালা অতিক্রম করত কিয়দ্দিন পরে তাঁহারা গোপশ্বা-সম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী পঞ্চনদ দেশে উপস্থিত হইলেন; পঞ্চনদ-দেশ বাসী দস্যুরা কৃষ্ণমহিলাগণের রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাদিগকে হরণ বাসনা করিল; তখন তাহারা লগুড় হস্তে সিংহনাদ শব্দ পুরঃসর সার্জ্জুন দ্বারকাবাসী লোক সকলকে আক্রমণ করিল;—ধনঞ্জয় কহিলেন; দস্যুগণ! যদি তোমাদের বাঁচিবার বাসনা থাকে, ত্বরায় প্রতিনিবৃত্ত হও;—

আমি অর্জ্জুন, নিশ্চয় জানিবে; আমি শরনিকর দ্বারা তোমাদিগকে

ছিন্নভিন্ন করিব ; গাণ্ডীব আমার ধনু ;—অর্জ্জুন এই বলিলে তাহারা কোন ভয় করিল না, তাহারা নির্ভয়ে আক্রমণ করিল, অর্জ্জুন দিব্যাস্ত্র সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কেহই তাঁহার স্মৃতিপথে সে সময় আসিল না ;—তিনি বিষম ফাঁপরে পড়িলেন, চক্ষুঃ তাহার বিভ্রান্ত হইল, সামান্য কতকগুলি শর তিনি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার শরসমুদয় ফুরিয়া গেল ; তিনি দুঃখিত মনে শরাসনে উপবেসন করিলেন ; দস্যুরা এই সময় দিব্য দিব্য রমনী গুলিকে লইয়া প্রস্থান করিল ;—

অর্জ্জুন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করত অবশিষ্ট রমণীগণ সমভিব্যাহারে, কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া হার্দ্দিক্য তনয় ও ভোজরাজ কুল রমণীগণকে মার্ত্তিকাবত নগরে, বালক বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে এবং সাত্যকিতনয় কে সরস্বতীনগরে সন্নিবেশিত করিলেন ; ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার কৃষ্ণপৌত্র বজ্রকে প্রদত্ত হইল; অক্রূরের ভার্য্যাগণ প্রব্রজ্যা করিলেন;রুক্মিণী গান্ধারী শৈব্যা হৈমাবতী ও দেবী জাম্ববতী ইঁহারা সকলেই অনল প্রবেশ করিলেন ; সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণমহিলাগণ তপোঽনুষ্ঠানের জন্য হিমালয় অতিক্রম করিয়া কলাপ গ্রামে উপস্থিত হইলেন ; ধনঞ্জয় দ্বারকাবাসী লোকদিগকে বজ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া মহাত্মা বেদব্যাসের আশ্রমে উপনীত হইলেন ; দেখিলেন ; ঋষি ধ্যানে মগ্ন, তখন তিনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া কহিলেন ; মহর্ষে ! আমি ধনঞ্জয়, আপনার নিকট আগমন করিয়াছি,মহর্ষি অর্জ্জুন নাম শ্রবণমাত্র চক্ষু রুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, দীনবেশে তৃতীয় পাণ্ডব দণ্ডায়মান ; উত্তরীয় বসন অঙ্গ থেকে খসিয়া পড়িতেছে,মুখ খানি জীর্ণ শীর্ণ যেন পিতৃহীন বালক মহর্ষির নিকট ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছে, অর্জ্জুনের সে তেজ আর নাই, মহর্ষি দেখিয়া দুঃখিত হইয়া কহিলেন কেন বৎস! তুমি এমন হইয়াছ ? তোমার সে তেজ কোথায় ? কোথায় তোমার গাণ্ডীববল ? তোমার কি সর্ব্বস্বধন হরণ হইয়াছে ? তুমি কি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ? না কি কেহ তোমার অপমান করিয়াছে ? বন্ধুরূপী হরি তোমায় ত প্রসন্ন আছেন ? এরূপ তোমার শ্রীভ্রংশ কেন ? তখন অর্জ্জুন কহিলেন ; পিতঃ ! পাণ্ডব কপাল ভাঙ্গিয়াছে ; পঙ্কজলোচন হরি ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বধাম গমন করিয়াছেন ;—এই বলিয়া অর্জ্জুন ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় ধরাতলে পড়িলেন ;—

ব্যাস সামাশ্বাস প্রদান করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস ! মহাত্মা যদুদেবের বিনাশ ও সমুদ্র শোষ, ভূতলে শশীর পতন তিনই সমান ; কালকে কেহ

অতিক্রম করিতে পারে না; কাল কর্ত্তৃক তিনি সংসারে আসিয়াছিলেন, কাল বশেই তিনি গমন করিয়াছেন। বসুন্ধরার ভার হরণ হইয়াছে, এই জন্য কৃষ্ণ জলদ কান্তি, আর দেখাগেল না; ব্যাস এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; তখন অর্জ্জুন কহিলেন, দেব! বলিব কি, পঞ্চনদ দেশে তাঁহার রমনীগণকে লইয়া আসিতেছিলাম; দস্যুরা এমনি হরণ করিল, যে আমার গাণ্ডীব আস্ফালন করিল না, সমরকালে আমি সামান্য দস্যুহস্তে পরাজিত হইলাম, কুরুক্ষেত্রসমরস্থলে যে শঙ্খচক্রধারী পুরুষকে আমি রথাগ্রভাগে দর্শন করিতাম তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না, আমি নিস্তেজ হইয়া পড়িলাম, নারায়ণ ইহলোকে ত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া দিক্ সকল আমার শূন্য বোধ হইতেছে—ব্যাসের চরণ বন্দনা করিয়া অর্জ্জুন হস্তিনাভিমুখী হইলেন।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের আগমন বিলম্ব দেখিয়া বড়ই কাতর হইলেন; কহিতেলাগিলেন; বৎস ভীম! বৎস নকুল! বৎস সহদেব! অর্জ্জুন বহুদিবস দ্বারকায় গমন করিয়াছেন; এখন কেন আইল না। কৃষ্ণত ভাল আছে? অনেক দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতেছি, মন আমার কেমন কাতর হইয়াছে *

দুইটী কৃষক একদিন মাঠে দেখিল অর্জ্জুনের মত একটী মানুষ আসিতেছে, বলাবলি করিতে লাগিল; মহারাজ যুধিষ্ঠির যাহার জন্য ভাবনাতুর, বোধ করি সেই তৃতীয় পাণ্ডব আসিতেছেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, দূর! তৃতীয় পাণ্ডব কি পাদচারে আগমন করিবেন প্রথম? বলিল তাওত বটে, একজন বলিল, ঠিক যেন সেই অর্জ্জুন আসিতেছে ঐ দেখ;—ব্রাহ্মণেরা আত্মাই

* তথাচ সংপ্রস্থিতে দ্বারকায়াং জিষ্ণৌবন্ধুদিদৃক্ষয়া জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্যচ বিচেষ্টিতং।। ব্যতীতাঃ কতিচিন্মাসা স্তদানায়াত্ততোঽর্জ্জুনঃ। দদর্শ ঘোররূপাণি নিমিত্তানি কুরূদ্বহঃ।। ভাগবতম * * *

গতাঃ সপ্তাধুনা মাসাঃ ভীমসেন তবানুজঃ। নায়মায়াতি কস্যবা হেতোর্নাহং বেদেদমঞ্জসা।। ভাগবতম্।

প্রহরের সময় হোমাদি সমাপন করিয়াছেন, মধ্যাহ্নকালে অন্নভক্ষকারীরা "কই ভুকাহো" "কই ভুকাহো" শব্দ করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, হস্তিনাপুরের লোক সকলেই খাওয়া দাওয়া শেষ করেছে, ভদ্রলোকেরা নানা বিশ্রাম স্থলে বসিয়া খেলা ও আমোদ করিতেছে, সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে হেলে পড়েছে, এমন সময় অর্জ্জুন দীন বেশে রাজপুরে প্রবেশ করিলেন চক্ষে বারিধারা, গা ধূলিধূসরিত; যুধিষ্ঠির কহিলেন ভাই! তুই কি আলি? কৃষ্ণ কোথায়? তোমার সুন্দরকান্তি কোথায় গেল? কেন তুমি জীবন মৃতের ন্যায় দর্শন দিতেছ? তোমার গাণ্ডীব কোথায়? অর্জ্জুন! তুমি কি কোন আতুরকে বিনাশ করিয়াছ? তুমি কি আশ্রিতকে আশ্রয় দিতে পার নাই! তুমি কি সতীর সতীত্বনাশ করেছ? কৃষ্ণা কহিলেন নাথ! কেন আপনি জীর্ণ শীর্ণ? কৃষ্ণ জলদকান্তির যে আসিবার কথা ছিল, কেন তিনি এলেন না? কেন আপনি নীহারাচ্ছন্ন শশীর ন্যায়, দুর্দ্দিনস্থ দিবাকরের ন্যায় নিষ্প্রভ হইলেন? বলুন, আমরা আপনার মুখ চাহিয়া কাতরতা বোধ করিতেছি।

অর্জ্জুন কহিলেন; যিনি আমাদিগের সর্ব্বস্ব বল, যিনি আমাদিগের পরাক্রম, যিনি আমাদিগের সর্ব্বস্ব নিধি, যিনি আমাদিগের গতি, সেই বন্ধুরূপী হরি ছেড়ে গেছে;—* অর্জ্জুন এই বলিয়া করপ্রসারণপূর্ব্বক ধরাতলে পড়িলেন; সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল;—রাজপুরী আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণা হইল;—হস্তিনাপুরী ক্রন্দনে পূরিয়া গেল, অনেক বিলাপের পর যুধিষ্ঠির কহিতে লাগিলেন বৎস! কৃষ্ণ সংসার ছাড়িলেন কেন;—তাহার কারণ কি?

তখন অর্জ্জুন কহিতে লাগিলেন; দেব! শুনিয়াছি একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও তপোধন নারদ দ্বারকায় আগমন করেন। সারণ প্রভৃতি কতিপয় যাদব ব্রহ্মতেজঃ পরীক্ষা করিবার জন্য শাম্বকে স্ত্রী বেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট লইয়া বলিলেন হে মহর্ষিগণ! ইনি অমিততেজা মহাত্মা বভ্রুর পত্নী, ইহার কি সন্তান হইবে বলুনদেখি? মহর্ষিগণ তাহাদিগের ধূর্ত্ততা বোধ করিয়া কহিলেন; রে দুর্বৃত্তগণ! এই বাসুদেব নন্দন শাম্ব, যদুবংশ ধ্বংশের নিমিত্ত লোহার মুসল প্রসব করিবে; বলদেব ও জনার্দ্দন ভিন্ন সকলেই এই মুসলে বিনষ্ট হইবে; অনন্তর পরদিন প্রভাতে শাম্ব এক ঘোরতর মুসল

* বঞ্চিতোহং মহারাজ! হরিণা বন্ধুরূপিণা যেন মেহপহৃতং তেজোদেব বিস্মাপনং মহৎ। ভাগবতম্।

প্রসব করিলেন; ঐ মুষল প্রসূত হইবামাত্র নরপতি সমীপে আনীত হইল। নরপতি সেই মুষল চূর্ণ করাইয়া জলমধ্যে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন;— তখন বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়েরা নানা দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতে লাগিলেন;— গৃহে কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণ মুণ্ডিত শিরাঃ বিকট মূর্ত্তি এক কাল পুরুষ ভ্রমণ করিতেছে, যদুবংশে ক্ষয় সূচক প্রবল ঝঞ্ঝাবাত বহিতেছে; পথিমধ্যে অসংখ্য মূষিক ও ভগ্নমৃৎপাত্র সকল লক্ষিত হইতে লাগিল, শুক সারিকা কঠোরধ্বনি করিতে লাগিল, সারসেরা উলূকের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল; কামিনীগণ নিদ্রাবস্থায় দর্শন করিতে লাগিল, যেন এক শুভ্রদশনা কৃষ্ণবর্ণা কামিনী হাস্য করিয়া তাঁহাদিগের মঙ্গল সূত্র অপহরণ করিতেছে, এই সকল দুর্নিমিত্ত নিবারণার্থে যাদবেরা তীর্থযাত্রায় সমুৎসুক হইলেন; সকলে প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হইয়া রমণীগণের সহিত সুখে বিহার করিতে লাগিলেন; প্রভাসতীর্থ নটনর্ত্তক ও মত্ত ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ হইল। বলদেব সাত্যকি গদ বভ্রু * কৃতবর্ম্মা বাসুদেবের সমক্ষেই সুরাপান করিলেন; সুরা রাক্ষসী কর্ত্তৃক প্রমোদিত যাদবগণ বাক্য যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন; এইরূপ বাক্যযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া শেষ অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল, পরস্পর এরকা মুষ্টি গ্রহণ করত প্রহার করিতে লাগিল; ঐ এরকা মুষলরূপে পরিণত হইতে লাগিল;—এইরূপে ব্রহ্মশাপে যদুবংশ ধ্বংশ হইলে আমি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, প্রভাসকূলে সমস্ত যাদব শরীর পতিত রহিয়াছে; কৃষ্ণ শ্যামলকান্তি তন্মধ্যে প্রফুল্ল কুসুমের ন্যায় শোভা পাইতেছেন;—বন্ধুকে কোলে করিলাম, কত কাঁদিলাম, ই কোন উত্তর পাইলাম, না; হা!— তৎপরে বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানীতে, হার্দ্দিক্য তনয় ও ভোজকুল কামিনীগণকে মার্ত্তিকাবত নগরে ও সাত্যকি তনয়কে সরস্বতী নগরীতে সমাবেশিত করিয়া ব্যাসবন্দনা পুরঃসর এইস্থলে আসিতেছি; তখন যুধিষ্ঠির কাঁদিলেন; হায় কৃষ্ণ! মহারাজসূয়যজ্ঞে তোরই কৃপায় সম্রাট হইয়াছিলাম; দারুণ বনবাস কালে তুইই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলি; হায় তেমন দারুণ কুরুক্ষেত্রে কে আর তেমন সহায় হইবে! কৃষ্ণ! পাণ্ডবেরা তোগত প্রাণ, কৃষ্ণজীবন পাণ্ডবদিগের এখন আর উপায় কি? এই বলিয়া যুধিষ্ঠির অজস্রধারায় কাঁদিতে লাগিলেন, চক্ষুজল মুক্তার ন্যায় তাঁহার কপোলদেশ ভাসাইতে লাগিল; সকলে স্তম্ভিত; তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন;—যখন পাণ্ডব জীবন কৃষ্ণ জীবন ত্যাগ

* স্নেহ।

করিয়াছেন তখন আর আমদের শ্রেয়ঃ নাই; আমাদিগেরও মহাপ্রস্থান করার সময় হইয়াছে, এই বলিয়া পাণ্ডবগণ মহা প্রস্থান বাসনায় অনুকূল হইলেন; পরদিন প্রভাতে পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান করিবেন এই বার্ত্তা নগরময় প্রচারিত হইলে সকলে হাহাকার করিতে লাগিল। প্রভাত উপস্থিত, সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগনে প্রকাশ পাইলেন; কালকের বৃক্ষ আজ রহিল।—তরুরাজি সকল মন্দ মারুতভরে চলিতে লাগিল; পাণ্ডবনাথ মহা প্রস্থান করিবেন; এমন সময় উপস্থিত, সকলে মঙ্গল ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন; পাণ্ডবেরা, পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসাইয়া কৃপাচার্য্যের করে সমর্পণপূর্ব্বক যুযুৎসুরে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া, কৃষ্ণ নাম স্মরণপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সহিত বল্কল ধারণ করত হস্তিনাপুর হইতে বহির্গত হইলেন; একটী কুক্কুর সঙ্গ লইল। কৃপাচার্য্য প্রভৃতি যুযুৎসুর নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; ভুজগনন্দিনী উলূপী গঙ্গাজলে প্রবেশ করিলেন; চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে প্রস্থান করিলেন; অবশিষ্ট পাণ্ডবপত্নীগণ পরীক্ষিতের সন্নিধানে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবেরা পথে যাইতেছেন এমন সময় একটী বনিতা ক্ষিপ্তবেশে তাঁহাদিগের চরণে পতিত হইলেন। বল্কলাদিযুক্ত পাণ্ডবেরা যুধিষ্ঠির অগ্রে, পশ্চাৎ অনুজগণ, তৎপশ্চাৎ পাঞ্চালী, অর্জ্জুন গাণ্ডীব উত্তোলন করিয়া আছেন; বনিতা পাদদেশে পতিতা হইবামাত্র, তাঁহারা শশব্যস্তে কহিলেন কেন আপনি পড়িলেন? বনিতা কহিলেন, পাণ্ডবগণ! আপনারা ধরাধাম ত্যাগ করিলে বসুন্ধরাতে কলি সমাবেশ করিবে, এই ভয়ে আমি আপনাদিগের পায়ে পড়িয়াছি, আমি বসুন্ধরা।

যুধিষ্ঠির কহিলেন; জননি! কৃষ্ণ যখন সংসার ছাড়িয়াছে, তখন আর আমরা বসুন্ধরায় থাকিব না, কিন্তু কলির শাসন পাণ্ডব পুত্র পরীক্ষিৎ করিবেন জানিবেন। এই বলিয়া বিঘ্ন নিবারণার্থ সত্বর গমন করিতে লাগিলেন, এদিকে পাণ্ডবগণ যশস্বিনী দ্রৌপদীর সহিত উপবাস করিয়া ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহারা অসংখ্য দেশ নদী ও সাগর সমুদায় উত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের * উপকূলে উপনীত হইলেন।

এইস্থলে ভগবান হুতাশন পাণ্ডবগণ সকাশে পুরুষবেশে আসিয়া বলিলেন, দেবগণ! আমি হুতাশন, আমার সেই গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় আমাকে প্রদান করুন, আমি বরুণকে দিব, অর্জ্জুন হুতাশনের

---

* Red sea

আদেশে গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় সলিলমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন; অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করত পুনরায় পশ্চিমাভিমুখী হইয়া দ্বারকা পুরী সন্দর্শন করত পৃথিবী প্রদক্ষিণ বাসনায় তথা হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। দেবশৃঙ্গ হিমালয় তাঁহাদিগের নয়ন পথে পড়িল; যুধিষ্ঠির কহিলেন ঐ দেখ গগনাবলম্বী দেবশৃঙ্গ হিমালয় স্বর্গদিকে মুখ করিয়া আমাদিগের নয়ন পথে পড়িল, ক্রমশঃ ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে করিতে তাঁহাদিগের নয়নপথে বালুকাময় সমুদ্র † ও সুমেরুশৃঙ্গ পতিত হইল;— তখন তাঁহারা ক্রমশঃ দ্রুতবেগ চলিতে লাগিলেন; যোগভ্রষ্টা দ্রৌপদী তাঁহাদিগের সম্মুখে পতিত হইলেন; মহাত্মা ভীমসেন ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; মহারাজ! রাজপুত্রী দ্রৌপদী কোন পাপে পড়িল? যুধিষ্ঠির কহিলেন ভ্রাতঃ! পাঞ্চালী আমাদের সকলের অপেক্ষা অর্জ্জুনের প্রতি সমধিক পক্ষপাত করিতেন, সেই পাপে উঁহাকে পড়িতে হইল; এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদী দিকে আর দৃষ্টি না করিয়া দ্রুতপদে স্বর্গ পথে যাইতে লাগিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা সহদেব পড়িলেন; সহদেবকে পতিত দেখিয়া ভীমসেন ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন; প্রাণাধিক সহদেব কোন পাপে পড়িল? যুধিষ্ঠিব কহিলেন সহদেব আপনাকে অতিবিজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সেই পাপে তাঁহার পতন হইল? এই বলিয়া যুধিষ্ঠির অন্য মন না করিয়া ত্বরিত গমনে স্বর্গপথে যাইতে লাগিলেন; নকুল পতিত হইল, ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন কোন পাপে নকুল পতিত হইল? যুধিষ্ঠির কহিলেন; নকুল আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিতেন, সেই জন্য আজ পতিত হইলেন; এই বলিয়া যুধিষ্ঠির নারায়ণ স্মরণ করিয়া ঊর্দ্ধপথে গমন করিতে লাগিলেন, মহাবীর অর্জ্জুন পড়িল; তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন; অর্জ্জুন শৌর্য্যাভিমানী হইয়া আমি এক দিনেই শত্রুসংহার করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা করিতে পারেন নাই, ত্রবং উনি সমস্ত ধনুর্দ্ধরকে তাচ্ছল্য করিতেন এই জন্য আজ দেবশৃঙ্গে পতিত হইলেন; "যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্য করে সে ব্যক্তি সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়।" যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের দিকে নেত্রপাত না করিয়া ঊর্দ্ধপথে গমন করিতে লাগিলেন। তখন ভীম পতিত হইয়া কহিলেন দেব! কোন পাপে

† The desert of Gobi or Shamo.

আজ আমার পতন হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন ভাই! তোমার অপরিমিত ভোজন ও বলদর্প তোমাকে পাতিত করিল; যুধিষ্ঠির এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে দেবরাজ ধর্ম্মরাজের সকাশে উপনীত হইলেন, কহিলেন; যুধিষ্ঠির! এই রথে সমারূঢ় হইয়া তুমি স্বর্গে আগমন কর, মানবের অসাধ্য কর্ম্ম তুমি সাধন করিয়াছ; যুধিষ্ঠির বলিলেন, দেব! আমার সুখসংবর্দ্ধিতা সুকুমারী দ্রৌপদী ও আমার পরমাত্মীয় ভ্রাতৃগণ ধরাতলে নিপতিত হইয়াছে, উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার স্বর্গে যাইতে বাসনা নাই। ধর্ম্মরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে কহিলেন, দেব! পাঞ্চালীও তোমার ভ্রাতৃচতুষ্টয় তোমার অগ্রেই স্বর্গে গমন করিয়াছে;—তুমিই সশরীরে স্বর্গে যাইতেছ।——

সুররাজ এইরূপ বলিলেন, ধর্ম্মরাজ কহিলেন; অমররাজ! এই কুক্কুর আর সঙ্গ লইয়াছে. সকলেই স্বর্গে গমন করিল, এই কুক্কুর আমার সঙ্গে স্বর্গে যাইবে; তখন দেবরাজ কহিলেন, যুধিষ্ঠির! মনুষ্য শাস্ত্রে লেখে, কুক্কুর অতি অস্পৃশ্য, এ তবে কিরূপে দেবধাম স্বর্গধামে গমন করিবে; অতএব কুক্কুরকে সঙ্গে লইয়া যাইলে তোমার স্বর্গে যাওয়া হইবে না। কুক্কুর সকরুণে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল; যুধিষ্ঠির বলিলেন, তবে এই স্থলেই রহিলাম; আমি আশ্রিতকে আশ্রয় দান করিয়া, অনাথকে আশ্বাস দিয়া, বিপন্নকে উদ্ধার করিয়া, প্রাণান্তে মিথ্যা না কহিয়া, এতদূর আসিয়াছি; এক্ষণে যদি আশ্রিতকে আশ্রয় দান করিয়া স্বর্গে না যাইতে পারি, তবে সে স্বর্গ আমি চাহি না;—তখন কুক্কুর দেবমূর্ত্তি ধারণ করিল; শরীর হইতে তাহার ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল; গলায় উপবীতসূত্র তাড়িতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল; চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল প্রভায় দিক সমুজ্জ্বল করিতে লাগিল; হস্তে তাহার ন্যায়দণ্ড দীপ্তি পাইতে লাগিল;—

তিনি কহিলেন, আয় বৎস যুধিষ্ঠির! আমার কোলে আয়, আমি বুঝিলাম, তোমার তুল্য ধার্ম্মিক আর হয় নাই। দ্বৈতবনে আমি এক বার বকরূপে তোমাকে পরীক্ষা করি, আর এই পরীক্ষা করিলাম, এই বলিয়া ধর্ম্ম দেব যুধিষ্ঠিরকে কোলে লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন;— স্বর্গে যাইয়া যুধিষ্ঠির দেখিলেন, দুর্য্যোধন, সাধ্য ও দেবগণে পরিবৃত হইয়া প্রভামণ্ডলসম্পন্ন আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে; তাহাকে দর্শন করিবামাত্র যুধিষ্ঠিরের আর ক্রোধ রাখিবার যায়গা রহিল না। তিনি

ক্রোধসংরক্তনয়নে সেই দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন; তখন দেবর্ষি আসিয়া বলিতে লাগিলেন, ওকি যুধিষ্ঠির! মনুষ্যলোকে এত ক্রোধ ত তুমি কর নাই; অকৃতি দুর্য্যোধন তোমার মহিমায় আজ এই স্বর্গাসনে বসিয়াছেন; বিশেষতঃ ত্বদাত্মীয় বলিয়া আমরা উহাকে সিংহাসন দান করিয়াছি, শুদ্ধ উনি নন, তোমার সম্বন্ধে ঐ দেখ, তোমার অতীত অনন্ত কোটী তোমার, স্বর্গে বাস করিতেছেন;—ঐ দেখ, কুরু মহারাজ, শান্তনু, ঐ দেখ, বিচিত্রবীর্য্য প্রভৃতি তোমার সম্মানে উচ্চতর স্বর্গে রহিয়াছে; তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, দুর্য্যোধন ত স্বর্গ পাইল; কিন্তু কোথায় আমার প্রাণের নকুল? জীবন সহদেব? কোথায় ভীম? প্রাণাধিকা পাঞ্চালী? ও কোথায় সেই কুরুক্ষেত্রের বাহুবল আমার সেই তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন? যুধিষ্ঠির এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; তখন দেবতাগণ কহিলেন, তাঁহারা ইহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক লাভ হইয়াছে; যদি দর্শন বাসনা হইয়া থাকে, এই দেবদূত সঙ্গে যাইতেছে, ইহার সঙ্গে যাও দেখিতে পাইবে; এই বলিয়া তাঁহারা এক জন দেবদূতকে সম্বোধন করিয়া বলিল, যাও তুমি শীঘ্র যুধিষ্ঠিরকে উহাঁর আত্মীয়গণের নিকট যাও; দেবগণ এই কথা কহিবামাত্র দেবদূত যুধিষ্ঠিরের পুরোবর্ত্তী হইয়া এক অতি ভীষণ পথ দিয়া তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়গণের সমীপে লইয়া যাইতে লাগিলেন; * ঐ পথ অতি দুর্গম ও অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন। পাপাত্মারাই সতত ঐ পথে গমনাগমন করিয়া থাকে ঐ পথে দুর্গন্ধ মাংস, শোণিতের কর্দ্দম, দংশমশক, ভল্লুক, মক্ষিকা, মৃতদেহ, অস্থি, কেশ, কৃমি ও কীটে পরিপূর্ণ। অয়োমুখ কাক ও গৃধ্রগণ সতত পরিভ্রমণ করিতেছে; শবের দুর্গন্ধ নাশারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আর নিঃশ্বাস ফেলিতে দিতেছে না, অসিপত্রবন কি ভীষণই বহিয়াছে; যুধিষ্ঠির ঐ ঘোর স্থান দিয়া বহুদূর গমন করিয়া, আর যাইতে অক্ষম হইলে বলিলেন, দেবদূত! এ কোন স্থান? আর কতদূরে আমার অনুজগণ? যশস্বিনী পাঞ্চালী? জননী কুন্তী? তখন দেবদূত কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এ নরক, দেবতারা আমাকে কহিয়া দিয়াছেন, যুধিষ্ঠির এই পথে যে পর্য্যন্ত যাইয়া বিশ্রান্ত হইবেন, সেই স্থান হইতে ইহাঁকে ফিরাইয়া আনিবে। যুধিষ্ঠির সমস্ত বুঝিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে যাইতেছেন, এমন সময় শুনিলেন ও রাজা যুধিষ্ঠির একবার দাঁড়াও,—আমরা তোমার পুণ্যসমীরণ সেবন করিয়া

---

* *Fauces Gravoolentis Averni.*

কিঞ্চিৎকাল সুস্থ হই, এই কথা,—যত তিনি অল্প অল্প প্রতিনিবৃত্ত হন, তত বারম্বার শুনিতে লাগিলেন ;—যুধিষ্ঠির আর পা তুলিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, তোমরা কে? ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র তাঁহারা সকলেই একেবারে চতুর্দ্দিক হইতে আমি কর্ণ, আমি ভীমসেন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি দ্রৌপদী" ইত্যাদি ধ্বনিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবদূত! ধর্ম্ম সদৃশ আমার অনুজগণ কোন পাপে নরকে? দেবরাজ যে বলিলেন, তাঁহারা আমার পূর্ব্বে স্বর্গে গমন করিয়াছেন ; এক্ষণে ভদ্র! তুমি দেবতাদিগের নিকটে গমন করিয়া বল, যে আমি স্বর্গে যাইব না আমার ভাইগণ যেখানে সেই স্থানে আমি থাকিব। সহস্র দোষের দোষী ভীমাদি আমার স্বর্গ-স্বরূপ। এই বলিয়া যুধিষ্ঠির বাহু প্রসারণ করিয়া সেই স্থলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ; * ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত হইল ; বলিতে লাগিলেন, যুধিষ্ঠির উঠ! তোমার কি নরক স্থিতি সম্ভব হয়, দেবের অকার্য্য সাধন করিয়াছ, এ মায়া নরক এই বলিয়া দেবগণ তাঁহার হস্ত ধরিলেন ;—যুধিষ্ঠির কম্পিত চক্ষু মেলিয়া অর্দ্ধগাত্র তুলিতে তুলিতে দেখিলেন, আর নরক নাই ; ধর্ম্মসূর্য্য যেন সেই স্থানের অন্ধকার দূর করিয়াছে ; —ধর্ম্ম দণ্ডায়মান, দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে যুধিষ্ঠিরের স্তব করিতেছে ; সম্মুখে মন্দাকিনী প্রবাহিনী, দেব কমল সকল ভাসিয়া যাইতেছে ; চতুর্দ্দিক ফরসা, তখন কহিলেন, দেবগণ! একি? দেবগণ কহিলেন, ধর্ম্মপুত্র! এ তোমার নরক দর্শন ; ছলে দ্রোণাচার্য্যকে হনন করিয়াছিলে, তাতেই—ছলে নরক দর্শন হইল। মনে তোমার ইচ্ছা ছিল না, তাতেই নরক রহিল না। সকল রাজাকেই এক একবার নরকদর্শন করিতে হয় ; অথবা বোধ নকুলাদি দ্রোণ বধের বিশেষ পাপের ভাগী, এই জন্য তাহাদিগের নরক হইয়াছিল ; তোমার দর্শনে তাহাদিগের উদ্ধার হইল ; অথবা এই বোধ তোমার পুণ্যে যে অসংখ্য আত্মীয় তোমার, স্বর্গভোগ করিতেছে, তাহাদিগেরই প্রায়শ্চিত্ত জন্য তুমি এবং তোমার ভ্রাতৃগণ অল্পকাল নরক ভোগ করিল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, ভগীরথ, ভরত প্রভৃতি ভূপতি অপেক্ষা তুমি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছ

* "This was his crowning trial."

সশরীরে স্বর্গে কেহ আসিতে পারে নাই; তুমিই কেবল আসিয়াছ। ঐ মন্দাকিনীতে স্নান কর, অনন্তর স্বর্গসুখ ভোগ কর;——

যুধিষ্ঠির মন্দাকিনীতে স্নান করিলেন; জলে অবগাহন করিবামাত্র তাঁহার মনুষ্যদেহ তিরোহিত হইল ও দিব্য মূর্ত্তি তিনি ধারণ করিলেন;—তিনি স্বর্গের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন;—মন্দার মালা তাঁহার গলে শোভা পাইতে লাগিল; ভক্তি, স্তুতি, বিনীতি তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন; বিদ্যাধরীরা গানারম্ভ করিল; স্বর্গের শান্তি সলিল ও অমৃত বায়ু গায়ে বহিতে লাগিল; তখন যুধিষ্ঠির দেখিলেন, যে দেহ তাঁহার অশেষসঙ্কটসঙ্কুল-দুস্তরভবজলধিতরঙ্গে—কখন বারণাবতে, কখন বনস্থলে, কখন রণস্থলে মগ্নপ্রায় হইয়াছিল, এখন তাহা ব্রহ্মকৃপাবলে সত্যবায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া, ব্রহ্মপদকমল সুতীর্থে সংলগ্ন হইয়াছে।

ইতি শ্রীকাশ্যপীতি শ্রীযোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি কর্ত্তৃক বিরচিত।